"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং"

ইত্যাদি মন্ত্র কঠ, শ্বেতাশ্বতর এবং মুণ্ডক এই তিন উপনিষদেই বর্ত্তমান।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
১৫।১৩

এই গীতা বাক্য পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অনুকৃতি মাত্র।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে, একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ চণ্ডী গ্রন্থের—'একৈবাহং জগত্যত্র' বাক্য তাহারই প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রুতি বলেন।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাৎ
ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণঃ। মুণ্ডক ২।২

গীতা ঐ বাক্য প্রকারান্তর করিয়া বলেন ঃ—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ। ১১।৪০

এইরূপে এক শাস্ত্রের বাক্য অবিকল গ্রহণ বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অপর গ্রন্থ রচনা করা দূষণীয় নহে। এবম্প্রকারে এক শাস্ত্রের বাক্য শাস্ত্রান্তরে কতই রহিয়াছে; কে তাহার গণনা করে? আর তাহার গণনা করিবার প্রয়োজনই বা কি? মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞানকে চিরশ্রুত সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্যে উপযুক্ত রূপে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অভিলক্ষিত। তন্নিমিত্ত শ্রুতিবাক্যময় এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে উপনিষৎ বলিয়াই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

গীতা মাহাত্ম্যে কথিত হয় যে সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী স্বরূপ, পার্থ তাহার বৎস স্বরূপ, এবং গীতা ক্ষীর স্বরূপ।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মগ্রন্থে প্রস্রবিনী গাভীতুল্য সর্ব্ব উপনিষৎ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। পাঠকেরাই তাহার বৎস। সেই ব্যক্তি ধন্য, যিনি এমন সাক্ষাৎ কামদুঘা সুরভির নিকট জীবনের সমস্ত শুভ ফল লাভ করিতে পারেন।

এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থে কোন উপাখ্যান নাই; সাধন ভজনের কোন উদাহরণ নাই; আচার্য্য ও শিষ্যের প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু মূল সূত্র রূপে সে সমস্তই আছে। পাঠ কালে তৎ সমুদায় অনুভূত হয়, এবং ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থকে ভারতীয় চারি যুগের জ্ঞানভাণ্ডার বলিতে পারা যায়। ইহার প্রথম বাক্যেই ভারতের বিস্তৃত ইতিহাস সূচিত হয়। যথা 'ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি'। ব্রহ্মবাদিরা বলেন। সেই ব্রহ্মবাদিরা আবার কি বলেন?

'ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে'।

যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগকে ব্রহ্ম বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাহাদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

শ্রুতি স্মৃতি সম্পৃক্ত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে এক কালে দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করা হয়। ইহার পাঠে দেবপ্রসাদ সদ্যই অনুভূত হইতে থাকে। ইহাতে ঋষিদিগের প্রীতি জন্মে। ইহা পিতৃ পুরুষদিগের কর্ণ পবিত্র করে।

এই শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যাবলী যেমন ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় অনুকূল হয়, তেমনি দুঃখ দারিদ্র্য ও বিপদ ঘটনায় অবসন্ন চিত্তকে বলীয়ান করে। ইহার প্রভাবে শোক, তাপ ও পাপ প্রবৃত্তি দূরে প্রস্থান করে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার ক্ষীণতা অপগত ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। মোহ রোগের ইহা ভিন্ন আর ঔষধ নাই।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধ কালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

কঠোপনিষৎ।

ভক্তি-নম্র, প্রেমার্দ্র, শুদ্ধ, সরল হৃদয়ে লোক-মঙ্গলসঙ্কল্পে যিনি এই গ্রন্থ ও তাহার অর্থ অপরকে শ্রবণ করান, তাহারও কল্যাণ লাভ হয়।

অতএব মহোৎসবে, শ্রাদ্ধকালে, নির্জ্জনে, ব্রহ্মসংসতে, সম্পদে ও বিপদপাতে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত পারায়ণ নিয়মে পাঠ করিলে এই শাস্ত্র অচিরে অধিগত ও সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে।

এক্ষণে প্রার্থনা এই ঃ—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণ মস্ত্, নিরাকরণং মেঽস্ত তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মা স্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি সন্ত।

হে ঈশ্বর! বিদ্যারসার, শাস্ত্রের প্রধান, বিবেকের দীপ, এই আদি বাক্যে তুমি আমাদিগকে নিয়োগ কর। আমাদিগকে সংযমী ও ব্রতশীল কর। এই সঙ্কল্পে— এই ব্রতনিয়মে তোমার আদেশ ও উপদেশ পালন করিবার শক্তি তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রেরণ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কয়েকটী পরিভাষা।

আচার্য্য তাঁহার চিন্ময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিষ্যের অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞানোদয় হইতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেনঃ—

"হে প্রিয় শিষ্য! কি কি হইলে পর নিম্ন লিখিত গুণ সকল আত্মাতে বর্ত্তে?— যথা—

গাম্ভীর্য্য
যোগ
মহত্ব
ঋষিত্ব
দেবত্ব

শিষ্য নিম্ন লিখিত উত্তর লিখিয়া আচার্য্যের সম্মুখে সবিনয়ে ধারণ করিলেন।

ধৈর্য্য + বিনয় + মুনিত্ব = গাম্ভীর্য্য।
জ্ঞান + বৈরাগ্য + ধ্যান = যোগ।
গাম্ভীর্য্য + দয়া + প্রেম = মহত্ব।
যোগ + মহত্ব + মহানুভাবকতা = ঋষিত্ব।
অবিরাম ঋষিত্ব + সতত মঙ্গল সংকল্প + অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগ = দেবত্ব।

আচার্য্য আশীর্ব্বাদ সহকারে শিষ্যের মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া বলিলেনঃ—

"ওঁ যএকোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ"।

শিষ্য আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া অনুপ্রাণন যোগে প্রোৎসাহপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিলেন ঃ—যথা

"ব্রহ্ম আমার সহায় হউন। পিতৃদেবসদৃশ ভক্তিভাজন আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ সাদরে শিরোধার্য্য করি—আমার চিত্ত মেধাবী হউক, হৃদয় মধুমান হউক যাহাতে উক্ত অধ্যাত্ম পঞ্চ তত্ত্ব ক্রমে জীবনে প্রসমিত করিয়া প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম পরমদেবতা ঈশ্বরের সন্নিকটস্থ হইতে পারি এই প্রার্থনা। ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

১২শ প্রস্তাব।

জনকপ্রেরিত দূতমুখে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া দশরথ, বশিষ্ঠ জাবালি কশ্যপ বামদেবাদি ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইলেন। তিন দিন পথে অতিবাহিত

হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসে তাঁহারা মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শুভলগ্নে রামলক্ষ্মণ ভরতাদির শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা দশরথ বরবধূ সমভিব্যাহারে সদলে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, অন্তরীক্ষে পক্ষিগণ ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল, ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। অশুভ লক্ষণ দর্শনে দশরথ ভীত হইয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, তপোধন অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। আমার হৃদয় কম্পিত ও মন স্তব্ধপ্রায় হইতেছে।

এমন সময়ে প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তম অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল। ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলনিসূদন ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধদেশে কুঠার, করে প্রখর শর ধারণ করিয়া ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন; এবং জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন "রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য্য সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার পূর্ব্বপুরুষের এই ভীষণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া আপনার বল প্রদর্শন কর। পরে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" রাম ক্রোধে অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। এবং ধনুতে শর যোজনা করিয়া বলিলেন, "ইহা দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোক সমুদয়, কি এই আকাশগতি কোন্‌টি নষ্ট করিব?" জামদগ্ন্য নির্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া রামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, এবং কহিলেন "তুমি আমার গতি নাশ করিও না। আমি তপোনুষ্ঠান দ্বারা যে লোক সকল সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি শরদণ্ডে তৎসমুদয় সংহার কর। আরও বলিলেন, হে বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই বুঝিয়াছি তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম; তুমি অবিনাশী মধুরিপু। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই; তোমার কার্য্য অলৌকিক। তুমি যে আমাকে পরাভব করিলে তাহাতে আমার লজ্জা কি"।

আমাদের বিবেচনায় "সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ও অবিনাশী মধুরিপু" এই দুই বিশেষণ আধুনিক; পরবর্ত্তী লেখকের হস্তে সংযোজিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রকে মনুষ্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমাদি বিশেষণে অভিহিত করার কারণ আমরা দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ রামকে পুরুষোত্তম অবিনাশী বলিয়াই যখন আবার পরবর্ত্তী শ্লোকে "তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই তোমার কার্য্য অলৌকিক" প্রভৃতি নিম্নঅঙ্গের বিশেষণ প্রয়োগ করা হইল, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। ৭৬ সর্গ ১৭। ১৮। ১৯ শ্লোক।

পরশুরাম প্রস্থান করিলে দশরথ পুত্রের প্রতি যার পর নাই তুষ্ট হইলেন। তিনি বারংবার রামকে আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। সকলে বিজয়ামোদে উৎফুল্ল হইয়া রমণীয় অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাজমার্গ কুসুমমালায় সুশোভিত, সলিলসেকে সুসিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত, পুরবাসিরা মাঙ্গল্য-দ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান, সর্ব্বত্রই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল। বরবধূ প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলে মহিষীগণের আনন্দের

পরিসীমা রহিল না। অতঃপর ভরত মাতুলের আহ্বানে শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহাবাসে গমন করিলেন। এখানে বালকাণ্ড শেষ হইল।

অধ্যাত্মরামায়ণে জামদগ্ন্য রামচন্দ্রের স্তুতিচ্ছলে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে স্তব করেন তাহা বড়ই সুন্দর, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে পড়িতে অনুরোধ করি।

অযোধ্যাকাণ্ড।

অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমেই নারদ আসিয়া রামচন্দ্রকে দেখা দিলেন। রাম ও সীতা উভয়েই সাষ্টাঙ্গে নারদকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বজন্মকৃত মহাপুণ্যফলে আপনার দর্শন পাইলাম; আপনার দর্শন-লাভ মাদৃশ বিষয়াসক্ত জনগণের পক্ষে নিতান্তই দুর্লভ। তৎশ্রবণে নারদ বলিলেন, রাম! লোকানুযায়ী বাক্যচ্ছটায় আমাকে আর কেন মুগ্ধ কর; তুমি যে আপনাকে সংসারী বলিয়া পরিচয় দিলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ এই ত্রিজগৎস্বরূপ মহাগৃহে তুমিই একমাত্র গৃহস্থ ও মূলপ্রকৃতি মায়া তোমার গৃহিণী; তোমাদের হইতেই ব্রহ্মাদি শুক্লকৃষ্ণ লোহিত অজস্র প্রজার জন্ম।

ত্বৎসন্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্যাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ।
ত্বত্তেঽজস্রং শুক্ল কৃষ্ণ লোহিতাঃ সর্ব্বদা প্রজাঃ
লোকত্রয় মহাগেহে গৃহস্থস্ত্ব মুদাহৃতঃ।

প্রভু! অধিক আর কি বলিব, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে জীব যে যে কর্ম্ম করে, তুমি তৎসমুদায়ের চিন্মাত্রসাক্ষী। তোমা হইতেই এইজগৎ উদ্ভূত হইতেছে, তোমাতেই অধিষ্ঠিত আছে, অন্তে তোমাতেই লয় পাইবে। তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাকে আর নিজ মায়ায় মুগ্ধ করিও না। নারদ এইরূপে স্তব করিতে করিতে কহিলেন; রাম! মদীয় পিতা ব্রহ্মা আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন, রাবণের নিধনার্থ তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ; রাজা দশরথ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; তুমি রাজ্য পালনে আসক্ত হইলে আর রাবণবধ হইবে না; তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতএব সেই সত্য পালন কর। এ কথা শুনিয়া শ্রীরাম হাস্য করিয়া কহিলেন, শুন নারদ! আমি সকলই জানি; যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা নিঃসংশয়ে পালন করিব। রাবণবধার্থ আমি আগামী কল্য মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থান করিব এবং সীতা উদ্ধারচ্ছলে দুষ্ট রাক্ষসকে সবংশে বিনাশ করিব। ইহা শুনিয়া নারদ আশ্বস্ত হইয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিষেকের আয়োজন চলিতে লাগিল। বশিষ্ঠ আসিলে রামচন্দ্র তাঁহার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন, আমি ধন্য হইলাম। মুনিবর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমার চরণবারি ধারণ করিয়া মহাদেব ধন্য হইয়াছেন, তোমার শ্রীচরণসম্ভূত তীর্থে আমার পিতা ব্রহ্মারও অশুভরাশি বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি লক্ষ্মীর সহিত অবতীর্ণ স্বয়ং পরমাত্মা ঈশ্বর। তুমি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভূতলে যে অবতীর্ণ হইয়াছ, সে সকল গুহ্য কথা উদ্ঘাটন করিব না। মায়াবলে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, আমিও তদনুসারে "তুমি শিষ্য আমি গুরু" এই ভাবে ব্যবহার করিব। প্রকৃত পক্ষে তুমি গুরুগণের গুরু, পিতৃগণের পিতামহ, অন্তর্যামী, লোকযাত্রার নির্ব্বাহক এবং মনের অগোচর

গুরু র্গুরূণাংত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ,
অন্তর্যামী জগৎযাত্রাবাহক স্তমগোচরঃ।

স্বাক্ষাৎ পরমাত্মা ইক্ষ্বাকুকুলে রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন, বহুদিন হইল ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছিলেন। পৌরহিত্য কার্য্য নিন্দনীয় এবং জীবিকা নির্ব্বাহের অসৎ উপায় জানিয়াও তোমার গুরু হইতে পারিব, এই সম্বন্ধ আশা করিয়া এ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। রঘুনন্দন! আজ আমার সেই মনোরথ সফল হইয়াছে। একমাত্র যিনি সকলকে মোহিত করেন, সেই মহামায়া তোমার অধীন; অতএব হে রঘুবর! যাহাতে তিনি আমাকে মোহিত না করেন, তাহা তোমাকে করিতে হইবে। যদি গুরুর প্রত্যুপকার করিবার বাসনা থাকে, তবে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। প্রসঙ্গ ক্রমে এ সকল কথা তোমাকে বলিলাম, ইহা আমি অন্যত্র বলিব না। আগামী কল্য তোমার অভিষেকের দিন, ইহা জানাইতে আসিয়াছি, এই বলিয়া বশিষ্ঠ চলিয়া গেলেন। *

এদিকে দেবগণ দেবোপকারিণী দুষ্ট স্বরস্বতীকে বলিলেন, দেবি! ভূমণ্ডলে অযোধ্যানগরে গমন করিয়া প্রথমে মন্থরাতে পরে কৈকিয়ীতে অধিষ্ঠান কর এবং রামাভিষেকের বিঘ্ন জন্মাও। কৈকেয়ী রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহপ্রবণা হইলেও কেমন করিয়া যে তাঁহার বুদ্ধিবিকৃতি জন্মে ও কিরূপে যে রামের বনবাস ঘটে তাহা পাঠক বর্গের অবিদিত নাই।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন, শাস্ত্রকার নারদ ও বশিষ্ঠের সহিত রামচন্দ্রের কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাদের মুখে কেমন অজ্ঞাতসারে রামের দেবত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। আরও দেখিবেন অধ্যাত্মরামায়ণকারের লক্ষ্য বাল্মীকি হইতে কত দূরে। বাল্মীকি ইতিহাস লিখিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে রামজীবনের ঘটনাগুলি বলিয়া চলিয়াছেন; এবং কেমন সুকৌশলে পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য জাগাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণকারের উদ্দেশ্য সে দিকে নহে, তিনি ইতিহাস বা কাব্য লিখিবার কৌশল যেন ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া গেলেন। তিনি রামচন্দ্রে ঐশ্বরিক সর্ব্বজ্ঞতা আরোপ করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, যে দণ্ডকারণ্যগমনাদি ভাবীজীবনের ঘটনাগুলি রামচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। ইহাতে পাঠকবর্গের কেবল যে কৌতূহল ভঙ্গ হইল তাহা নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের কাব্য ইতিহাস রচনা শক্তির দুর্ব্বলতা বাহির হইয়া পড়িল। শুদ্ধ যে এই খানে গ্রন্থকার আপনার দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলেন তাহা নহে, কাব্যাংশ ঘটিত এই ভাবের অনেকগুলি দোষ অতঃপর পাঠকগণের দৃষ্টিতে পড়িবে। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে অধ্যাত্মরামায়ণকারের লক্ষ্য তত কাব্যাংশের দিকে ছিল না, যত অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে। বিশেষতঃ মনুষ্যে দেবত্ব আরোপ করিয়া চারিদিকে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, এইরূপ দোষ একেবারেই অনিবার্য্য। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, অধ্যাত্মরামায়ণকারের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করা, সে লক্ষ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে।

দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব প্রভৃতি কতকগুলি কথা অধ্যাত্মরামায়ণকারের স্বীয়

---

* বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অধ্যাত্ম রামায়ণের মূল ও অনুবাদের সাহায্য আমরা এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে লইয়াছি।

কল্পনা প্রসূত। তৎসমূহের মৌলিকতা সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে করিব। বশিষ্ঠ পৌরহিত্য কার্য্যের নিন্দনীয়তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সুদূর অতীতে তাহা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য)

দ্বিতীয় প্রকরণ—চতুর্থ ব্যাখ্যান।

শরীর ও আত্মা।

ধন্য আত্মা যার অন্তরে ঈশ্বর।
বিরাজেন কিবা রূপে মনোহর॥
তিনি পিতা মাতা—অভয় শরণ।
প্রেমরূপে তথা দেন দরশন॥
কি আশ্চর্য্য! যিনি মহিমা সাগর।
যাঁহার শাসনে রহে চরাচর।
যাঁহার নিয়মে কোটি রবি তারা।
চলিছে—ফিরিছে—নহে পথ-হারা॥
অসংখ্য জীবেরে যিনি অন্ন পান॥
কতই প্রকারে নিয়ত যোগান॥
মহিমা যাঁহার—অগম্য অপার।
এবিশ্বে প্রকাশ কণা মাত্র তার॥
কত লোক—জীব—যাঁহার সৃজন।
বুদ্ধি হারে তাহা করিতে মনন॥
যিনি মহারাজা—সম্রাট্ মহান্।
আত্মার কুটীরে তাঁর অধিষ্ঠান!
হও জীব! হও বিশুদ্ধ অন্তর।
পাবে আত্মধামে পরম ঈশ্বর॥
তিনি চিরসঙ্গী বন্ধু অকারণ।
আত্মার অন্তরে থাকি অনুক্ষণ॥
অসাড় আত্মারে করেন চেতন।
দেব-ভাবে তারে করেন পূরণ॥
পৃথিবীর ধূলা পাছে লাগে গায়।
হয়েন তাহার অমোঘ সহায়॥

কি আনন্দ! যিনি নয়ন—নয়ন।
প্রাণ দাতা যিনি জীবন—জীবন॥
আঁখি মেলি দেখি—তাঁহার কিরণ।
আলো করি আছে সকল ভুবন॥
আঁখি মুদি দেখি—হৃদয়ের মাঝে।
তাঁর প্রেম তথা কেমন বিরাজে॥
যত দিন নাহি হয় পূর্ণ কলেবর।
পক্ষি মাতা লয়ে শাবে নীড়ের ভিতর॥
পালে তারে কত করি আপন ছায়ায়।
সময় হইলে পরে উড়িতে শিখায়॥
বিশ্বমাতা লয়ে তথা ক্রোড়েতে আপন।
আত্মারে অমৃত দিয়া করেন পোষণ॥
সংসার কণ্টক সবে করিয়া দলন।
শিখান তাঁহার পথে করিতে গমন॥
দেন তারে দিব্য জ্ঞান প্রেম ধর্ম্ম বল।
করে দেন ইহ তার চরম সম্বল॥
প্রস্তুত করেন তারে স্বরগে চরিতে।
দেব লোক হ'তে অন্য লোক বিহরিতে॥
আনন্দে সে বিচরিবে আনন্দ আকাশে॥
দেবগণ মিলি যাবে তাঁহার সকাশে॥
পাইয়া তথায় আত্মা নূতন জীবন।
তাঁর প্রিয় কার্য্য নব করিবে সাধন॥
হে মানব! বুঝ যিনি পরম কারণ।
পাঠালেন তোমা হেথা কিসের কারণ॥
তিনি চান—রাখিও না তুমি "আপনার"
করহ তাঁহার কায শুধু অনিবার॥
তাঁর ব্রত কর তুমি যতনে ধারণ।
সাধিতে সে ব্রত লও তাঁহার শরণ॥
আপন ইচ্ছায় তাঁরে কর সমর্পণ।
যা কিছু তোমার আছে ক্ষমতা কি ধন॥
একান্তে লও হে এবে তাঁর পদাশ্রয়।
রহিবে না শোক তাপ পাপ আর ভয়॥
তিনি হৃদি থাকি যাহা বলেন বচন।
প্রতিজ্ঞা করহ তাহা করিতে পালন॥
সহস্র বিপত্তি যদি আসি চারি ভিতে।
বিভীষিকা দেয় তাঁর পথেতে চলিতে।
তথাপি তোমারে বাধা দিতে না পারিবে।
তাঁর বলে সব বিঘ্ন সমূলে নাশিবে॥

ক্রমশঃ।

সাংখ্য স্বরলিপি।

স্বরবিন্দু।

হসন্তস্বরই প্রকৃতপক্ষে স্বরবিন্দুর ভাব ধারণ করে।

স্বররেখা।

খণ্ডমাত্রিক স্বর ছাড়া অন্যান্য স্বর স্বর রেখার ভাব ধারণ করে।

যতিযুক্ত স্বর।

যে স্বর যতিযুক্ত হইবে সেই স্বরকে ভিন্নরূপে লিখিতে গেলে তাহার মাথায় বা নিম্নে য না লিখিয়া স্বরের গায়ে যফলা (্য) চিহ্নিত করিয়াও দিতে পারা যায়। যথা স্যা বা স্যা

বলযুক্ত স্বর।

যে স্বর বলযুক্ত হইবে সেই স্বরকে ভিন্ন রূপে লিখিতে গেলে তাহার মাথায় বা নিম্নে ব না লিখিয়া স্বরের গাত্র ব চিহ্নিত করিয়াও দিতে পারা যায়। যথা স্বা।

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

প্রেম মুখ দেখ রে তাঁহার। শুভ্র সত্য স্বরূপ সুন্দর নাহি উপমা তাঁর।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার। সর্ব্ব সম্পৎ তাহে মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়াদান। সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ। ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।

তালি। ১। ২। ০ (স্থা, অ আরম্ভ)।
মাত্রা। ২। ২। ৩ ।

২
(স্থা) :০— গা মা। গা গ্সা। নিঽ পা। ম্পা গা½ মা½। পা মা। গাঽ রে। সাঽ। সাঽ।
(স্থা) :০— প্রে ম। মু খ। দে খ। রে — —। — তাঁ। হার —। —। —।

২..............................
। স্সাঽ সা। সাঽ। স্রে সা। "নি ধা½ পা½ পা" বা "নিঽ ধা½ পা½"। পাঽ। নি নি।
। শু ভ্র। স। ত্য স্ব। রূ — — প রূ প —। সু। ন্দ র।

২............
। ন্সা+সা সা। পা পা। গা½ মা½ পা½ মা½। গাঽ রে½ সা½।
। না — হি। উ প। মা — — —। তাঁ — —র্।

২
(স্থা-পু) :০— গা মা। পা প্সা। (অ প্র) :০— সাঽ সা। গাঽ। গা মা। পাঽ পা।। প্নি ধা।
(স্থা-পু) :০— প্রে ম। মু খ। (অ প্র) :০— যা য়। শো। ক —। যা য়। তা —।

২......
। ধনি ধা। পা ধা পা। মা মা। গাঽ। মা৩। +মাঽ। +মাঽ। ম্সাঽ সা।
। প —। যা — য়। হৃ দ। য়। ভা। —। —র্। স র্ব্ব।

.... ২ ২..........
। সাঽ। স্রে সা। ন্সা নি +নি½ ধা½। পাঽ। প্নিঽ। ন্সা সা সা। পা পা।
। সম্। প -ৎ। তা হে — —। মে। লে। য খ ন। থা কি।
। গা½ মা½ পা½ মা½। গাঽ রে½ সা½।
। তাঁ — — -র্। সা — -থ্।

২
(স্থা-পু) :০— গা মা। পা প্সা। নিঃ।
(স্থা-পু) :০— প্রে ম। মু খ। দে।

অন্যান্য অন্তরা প্রথম অন্তরার ন্যায়।

বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি সম্বন্ধীয় পত্র।

পরম ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরম ভক্তিভাজনেষু,

পরম ভক্তিভাজনেষু,

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি মহাশয়ের কোন কোন ধর্ম্মমত ও আচরণ আমার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তৎসম্বন্ধে আপনার মত জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। আশা করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর দানে উপকৃত করিবেন।

১। চণ্ডী বাবু বলেন—"ঈশ্বরাদেশ-প্রাপ্তব্যক্তি যাহা বলেন কিছুই তাঁহার নিজের নহে, তাঁহার সমস্ত কথাই ঈশ্বরের কথা সুতরাং তাঁহার কথা অভ্রান্ত"। ৺ বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই রূপ মত পোষণ করিতেন এবং তাঁহার কথা ঈশ্বরের কথা এরূপ বলিতেন। তাঁহার কথাতে যদি কোন ভ্রম থাকে তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন, ঈশ্বর দায়ী এরূপও বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সাধারণ এই মতকে নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রকার মত দ্বারা চালিত হইয়া চণ্ডী বাবু পীড়া হইলে ঔষধ গ্রহণ করেন না, ভবিষ্যৎ বাণী করেন, নিজ আহারের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করেন না, যদি কেহ আহার্য্য বস্তু দেয় আহার করেন, না পাইলে অনাহারে থাকেন।

২। চণ্ডী বাবু বলেন—"যাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য উপায়ে জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা নাই"। তিনি এই মতানুসারে গ্রন্থ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইটী ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী ভয়ানক অনিষ্টজনক মত কি না?

৩। সহজজ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল এই মত পোষণ করেন। ইহার বিরুদ্ধে যিনি বলেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মত প্রচার করেন কি না।

৪। ভৌতিকজ্ঞান ধর্ম্মলাভের সহায় ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। চণ্ডী বাবু ভৌতিক জ্ঞান ধর্ম্মলাভের বিরোধী মনে করেন। এরূপ মত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মত কি না?

৫। সহজ জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা আমরা যাহা কর্ত্তব্য বা সত্য বলিয়া বোধ করি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় কিম্বা আদেশ মনে করিব, না ইহা ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ বুঝিবার অন্য কোন উপায় আছে। ঈশ্বরের আদেশ যুক্তি, জ্ঞান ও নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে কি না?

৬। ঈশ্বর ভিন্ন মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝিবার অধিকার আছে কি না?

৭। মানুষ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইতে পারে কি না?

উপরোক্ত মতগুলি সম্বন্ধে এখানে ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, কারণ চণ্ডীবাবু সমাজের আচার্য্য। তাঁহার মতও আচরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী হইলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনাকে এই জন্যই ত্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আপনার মত জানিতে পারিলে অনেকের সংশয় দূর হইবে।

শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

উত্তর।

সবিনয় নমস্কারা নিবেদনঞ্চ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে লিখিত আপনার ১৫ই অগ্রহায়ণের পত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর যথা-সংখ্যক নিম্নে লিখিয়া পাঠাইতেছি।

১। ধর্ম্মই তাঁহার আদেশ, জ্ঞানই তাঁহার শিক্ষা। ধর্ম্মের বহির্ভূত হইয়া চলা তাঁহার আদেশে চলা নহে। জ্ঞানের বিপরীত পথে যাওয়া তাঁহার পথে যাওয়া নহে। মোহে অন্ধ হইয়া আপনার কোন বিশেষ স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য যে অজ্ঞানী অধর্ম্ম পথে চলে, তাহার বড়ই

দুর্গতি। শরীর পোষণ করিবার জন্য ঈশ্বর যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সে নিয়ম অবহেলা করিয়া অতিক্রম করিয়া তাহার বিপরীত পথে চলিলে পদে পদে সে বিপদে পড়ে এবং অচিরাৎ তাহার অপমৃত্যু হয়।

২। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী অনিষ্টজনক মত।

৩। সহজ জ্ঞানের বিরুদ্ধে যিনি বলেন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী মত প্রচার করেন।

৪। এরূপ মত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মত।

৫। ইহা ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ বুঝিবার অন্য উপায় নাই।

৬। ঈশ্বর ভিন্ন মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝিবার অধিকার নাই।

৭। মানুষ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইতে পারে না।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		১৭১১৵০
পূর্ব্বকার স্থিত		৩১৮৩৷৶৬
সমষ্টি		৩৩৫৫ ⁄৬
ব্যয় ...		৩১৮৷৶৯
স্থিত		৩০৩৬৷৷⁄৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		১৪২৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		১৪০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মৈত্র		২৲
		১৪২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		২৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়,	কলিকাতা	১২৲
„ „ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার,	ঐ	৩৲
„ „ উপেন্দ্রনাথ কুমার,	ঐ	১৷৷০
„ „ মতিলাল পাল,	ঐ	৩৲
„ „ শ্রীগোপাল মল্লিক,	ঐ	২৲
৺ „ জয়গোপাল সেন,	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত „ যদুনাথ হাজারি,	চান্দুড়	৩৷৷০
		২৬৲
পুস্তকালয়		৮৶০
যন্ত্রালয়		২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৷৷০
সমষ্টি		১৭১১৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭৯৷⁄৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৷৷৶৩
পুস্তকালয় ...	৩৬৷৶৩
যন্ত্রালয় ..	৮৩৮৶৬
সমষ্টি	৩১৮৷৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ষষ্ঠষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ১২ পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকার সময় আন্দুল আত্মোন্নতি সভার দ্বাদশ সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। সাধারণে যোগদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬৩০ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বিজ্ঞাপন।

ষষ্ঠষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ষষ্ঠ ষষ্ঠিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

১১ই মাঘের শুভ উৎসব দিনে তোমরা সকলে সংযম অবলম্বন করিও এবং আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিও। এই উৎসবের দিনে আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে থাকাই প্রকৃষ্ট বিধি। তোমরা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মোৎসবের পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

বীরভূমির সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নির্ম্মল প্রভাতকাল, নানারূপ তরুরাজি বিরাজিত সুপ্রশস্ত উদ্যান, শীতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু সমস্তই ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবার

অনুকূল। সর্ব্ব প্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল। মন্দির মধ্যে সুপ্রশস্ত ধূপাধারে সুগন্ধি ধূপ প্রধূমিত হইতে লাগিল। পরে আচার্য্যেরা বেদী গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আজ সমাগত বন্ধুবান্ধবের উজ্জ্বল মুখশ্রীতে যাঁহার আবির্ভাব জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পাইতেছে; এই উৎসবের মহিমা যাঁহার আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে, সেই শোভনমূর্ত্তি পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে, আইস, আমরা আপনাদের হৃদয় মন অর্পণ করিতে প্রস্তুত হই। সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ পরমেশ্বর আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র উৎসবে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ দিতেছেন ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজ চারিদিকে তাঁহার মঙ্গল কিরণ বর্ষিত হইতেছে। সেই মঙ্গলকিরণ দেখিয়া আজ কত সংসারের উত্তাপদগ্ধ হৃদয় তাঁহার নিকটে হৃদয়-বেদনা জানাইতেছে; কত অশান্ত হৃদয় আজ শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে। এই উৎসবের প্রাণ যেন আমাদের অন্তরে চির-জাগরূক থাকে। আমরা প্রার্থনার দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা যেন এই উৎসব ক্ষেত্রে সেই হৃদয়নাথের আবির্ভাব অন্তরে এমন মুদ্রিত করিয়া লই, যাহাতে চিরকাল আমাদের অশান্তি দূর হইতে পারে, পাপ তাপের মলিনতাকে পবিত্রতার সুগন্ধ বায়ু চিরকাল দূরে লইয়া যাইতে পারে, এবং যাহাতে আমাদের সংশয় সকল চিরকালের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়। চারিদিকে তাঁহারই প্রেমের পরিচয় লও। কুসুমের সুগন্ধে, প্রভাত সমীরণের মৃদুহিল্লোলে, পিতামাতার স্নেহে, ভ্রাতা ভগিনীর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে, পুত্রকন্যার সরল ভক্তিতে সেই মহান্ প্রেমেরই আভাস দেখিতে পাই। প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে, দুর্দ্দান্ত মারীভয়ের মধ্যেও সেই মঙ্গলময়েরই মঙ্গল হস্ত দেখা যায়। তিনি বাক্য মনের অতীত, কিন্তু তাঁহার জন্য সকলেরই প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আজ এই উৎসবের দিনে সকলেই তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাইয়া তাঁহারি দর্শন লালসায় দলে দলে এই সমাজ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন এবং সকলেই তাঁহারই মহিমা জয় জয় রবে ঘোষণা করিতেছেন। আইস, সকলে তাঁহার মধুময় নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণকে শীতল করি এবং আত্মাকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করি।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী হৃদয়স্পর্শী উপদেশ পাঠ করেন।

অধ্যাত্মযোগ।

এই পবিত্র শান্তিনিকেতনে আসিয়া হৃদয়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহা একমুখে কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? এখানে নগরের কোলাহল রাশি পৌঁছিতে পারে না। নগরের বিবাদ কলহ এই পবিত্রস্থানকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। এখানে যেদিকে চাহি, ঈশ্বরের সদাব্রত উন্মুক্ত দেখিতে পাই। প্রভাতের সুমন্দ পবনহিল্লোল

সেই দেবাধিদেবের গাত্রের সুগন্ধ বহন করিয়া আমাদিগকে আকুল করিতেছে, প্রভাতসূর্য্যের কনকচ্ছটা তাঁহারই বিমল জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। এই অসীম আকাশ তাঁহারই আভাস মাত্র ব্যক্ত করিতেছে। তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছাতে "উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রান্তরে।" তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছাতে দস্যুরত্নাকর মুনি বাল্মীকি হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে এই ভীষণ প্রান্তর দস্যুদিগের প্রিয় আবাসস্থান হইতে ভক্তজনের প্রিয় তপোবনে পরিণত হইয়াছে। যাঁহার উদার সদাব্রতে আমরা মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি লালিত পালিত হইয়া সংসারের শতসহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ তাঁহারই চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি এবং যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় যেমন চক্ষু উন্মীলন করিয়া জগতের প্রতি অংশে দেখিতে পাই, তেমনি চক্ষু নিমীলন করিয়াও যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় আত্মার প্রত্যেক ভাবে, প্রত্যেক চিন্তায় দেখিতে পাই, তাঁহারই প্রতি আমাদের হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিতে আজ এই পবিত্র স্থানে আমরা সমাগত হইয়াছি। আজ আমরা এই শুভ মুহূর্ত্তে, এই পবিত্র স্থানে বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সেই পরম করুণাময়ী মাতার প্রেমময় পিতার নাম কীর্ত্তন করিবার অবসর পাইয়াছি, ইহাতে কি হৃদয়ে আনন্দ ধারণ হয়? কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর তাঁহার উপযুক্ত গুণ কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্য কোথায়? আমরা সংসারের পাপতাপে দগ্ধপ্রায়; আমরা নূতন করিয়া, হৃদয়গ্রাহীরূপে তাঁহার গুণগান করিব, সে শক্তি কোথায়? তবে সেই শক্তি সামর্থ্য এখনও পাই নাই বলিয়া আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি হইতে অহর্নিশি এক মহান্ উদার সঙ্গীত সেই দেবাধিদেব মহাদেবের চরণতলে উত্থিত হইতেছে, আমরা যদি জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে সেই সঙ্গীত শুনিবার চেষ্টা করি এবং শুনিয়া তাহাতে যোগদান করি, তাহা হইলেই ক্রমে শক্তি সামর্থ্য আসিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গীত যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার হর্ষশোক থাকে না; সুখদুঃখ, লাভালাভ সকলই তাঁহার নিকটে সাম্য ধারণ করে, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই ঋষি।

ঋষিরা প্রকৃতির সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, সংসারের মায়ামমতা দূরে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত যখন যোগদান করিতেন, সেই অবস্থায় তাঁহাদের হৃদয় হইতে যে অতুলনীয় উজ্জ্বল বাক্যরত্ন সকল উত্থিত হইয়াছে, সেগুলি অত্যন্ত সত্য বলিয়া, যে প্রভা দ্বারা প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ঋষিদিগের মন হরণ করিয়াছিল,বহুশতাব্দী পরে আজিও তেমনই প্রভাবিস্তার করিয়া আমাদের জ্ঞান উজ্জ্বল করিতেছে, কিন্তু আমরা আজও তাহার সকলগুলি ধারণা করিতে পারি নাই। সেই সকল বাক্যের প্রত্যেকটীর অর্থালোচনা করিতে গেলে আমাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে কতটুকুই বা জানিতে পারিব এবং কতটা আমাদের অজ্ঞেয় থাকিবে! আর যেটুকু জানিতে পারিব তাহার জন্য রীতিমত অধ্যাত্মযোগ অধিগত করা চাই—অধ্যাত্মযোগ বিনা ধর্ম্মরাজ্যে আমরা অতি নিম্নস্থানই অধিকার করিতে পারিব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই গভীর তত্ত্বটী কেমন স্বল্প ও সারবান্ উপনিষদ-বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"তন্দুর্দর্শং গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবংমত্বা ধীরো হর্ষশোকৌজহাতি।"

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন এবং নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। সেই দেবদেব ভুবনরাজ এই শোভনসুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে দূরে পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন; এমন কি, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে যেমন অগ্নি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, তেমনি তিনি এই বিশ্ব-জগতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, একটী বিন্দুও তাঁহা কর্তৃক পরিত্যক্ত নহে। বৃক্ষ লতা পুষ্পাদিতে পরিশোভিত উপবনের মধ্যেও তিনি যেমন আছেন, সিংহব্যাঘ্র-সর্প-সমাকুল পর্ব্বত গহ্বর প্রভৃতি অতি সঙ্কট স্থানেও তেমনই তিনি আছেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

যদূর্দ্ধং গার্গিদিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা-পৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।'

হে গার্গী! যাহা দ্যুলোকেরও উর্দ্ধে যাহা পৃথিবীরও অধোতে, যাহা দ্যুলোকে ও ভূলোকে, যাহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালে, তাহা আকাশে ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে। এবং সেই আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অভিবাদন করেন তিনি এই অবিনাশী পরব্রহ্ম। সকল স্থানেই তিনি আনন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন।

আবার তিনি যেমন বহির্জগতে রাজাধিরাজরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তেমনি তিনি আমাদের আত্মাতেও আ-ত্মার অন্তরাত্মারূপে প্রকাশিত রহিয়া-ছেন। তিনি আমাদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমাদের পুরাতন পিতামহ। তাঁ-হার সহিত আমাদের এত নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও আমাদের আপনাদেরই দোষে অনেক সময়েই তিনি আমাদের নিকটে দুর্জ্ঞেয় থাকেন। আমরা যখন বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকি, যখন ঈশ্বর অপেক্ষা পুত্রবিত্তাদিকে প্রিয়তর বোধ করিয়া সংসারের বিষাস্বাদ অথচ মধু-মাখা মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, তখন কি প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিব? সহস্র শাস্ত্রপাঠ করিলেও সে অবস্থায় পরমপিতা পরমেশ্বরকে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিব না। "বিশুদ্ধসত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিরই নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধদারুনিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন।" তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের হৃদয়ের ব্যাকু-লতা চাই। ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ রিক্তহস্তে শূন্যমনে ফিরিয়া আসে নাই। "ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে প্রাণমন সঁপিয়ে, প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যেজন যায় নাহি ফিরে।"

এই ব্যাকুলতা হইতেই ব্রহ্মসাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। যখন সংসারের সুখ দুঃখের, সম্পদের ও বিপদের অনি-ত্যতা হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়, তখনই সকলের অতীত সেই নিত্য পুরুষের প্রীতি লাভ করিতে ব্যাকুলতা আসে। কঠো-পনিষদে যে সুন্দর নাচিকেত উপাখ্যান আছে, তাহাতে এই ভাবটী সুন্দররূপে

ব্যক্ত আছে। নচিকেতা যখন যমদেবের আবাসে গমন করিলেন, তখন যমদেব তাঁহাকে কত ধনরত্ন দিবার প্রলোভন দেখাইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু উৎসাহপূর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ নচিকেতা যমদেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি পার্থিব বিষয়ের, ধনরত্নের অনিত্যতা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন সুতরাং তিনি তাহাতে প্রলোভিত হইতে পারেন না। অবশেষে তিনি যমদেবের নিকট তেজের সহিত এই প্রার্থনা করিলেন—

হে মৃত্যু! মহান্ মঙ্গলসাধক যে পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে মনুষ্যগণ বিতর্ক করে, আমাকে তুমি তাহারই বিষয় বল। এই যে নিগূঢ় বর, ইহা ভিন্ন নচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করেন না।

তখন যমদেব তাঁহাকে বলিলেন "শ্রেয় ও প্রেয় দুইটী ভিন্ন পদার্থ; এ উভয়ই পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আবদ্ধ করে, ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

"হে নচিকেতঃ! তুমি কাম্য বিষয় সকলের অনিত্যতা বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ। যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়, এমন যে বিত্তময়ী পদবী তাহা তুমি অবলম্বন কর নাই। * * নচিকেতাকে আমি বিদ্যা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রার্থী মনে করি, কারণ অশেষ কাম্য বিষয় সকল তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই"।

এইরূপে যমদেব নচিকেতাকে সত্যনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবিদ্যার জন্য নিতান্তই ব্যাকুলান্তঃকরণ জানিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মও আজি উপনিষদের বাক্যে সেই উপদেশই আমাদিগকে দিতেছেন

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বাধীরোহর্ষশোকৌজহাতি॥

ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ অবলম্বনে সেই দুর্জ্জেয়, সকল বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট, আত্মস্থিত এবং সঙ্কটস্থানেও অবস্থিত ও নিত্য পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন। পরমাত্মাকে যিনি প্রকৃতই আত্মস্থ করিয়া জানিয়াছেন, তিনি যে হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবেন, তাহা অপেক্ষা কি সত্য কথা আর কিছু আছে? জগতে মঙ্গলকার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিলেই তাঁহার আনন্দ হয় কিন্তু তাঁহার নিজের সম্পদ লাভ হইলে হর্ষে অতিমাত্র উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহার বিপদপাত হইলে তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু তাহাতে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়েন না। সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে তিনি প্রেমময় পরমপিতারই মঙ্গল হস্ত অনুক্ষণ অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহার কিসের ভয়? তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা ইহাই জাগিতে থাকে "সম্পদ বিষসম তোমা বিহনে জীবন মৃত্যু সমান; বিপদে সম্পদে তবপদলাভে মৃত্যু সে অমৃত সোপান।" মৃত্যুও তাঁহাকে ভয় দেখাইতে পারে না।

এইরূপে "পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। অধ্যাত্মযোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি উপহার দিয়া আনন্দ সাগরে লীন হয় এবং বিষয় কামনাজনিত হর্ষশোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়, ততই তাঁহার সহিত সম্মিল-

নের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয়।" *

এক সময়ে ভারতে এই অধ্যাত্ম-যোগের বিশেষ আদর ছিল; সেই সময়ে ভারতের উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এখন ভারতে অধ্যাত্মযোগের আদর চলিয়া গিয়া বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতিই আদর বাড়িয়াছে; সেই কারণে ভারতের আজ এত অবনতি এত দুর্দ্দশাও ঘটিয়াছে। আমরা আমাদের অন্তরের প্রকৃত বল হারাইয়া কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি। ঈশ্বরকে যত না ভয়ভক্তি করি, লোকাচার ও দেশাচারের নিকটে ততোধিক মস্তক অবনত করি। আমাদিগকে একদিকে সংসার আকর্ষণ করিতেছে, অপরদিকে ধর্ম্ম আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এই ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে এস, আমরা পরস্পরকে গীতার এই মহান্ বাক্যে উৎসাহিত করি, যাহাতে ধর্ম্মের জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারি—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

এইরূপ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন করিতে, আইস সকলে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হই। তাঁহাকে না দেখিয়া আজ যেন কেহই গৃহে ফিরিয়া না যাই; অন্ধকারের মধ্যে আপনার মহামূল্য জীবন যেন বৃথা না কাটাই। এই জগতে থাকিয়া তাঁহারই মহিমা দর্শন করিব; "যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক" কেবল আমিই যেন একাকী আত্মার আলোক নিভাইয়া বৃথা কালহরণ না করি। আজ এই আনন্দের দিনে সকলেই তাঁহার আহ্বানে আনন্দের সহিত ছুটিয়াছে; আমিই যেন এই সংসারে দুঃখের বিষময় নিশ্বাস পরিত্যাগ না করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছ; আমাদিগের নিজেদের সাধ্য কি যে তোমার অনুপম মহিমা বর্ণনা করি। তুমি আমাদের রসনাগ্রে আবির্ভূত হও, তুমি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান কর, তোমার নামগানের জন্য তেজোময় বাক্যরাশি আপনিই অনর্গল নির্গত হইবে। তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কিছুই চাহিনা, তোমাকে দিয়াই আমাদিগের এই তাপদগ্ধ জীবনকে শীতল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভরে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

পরমাত্মন্! সম্বৎসরকাল পরে আজ আবার আমরা তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান। হিমালয়ের পদপ্রান্তে সমাসীন ঋষিদিগের আত্মায় আবির্ভূত হইয়া তুমি যেমন তাঁহাদের মুখ হইতে উপনিষদের জ্বলন্ত সত্য নিঃসারিত করিলে, তেমনি তুমি আমাদের অন্তরে পূর্ণমহিমায় আবির্ভূত হইয়া স্বর্গীয় সত্যে আমাদিগকে দীক্ষিত কর—আমরা তোমাকে এই বিজন প্রান্তরে বসিয়া ডাকিতেছি। সংসারবিরাগী ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া যেমন তুমি তাঁহাদিগকে সুখ সম্পদের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলে, তেমনি

* ব্রাহ্মধর্ম্ম ৭ম অঃ ৫ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

তুমি আমাদের চক্ষুর মোহ আবরণ অনাবৃত করিয়া দেও। তোমার ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর যে মূর্ত্তি দেখিয়া ঋষিগণ ভয়-চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, অগ্নি তোমার মুখ, চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, গ্রহ-নক্ষত্র তোমার রোমবিবর দিয়া সতত সঞ্চারমান বালুকারেণু, তোমার সেই কান্ত ও ভীষণরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত কর—আমরা নগর গ্রামের ক্ষীণ পরিধি ছাড়িয়া এই দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিষয়চিন্তা বিষয়-ব্যাপার হইতে দূরে পলায়ন করিয়া এই শূন্যের ভিতরে আসিয়াছি যে তুমি এবার স্বকীয় মহিমায় প্রকাশিত হইবে, আমরা পূর্ণহৃদয়ে তোমাকে দেখিয়া লইব। অন্তরের মোহমেঘ অপসারিত করিয়া দিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, যে তুমি হৃদয়াকাশ শতচন্দ্রের আলোকে জ্যো-তিষ্মান করিবে। শোকতাপ ভয় বিপদে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তোমার অভয় দ্বারে আসিয়াছি যে তুমি তোমার মৃতসঞ্জীবন ঔষধের প্রভাবে শোকের উত্তাপ নির্ব্বাণ করিবে। আমরা তোমাকে জননী স্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে স্ত্রীপুত্রের কমনীয়তার ভিতরে দেখিয়া আবার এখানে আসিয়াছি, যে তুমি আপনার পূর্ণ সৌন্দর্য্যে আমাদিগকে বিমোহিত করিবে। আমরা পাপের কালি-মায় কলঙ্কিত হইয়া তোমার নিকট আসি-য়াছি, যে তুমি নিজ হস্তে আমাদের কলুষ-রাশি ধৌত বিধৌত করিয়া দিবে।

পরমপিতা! আমাদের সম্মুখে আবি-র্ভূত হও। আমরা তোমার দুর্ব্বল সন্তান, তুমি আমাদের হস্তধারণ করিয়া সুপথে পরিচালিত কর। তুমি আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিও না। তুমি আমাদের সাধনা, তোমার প্রসন্নতাই আমাদের জীবনপথের সম্বলও পাথেয়, তুমি নিজেই আমাদের সিদ্ধি। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে প্রকাশিত থাকিয়া আমাদের গন্তব্য পথ আলোকিত কর। যাহা ভদ্র যাহা কল্যাণ তাহাই আ-মাদের মধ্যে বিধান কর, "মা মা হিংসীঃ" আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমাকে বিনাশ করিও না। তুমি বিনা আমাদের আর কেহ নাই তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। মন্দিরের সোপান পরম্পরায় বহু সংখ্যক ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন, "অদ্য পৌষ মা-সের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজ্য অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।" এ বৎসর প্রার্থীর সংখ্যাও যথেষ্ট হইয়াছিল।

দিবা দ্বিতীয় প্রহর। চতুর্দ্দিকে দো-কান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয়লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশে রাজা শ্রীবৎসের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। সংসারের অনিত্যতা এবং রাজা শ্রীবৎসের ধর্ম্মের জন্য রাজ্যনাশ, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ, এবং দ্বাদশ বৎসর বনবাস প্রভৃতি দারুণ কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করা, এই সমস্ত করুণরসোদ্দীপক গীতাভিনয়ে অনে-কেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল।

অনন্তর রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল। বিচিত্র বর্ণের কাচ-নির্ম্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সকলে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বেদীতে আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত বক্তৃতা করিলেন।

তদুনাত্যেতি কশ্চন।

আজ প্রভাত হইতে এই শান্তিনিকেতনে কি অনুপম আনন্দের স্রোত চলিয়াছে। এই আনন্দ স্রোতের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়া পড়িতেছেন, তাঁহারাই আপনার আপনার উপযুক্ত মত আনন্দ-কণা গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, বিষয়কামনাজনিত হর্ষবিষাদ এখান হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। আমাদের এই গভীর আনন্দ কিসের জন্য? ঈশ্বরের মধুময় নাম যে এই সুদূর পল্লীগ্রামেও প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা যে এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহাতেই আমাদের এত আনন্দ। এই যে এতগুলি সাধুসজ্জন এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আনন্দ আহ্বানে দূরদূরান্তর হইতে সমাগত হইয়াছেন। আমরা কেবল আমোদ উল্লাসে প্রমত্ত হইতে আসি নাই —অনুসন্ধান করিলে আমাদের সকলেরই অন্তরে এই প্রকার এক অন্তর্নিগূঢ় জিজ্ঞাসাভাবেরই পরিচয় পাইব যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন; ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে আমরা কি জ্ঞানলাভ করিতে পারি?

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে পুরাতন অথচ চিরনূতন এই সত্য শিক্ষা দিতেছেন যে সেই পরব্রহ্মেই এই ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি সকলই অধিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

'তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।'

সকলই তাঁহারই নিয়মে চলিতেছে, তাঁহারই আদেশে সংঘটিত হইতেছে। তাঁহার অনিমেষ আঁখির অতীত হইয়া একটী নিমেষও চলিতে পারে না। এই ভূলোকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যেমন কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ সুদূর লোক লোকান্তরেও সেই একমাত্র ভূমা পুরুষেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সকল কার্য্য করিতেছে। এই ভূলোকের এক প্রান্তে যেমন তাঁহারই আদেশে লোকযাত্রা নিয়মিত হইতেছে, তেমনি ইহার অপর প্রান্তেও তাঁহারই আদেশে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এই সকল নিয়মের নিয়ন্তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং অনন্ত পুরুষ বলিয়াই যে শক্তি এই পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র বালুকণাকে পরিচালিত করিতেছে, সেই শক্তিই মনেরও অগম্য অগণ্য সূর্য্য-চন্দ্রকে পরিচালিত করিতেছে। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা এমন যে সূক্ষ্ম বস্তু বায়ু, তাহাও পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই শক্তি দ্বারাই পৃথিবী সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে; চন্দ্র সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যও চন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে; দূরতম নক্ষত্রেরও কেন্দ্রগত পরমাণু এই পৃথিবীর কেন্দ্রগত পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহা কর্ত্তৃক আকৃষ্টও হইতেছে। এই একই শক্তির বিভিন্নরূপ পরিচালনায় নদী সকল সমুদ্রে পড়িতেছে, পৃথিবীতে দিবানিশির উদয় হইতেছে এবং এই সৌর জগতের

ন্যায় ও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কত শত জগত কত ভয়ানক বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই ঋষিরা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—

'দেবস্যৈষ মহিমাতুলোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং"

ইহা সেই পরমদেবতারই মহিমা, যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মচক্র পরিচালিত হইতেছে।

সেই ভূমা পুরুষ যেমন এই বহির্জগতের রাজা, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যেরও নেতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা। যাঁহার ধর্ম্মনিয়মে পরিচালিত হইয়া আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি, তাঁহারই ধর্ম্মনিয়মে শত শত জাতি ব্যাকুল-হৃদয় হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। দেশভেদে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে সেই একই দেবতাকে আহ্বান করিতে পারে কিন্তু তাহাদিগের সকলেরই গন্তব্য স্থান সেই ব্রহ্মধাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সমুদ্রই একমাত্র যেমন নদী সকলের গম্যস্থান, সেইরূপ তুমিই একমাত্র মানবের চরম গম্যস্থান। এই সত্যের কি আশ্চর্য্য পরিচয় পাইতেছি—এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করিয়া সমুদয় ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইহা ইংলণ্ডবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিতেছে এবং তেমনি ইহা আমেরিকাবাসীদিগকেও মুগ্ধ করিতেছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন আজ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিদিগকেও তেমনি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন স্বীয় ক্রোড়ে ধনীমানী ও অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ লোকদিগকে গ্রহণ করিতেছেন, সেইরূপ ইহা কবীর প্রভৃতি দরিদ্র ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকদিগকেও গ্রহণ করিয়াছেন। একটী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য যেমন ঈশ্বরের ত্যজ্যপুত্র নহে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মও পাপীতাপী, সাধু অসাধু, বিদ্বান্ মূর্খ, ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই জন্য আপনার শীতল মঙ্গলচ্ছায়া সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

যে দেবদেবের ইঙ্গিতমাত্রে এই মহান্ ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইয়া মনুষ্যকে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, মুক্তির বিমল প্রভান্বিত পথ দেখাইয়া দিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন। সেই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মের কেমন আশ্চর্য্য মহিমা, আশ্চর্য্য করুণা। "নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব।" আমরা যখন নিদ্রাতে অভিভূত থাকি, তখন সেই পূর্ণপুরুষ জাগ্রত থাকিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। তাঁহার সেই অনিমেষ আঁখির অনুকরণে গ্রহনক্ষত্ররাজিও প্রহরী হইয়া অনিমেষ আঁখিতে ঐ সুদূর গগনপ্রান্তে দণ্ডায়মান আছে। কিসে আমাদের মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, তিনি কেবলই এই চিন্তা করিতেছেন। সেই অমৃত পুরুষ আমাদের অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন বলিয়াই আমাদের অমৃতত্ব লাভের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের সেই দেবতা কি মঙ্গলময়! প্রাণী সৃজন করিবার পূর্ব্বে প্রাণের উপকরণও প্রস্তুত রাখিয়াছেন এবং অবিনশ্বর আত্মার অমৃতত্ব লাভের স্পৃহা উদ্রেক করিবার জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া আত্মাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

এই মঙ্গলময় আনন্দময় পরমদেবতাকে ছাড়িয়া আমরা আর কোন্ দেবতার নি-

কটে হৃদয়ের প্রীতি উপহার দিতে উপস্থিত হইব? তিনিই যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি আমাদিগকে এত আনন্দ দিতেছেন, আর আমরা যেন তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত না হই।

হে পরমাত্মন্! আমরা অত্যন্ত অবোধ মনুষ্য; আমরা জানিনা তোমাকে কিরূপে ডাকিতে হয়; কেমন করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে, তোমার মধুময় নাম কেমন করিয়া উচ্চারণ করিলে যে আমাদের সকলের তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে, মলিন আত্মা পবিত্র হইবে, তাহা জানি না। তুমিই তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। "শিষ্যস্তেঽহংশাধি মাং প্রপন্নং।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তদনন্তর উপাসনারম্ভে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করিলেন—

বহুকাল ব্যাপী জড়তা—আধ্যাত্মিক নিশ্চেষ্টতার উপরে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রখর অগ্নিকণা নিপতিত; চারিদিক ধূমায়মান; মানবগণ দিশাহারা—বিপথের সম্মুখীন। এমন সময়ে অনুকূল বায়ু পাইয়া সংধুক্ষিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের স্ফূরণ। আমরা সুদূর অতীতের সেই প্রলয়ের ভাব—মনুষ্য হৃদয়ের দারুণ ব্যাকুলতার অবস্থা কি বুঝিব। আবার যে দিনে জাতিবর্ণ ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের সকল সন্তান এক হৃদয়ে সেই পরম পিতা পরম মাতার আরধনা করিবার অধিকার পাইল—বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সে দিনেরই বা গুরুত্ব কত! ঈশ্বরের এই অনুপম দয়ার আর এক পত্র উদ্ঘাটন কর, সেখানে যাহা দেখিবে তাহাতে তোমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে এক সাধু যুবা আপনার জীবন-ধন-যৌবন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে কৃতসংকল্প। মুখে অসাধারণ অধ্যবসায়, হৃদয়ে অমানুষিক বল, সুখ সম্পদে ঘোর ঔদাসীন্য। আমরা যে আজ এই বিশাল প্রান্তরে বসিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছি, কিসের জন্য? এই শুভদিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী উৎযাপনহীন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং পূর্ব্ব পিতৃপিতামহ সেবিত সিদ্ধমন্ত্রে—ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই দিন হইতেই জগতের সমক্ষে প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথ দেখাইয়া চলিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সাধন ক্ষেত্র—এই উদ্যানে আসিয়া, দিগন্ত প্রসারিত আকাশের মধ্যে ঈশ্বরের মহতো মহীয়ান জাজ্বল্যতর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, কি আজ আপনা হইতেই হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না—মানসবিহঙ্গ তাঁহার যশোগানে প্রবৃত্ত হইবে না। অদ্যকার উপাসনার কি আবার উদ্বোধন চাই। এস সকলে মিলিয়া প্রেমে আনন্দে বিভোর হইয়া সেই সকলমঙ্গলনিদান—প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ পরমদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনকে সার্থক করি।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ করিয়া নিম্নোক্ত প্রার্থনা-সমন্বিত উপদেশ প্রদান করিলেন।

অদ্য এই উৎসব মণ্ডপে সমবেত হইয়া পরম মহিমান্বিত পরমেশ্বরের উপাসনায় আমরা যে বিমলানন্দ, যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম তাহা চির দিন আমাদের

আত্মার ভাণ্ডারে পূর্ণ থাকুক, এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মসাধনকেই আমাদের সহায় করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নিতে আমাদের কৃত পাপ সকল আহুতি দিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে ও শুভবুদ্ধি প্রণোদিত কল্যাণকর কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইলে ধর্ম্মের সাধন হয় এবং সেই সাধনসিদ্ধ ধর্ম্মই আমাদের বন্ধু ও সহায় হইয়া সুপথ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে ব্রহ্মধামে উপনীত করেন, যেখানে সংসারের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হইয়া সুখ ও শান্তির মধুময় উচ্ছ্বাসে শ্রান্ত আত্মাকে অভিষিক্ত করে। সংসারে থাকিয়াই সেই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারে পরিবৃত থাকিয়া সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, যাহার শেষ ফল রসস্বরূপ মুক্তিহেতু।

যেমন কোন প্রবাসী পুরুষ আপনার কার্য্যকালে স্বীয় জন্মভূমি ও তত্রস্থিত পিতামাতাকে স্মরণ রাখিয়াই কর্ম্ম করেন এবং যাহা কিছু কর্ম্মলব্ধ ধনোপার্জ্জন করেন তাহা সেই গৃহ ও গৃহদেবতা পিতামাতার উদ্দেশে ও সেই লক্ষ্যই পূর্ণ করিবার জন্য উপার্জ্জন করেন যাহা আপনার সংসার পালনের উপযোগী হয়। আবার যখন সেই ব্যক্তি বহুকাল বিদেশে থাকিয়া স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পিতৃভূমি তাঁহার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এবং পিতা মাতা আত্মীয় গণের মুখও স্নেহ প্রীতি যতই তাঁহার মনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তাঁহার মনের আকর্ষণ ততই অধিকতর হইয়া তাঁহার গতিকে তদ্দিকে প্রবলতর বেগে চালিত করে, সেইরূপ আমাদের স্বদেশ সেই ব্রহ্মধাম হইতে বহুদূরে এই বিষয়রাজ্যে আসিয়া আমরা ক্ষেত্রকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি। এখানে আমরা যোগস্থ হইয়া ও আমাদের সেই সংসারকুহক-বর্জ্জিত দিব্যধামবাসী পরম পিতামাতাকে স্মরণে রাখিয়া ও তাঁহার চরণে গতি মতি বিন্যস্ত রাখিয়াই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের এখানকার সমস্ত উপার্জ্জন সেই দ্রব্যই হওয়া আবশ্যক হইবে যাহা আমাদের পরলোক পথের সম্বল ও ব্রহ্মধামে আমাদের প্রিয়তম পরমেশ্বরের পাদমূলে অর্পণ করিবার যোগ্য হয়। এখানে আমাদের কর্ম্ম যত শেষ হইতেছে, পাপ পুণ্যের তারতম্য আমাদের হৃদয়ে যত অধিগত হইতেছে এবং শরীরের ক্রমবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা পরলোকে প্রবিষ্ট হইবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, আমাদের হৃদয়ের পিপাসা ও মনের ঐকান্তিক অনুরাগ ততই উগ্রতর হইয়া সেই নিত্যধামবাসী পরম পিতার চরণের দিকে ধাবিত হইতেছে, যেখানে গিয়া আমরা দেখিব যে সেই নিত্যধামে ব্রহ্মনিকেতনে দেবতা সকলে অমৃতময় পরব্রহ্মের সহিত একত্র হইয়া অমৃত পান করিতেছেন।

এখনি দেখ, তাঁহারই প্রেমের বিমল মূর্ত্তি এই উৎসব ক্ষেত্রের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারই মঙ্গলের প্রস্রবণ ধারা আমাদের হৃদয় প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া আমাদের শুষ্ক আশাকে সঞ্জীবিত করিতেছে, তাঁহারই সত্য জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া আমাদের আত্মাকে সংসারতিমির হইতে মুক্ত করিয়া অমৃতের ধ্রুব আশ্বাস প্রদান করিতেছে। এই কিছু পূর্ব্বে যখন আমরা ক্ষণিক সুখের লালসায় সংসারের তাবৎ অন্তবিশিষ্ট কর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলাম, তখন পদে পদে নৈরাশ্য আমাদিগকে দুঃখ শোকে মুহ-

মান করিতেছিল, বিকট মৃত্যুভয় আমাদিগের সকল আশা ভরসাকে প্রহেলিকার ন্যায় প্রতীতি করাইতেছিল। কিন্তু যেই এই তাপসাশ্রম শান্তিনিকেতনের পুণ্য ভূমিতে পদার্পণ করিলাম, এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া তাঁহার সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং নাম শুনিলাম, যেই শুনিলাম যে তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন এবং তিনিই স্বীয় মহিমাবিরাজিত শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয় পুরুষ, তখনি কোথায় চলিয়া গেল সেই নৈরাশ্য, কোথায় গেল দুঃখ, শোক, ভয়, আর কোথা হইতে এক অভয় আনন্দধ্বনি হৃদয়ে আসিয়া আমাদিগকে সুখ শান্তিতে মগ্ন করিল। যদি তাঁহার সাধু ভক্তগণের তপস্যাশ্রমের পবিত্র সমীরণস্পর্শে মনের মলিনতা অপসারিত হয়, যদি তাঁহার গুণগানশ্রবণে মনের মধ্যে ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্দ্ধিত হয়, যদি তাঁহার পবিত্র উপাসনায় আত্মার অমৃত ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় এবং তাঁহার তত্ত্ব কথা শ্রবণ ও মননে হৃদয়ে প্রদীপ্ত জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হয়, তবে না জানি যখন সেই পিতার চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিব এবং তাঁহার দ্যুলোকবাসী অমর পুত্রগণের সহিত একত্র হইয়া বলিতে পারিব, "ত্বং হি নঃ পিতা" তুমি আমাদিগের পিতা, তুমিই আমাদিগের গুরু ও বিধাতা; আর পুণ্যের শেষ পুরস্কার স্বরূপ যখন তিনি আমাদিগকে স্বীয় প্রেম ক্রোড়ে স্থান দিবেন তখন কি এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় সুখ শান্তি আমাদিগের অন্তরে জাগিয়া উঠিবে—তাহা ভাবিয়া দেখ।

জ্ঞান চক্ষেই সেই জ্ঞানময়ের দর্শন পাই—অধ্যাত্মযোগেই তাঁহার সন্নিধান লাভ করি। ব্রহ্ম-সঙ্গীতে মধুময় কণ্ঠে এই পরম সত্য সর্ব্বদা ধ্বনিত হইয়া থাকে যে,

"জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।

এক প্রথম তেজ সেই একেরি অসংখ্য কিরণ কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি কান্তি, ছায় ভুবন।

গায় তাঁহারে সপ্ত লোক মধ্যে সেই বিশ্বলোক, অন্ত কেহ নাহি পায়।

যাচি চরণারবিন্দ, দেহি যে কৃপা-আনন্দ, আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য ভঞ্জন।"

যিনি এইরূপ মহান্ আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার দ্বারে গমন করিব। তিনিই আমাদের একমাত্র গতি ও মুক্তির নিদান, আমরা যেন চির দিন তাঁহারই চরণে সকল প্রার্থনা ও সকল কামনা স্থাপন করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করি।

হে পরমাত্মন্ কেবল তোমাতেই আমাদের সুখ। তুমিই রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু। আমাদের আত্মা তোমার সহিত প্রেমপূরিত সুধারস পান না করিলে কিছুতেই আর তৃপ্তিলাভ করে না। যতক্ষণ আমরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই এবং প্রীতি ও উৎসাহের সহিত তোমার গুণ কীর্ত্তন ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে থাকি, ততক্ষণই আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই, কিন্তু যত কাল আমরা তোমাকে বিস্মৃত হইয়া অনিত্য সংসারকে নিত্য জ্ঞান করিয়া বিষয়-মদে মত্ত থাকি, তত-কাল আমাদের জীবন বৃথা ও রসশূন্য হ-

হইয়া থাকে। করুণানিধান। তুমি আমাদের হিতের নিমিত্ত এই মঙ্গলময় বিধান করিয়াছ যে তোমাতেই আমাদের সুখ। তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমাদের সম্পদ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। তুমিই জীবের পরম সম্পদ; তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমরা সকল লোক প্রাপ্ত হই। হে ধর্ম্মাবহ! তুমি আমাদিগের মনকে ধর্ম্ম দ্বারা প্রশান্ত কর; প্রত্যেক মনন ও ভাবকে পরিশুদ্ধ কর, তোমার প্রতি প্রীতিরূপ পুষ্পকলিকাকে প্রস্ফুটিত কর। হে দেব, কি শরীর রক্ষা, কি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ, কি জ্ঞানশিক্ষা, কি হিতানুষ্ঠান সকল কর্ম্মেতেই যেন আমরা তোমার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিযুক্ত থাকি। তুমি আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত পুণ্যপথের পথিক কর এবং অনন্তকাল স্থায়ী সেই ব্রহ্মানন্দের সেই প্রেমানন্দের উপযুক্ত কর, যাহার নিমিত্ত মন ব্যগ্র হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

ব্রাহ্মসমাজ আজ কাল কেবল কলিকাতাবাসীর নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের; কেবল বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র জগতের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জগতে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহা এইরূপ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন সমাজের আচার প্রণালী আমরা বিচার পূর্ব্বক অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহারই কার্য্যকলাপ আমরা অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করি এবং তৎসম্বন্ধে নানা আলোচনা করি। তবেই যখন ব্রাহ্মসমাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, তখনই ইহার প্রয়োজন যে আছে; ব্রাহ্মসমাজ হইতে কতকগুলি অভাব যে মোচন হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তার জগত রচনার এমনই শৃঙ্খলা যে, এখানে অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু থাকিতে পায় না; ব্রাহ্মসমাজের যদি প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে ইহা এরূপভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দূরে থাক্, ইহা আপনাপনিই লোকের মন হইতে এবং তৎসঙ্গে জগত হইতেও অন্তর্হিত হইত।

যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে এই প্রয়োজনটী কি এবং কি উপায়ে এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ চিরন্তন সত্য প্রচার করাই ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ কার্য্য। সত্যই সূর্য্যচন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সত্যের বলেই জীবজন্তু সকল অন্নপান লাভ করিতেছে এবং সত্যের দ্বারাই আত্মা জ্ঞানে পরিতৃপ্ত ও প্রেমে পরিপুষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মোপাসকদিগের কর্ত্তব্য যে, সকল বিষয়ে তাঁহারা সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং সাধু উপায় সমূহ দ্বারা সত্যই প্রচার করিতে থাকেন। ব্রহ্মোপাসকদিগের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য যেন এই থাকে যে, তাঁহাদের আলাপে, চিন্তায় বা কর্ম্মে ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র হানি না হয়। ধর্ম্মধনকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলে সংসার সুখেরই নিলয় হয় এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে ধনমান সকলি অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন। আমরা সমাজ সংস্কারই করিতে

যাই, বা অন্য যে কোন বিষয়েরই সংস্কার করিতে যাই, ধর্ম্মকে সকলের কেন্দ্র করিয়া সেই সকল সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতে হইবে যে, তাহাতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি অথবা হানি হয়। ধর্ম্মের হানি হইলে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ বিষবৎ পরিত্যজ্য এবং ধর্ম্মের পরিপুষ্টি হইলে সেই কার্য্য যথাসত্বর অমৃতবৎ সেবনীয়। যে বীর পুরুষ অটলভাবে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সমস্ত জগৎ একত্রিত হইলেও তাঁহাকে সৌভাগ্য-বঞ্চিত করিতে পারে না। মৃত্যুও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। সেই পুরাতন রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা, বোধ করি, এখানে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; সেই পুরাতন সাবিত্রী কথা, কোন্ হিন্দু পরিবার অবগত না আছেন?

সত্যেরই জয় হয়, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুরাতন উপকথা ছাড়িয়া দিলেও ব্রাহ্মসমাজেরই ইতিহাসে কেমন সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার না ছিল অর্থবল, না ছিল লোকবল। তাহার বিরুদ্ধে যে "ধর্ম্মসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মূলধন উঠিয়াছিল এক লক্ষ টাকা এবং কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক তাহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু এখন কোথায় সেই লক্ষ টাকা এবং কোথায় সেই ধর্ম্মসভা?

ব্রাহ্মসমাজ ইতিমধ্যে কত অভাবনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীর মর্ম্মগত ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এরূপ গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজে যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের না হউক, অন্ততঃ কয়েকজনের অটল সত্যনিষ্ঠা ছিল—অন্ততঃ সেই কয়েকজন সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেই কয়েকজনের যেমন সত্যনিষ্ঠা ছিল, তেমনি তাঁহাদের হৃদয়ে উদার ভ্রাতৃভাব এবং প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদিগেরই অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত ব্রত-রক্ষার ফলে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ চিরন্তন সত্য প্রচারই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পদার্থটী কি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। দেশ নির্ব্বিশেষে, কাল নির্ব্বিশেষে ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই অন্তরে যে সরল সহজ ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা ও পরিপুষ্টি বিষয়ে যে ধর্ম্ম সহায়তা করে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আজিকার প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহা মানব জাতির অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। তবে এই ধর্ম্ম নানাজাতির মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে যত পরিস্ফুট হইয়াছিল, এমন আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। হিন্দু জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যতীত অপর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া উক্ত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই উন্নতি ও অবনতি আছে, ইহা জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই। হিন্দু জাতিও ইহার

ব্যতিরেক স্থল হয় নাই। হিন্দু জাতির এক অবস্থায় ঋষিরা ঋক্ সকল দেখিতে পাইলেন; ভারতের ধর্ম্মোদ্দীপনার সেই প্রাতঃকালে ব্রহ্মসূর্য্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অরুণ-কিরণরঞ্জিত ঋক্‌সকল কত-না শোভাই বিকীর্ণ করিয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রথম উন্মেষের পর অবনতি আসিয়া পড়িল; বৃথা যাগযজ্ঞের আড়ম্বর প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। তখন ঋষিরা পুনরায় জাগ্রত হইয়া উপনিষদ্-নিহিত সত্য সকল তেজের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে উপনিষদের পর উপনিষদ্ প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানীজনেরাও আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। উপনিষদে আছে যে, যে বংশে ব্রহ্মজ্ঞান একবার প্রবেশলাভ করিয়াছে, সে বংশে অব্রহ্মবিৎ থাকে না "নাস্য কুলেঽব্রহ্মবিৎ ভবতি"। যখন বৈদিক ঋষিরা একবার ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত আনয়ন করিতে পারিলেন, তখন তাহা কি আর এই দীনহীন ভারতভূমিকে পরিত্যাগ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষ অহর্নিশি এই প্রার্থনাই করিতেছে "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। ভারতের এই প্রার্থনার ফলে হিন্দুজাতি কখনই ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয়েন নাই। সময়ে সময়ে আমাদের পাপে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন-দশা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। এইরূপ সময়ে মহাত্মাগণ অবতীর্ণ হইয়া পাপ আবর্জনারাশি মনুষ্যের হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া ব্রহ্ম-প্রকাশকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলেন। এবং এইরূপে ঋষিদিগের পরিপুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত আজ পর্য্যন্ত ভারতে অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদের বহুকাল পরে হিন্দুজাতি যখন অধর্ম্মে, পাপে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মকে একেবারেই হারাইতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে তন্ত্র প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক মুনিগণ যে ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে তাঁহাদের সেই ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। উপনিষদের সময়ে যেমন কর্ম্ম-কাণ্ডের অতিমাত্রা ধর্ম্মের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপ তন্ত্রের পৌত্তলিকতারূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান-ব্যবস্থা প্রথম প্রচলনের সময়ে সম্ভবতঃ যথেষ্ট উপকার করিলেও উত্তরকালে প্রকৃত ব্রহ্মলাভের অন্তরায় হইয়াছিল। হিন্দুজাতি পৌত্তলিকতা ও তদানুষঙ্গিক অতিমাত্র কর্ম্মাড়ম্বরে ক্রমশই ব্রহ্ম হইতে দূরে পড়িতে লাগিলেন। হিন্দুজাতিকে পুনরায় ব্রহ্মের পথে ফিরাইবার জন্য কত মহাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল। অবশেষে ভারতের বর্ত্তমান নূতন যুগে, ইংরাজ শাসন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভকালে হিন্দুজাতির বলিতে গেলে, অধোগতির একশেষ হইয়াছিল; এতদূর অধোগতি হইয়াছিল যে লোকে তখন তাহার পুনরুত্থানের আশা করিতে পারে নাই। এই দারুণ অধোগতির সময়ে সেই বৈদিককাল হইতে প্রবাহিত কিন্তু প্রচ্ছন্নপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত দীনহীন পতিত হিন্দুজাতির মধ্যে পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিবার জন্য করুণাময় পরমেশ্বর দুই একজন মহাত্মা পুরুষকে ধরাতলে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জনারাশি দূর করিয়া ব্রহ্ম-

জ্ঞানের স্রোত বঙ্গদেশে পুনরায় ভালরূপে প্রবাহিত হইবার উপায় বিধান করিলেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যাহা, তাহা হীরকের ন্যায় কত উজ্জ্বল। সেই যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম—প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার ও মধ্যবিন্দু, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নহে; ঋষিসেবিত সনাতন ধর্ম্মেরই বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী বাহ্যিক রূপান্তর মাত্র। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের দুইটীকাণ্ড আছে—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধানতঃ এই জ্ঞানকাণ্ডেরই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানে যাহা সত্য পাওয়া যায়, তাহার আর পরিবর্ত্তন নাই, বিনাশ নাই; এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ডের এত অনুরাগী এবং সকলকে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে গ্রাহ্য হইতে পারে না। সময়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে তাহা পরিবর্ত্তন-সহকৃত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ভাবের কথা আজিকার নূতন কথা নহে; পুরাকালের ঋষিদিগেরও ইহা প্রাণের কথা। তাই, বৈদিককালের আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রেও দেখা যায় যে কতকগুলি ঋষিমুনি যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার হোম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন "একে আচার্য্যাঃ কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি"। মনুও বলিয়াছেন যে প্রত্যেক দেশের সাধুলোকদিগের সদাচারও ধর্ম্মের অন্যতম প্রমাণ। ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডকেই অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহারই অনুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডকেও গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজ বৈদিক ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া প্রচলিত জাতীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি হইতে যাগযজ্ঞের আড়ম্বর এবং পৌত্তলিকতার মোহ-আবরণ কেমন সুন্দররূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার অতিরিক্ত কোন বিদেশীয় আচার প্রণালী গ্রহণ করেন নাই।

আমরা যখন হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম্মেরই সারভাগ প্রচার করাই যখন আমাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির হইল, তখন আমাদিগের ইহাও দেখিতে হইবে যে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে এই ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে। আমার বোধ হয় যে, আদিব্রাহ্মসমাজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। সুখের বিষয় অপরাপর ব্রাহ্মসমাজও আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিধীরে অজ্ঞাতপ্রায়ভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজেরই প্রদিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন অবধি এযাবৎ এই লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, আপামর সাধারণ হিন্দুমাত্রেই যাহাতে আপনাদের প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তাহাই অবলম্বন করে, এবং সেই লক্ষ্য চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাহা প্রচারের জাতীর উপায় সকলই অবলম্বন করিতেছেন। উপকারের প্রথম পাত্র দুঃস্থ স্বজন; ভক্তির প্রথম পাত্র পিতা মাতা; স্নেহের প্রথম পাত্র আপনার স্ত্রী পুত্রাদি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অতিরিক্ত

কিছুই নহে, এবং ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে ভিন্ন নহে, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কর্ত্তব্য হিন্দুসমাজের কল্যাণকামনা করা। ভারতের হিন্দুজাতির ক্রিয়া-কলাপে যখন পরিমিত দেবগণের পরিবর্ত্তে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিবেন এবং যাগযজ্ঞের বহুল আড়ম্বরের পরিবর্ত্তে সুমধুর ব্রহ্ম নাম গীত হইবে, তখনই জানিব যে ব্রাহ্মসমাজ সিদ্ধকাম হইয়াছেন। আবার সেই উন্নতিরই তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে সমগ্র জগৎকে আপনার বিশাল ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

পক্ষান্তরে আত্মীয় স্বজন দুরবস্থায় পতিত থাকিতে যদি যশোলালসায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া অপরাপরকে সাহায্য করিতে উদ্যত হই, তবে তাহা যেমন "বিষাস্বাদ ধর্ম্মপ্রতিরূপ" মাত্র হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বীয় জন্মভূমির মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বজাতির প্রতি স্নেহপ্রীতি বিস্মৃত হয়েন এবং হিন্দুসমাজের উপকার সাধনে বিমুখ হইয়া দেশবিদেশের উন্নতি কল্পে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা বিষাস্বাদ ধর্ম্মপ্রতিরূপ মাত্র হইবে; তাহাতে আত্মাভিমান স্ফীত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। স্নেহময়ী মাতা স্বীয় স্তন্যদানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষাতে আমাদের ক্রন্দন নিবারণ করিয়াছেন, যে ভাষাতে স্বীয় আনন্দ ব্যক্ত করিয়া আমাদের কত সুখের সময়ে সুখ দ্বিগুণিত করিয়াছেন; যে ভাষাতে ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত আমার সুখ দুঃখের কত কথা কহিয়াছি; যে ভাষাতে পিতামাতা কত স্নেহপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছেন, আজ যদি সেই প্রাণের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের [illegible]গত ধর্ম্মের কথা বিদেশীয় ভাষাতে ব্যক্ত করিয়া বিদেশীয় প্রভুজাতির নিকট প্রশংসালাভের নিমিত্ত ধাবমান হই এবং প্রশংসালাভও করি, তাহাতে আমাদিগের অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে না। যে অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথম অন্ন মুখে তুলিয়াছিলেন এবং যে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদির মুখে প্রথম অন্নদান করিয়াছিলেন; পিতৃপুরুষেরা যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগকে অন্তরের গভীর প্রীতিভক্তি সহকারে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন, আমরা যদি সেই জাতীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় প্রভুজাতির অনুষ্ঠান সকল অবলম্বন করি, তাহাতে সেই প্রভুজাতি অন্তরে আমাদিগকে উপহাস করিলেও বাহ্যিক যথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন করিতে পারে কিন্তু কয়েকজন বিবেচনাহীন ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র হিন্দুজাতি সেই বিদেশীয় আচারপ্রণালী আন্তরিক ও বাহ্যিক ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে—হিন্দুজাতির সহানুভূতি কখনই সেদিকে যাইবে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ স্বজাতির স্নেহপ্রীতি ভুলিতে পারেন না; পিতৃপিতামহদিগের সঞ্চিত ধনে ধনী হইয়া এখন তাঁহাদিগের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। আদি ব্রাহ্মসমাজ জাতীয়তা ও সত্যরক্ষা এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন এবং তদবলম্বনে আপনাকে ব্রহ্মপথে পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

THE BRAHMA DHARMA (Translated).

(The Book of the Religion of Brahma).

First Part.

CHAPTER 1.

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ১ ॥

The Preachers of God declare. [1]

Comment.

The celestial fire of Divine knowledge is hidden in every heart—in every soul the Supreme Being in His aspect of infinite Goodness is writ in letters that know no decay. As soon as that fire is excited into flame by meditation on the workings of the animate and inanimate existence we obtain sight of God. who is in essence Goodness. He has stamped His aspect of pure Goodness in all these objects of nature and in the tablet of the human heart. Those blessed, great souls, of pure understanding, sinless and persevering in their devotions, who have realised this, are the knowers of God (Brahmavit) and those who having thus realised instruct others are the preachers of God (Brahmavadin). To become a knower or a preacher of God, depends not on conditions of time, space or nationality. The knowers of God of all countries can teach of God. Truths touching the Supreme Being and revealed by God—intuition, which the God-knowing ancient Rishis of India have taught, are collected in this part of the Book ofthe Religion of Brahma. Hence it commences, "The Preachers of God declare." [I]

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যে জাতানি জীবন্তি।
যৎপ্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

Comment.

From whom all this that be have come into being, having been, by whom they subsist, to whom they return and into whom they completely enter, seek ye to experience Him: He is the Supreme Being, Brahma.

From whom all that moves and that moves not, have sprung forth; on whom depending all these are and, whose will moving that way, not an atom of them can stand—He is verily Brahma, He is verily Truth, He is verily our Lord. Of that Almighty, Supreme Lord the desire is not, nor is His determination, ever barren: whatever He wills is. If the Perfect Spirit, from whose might having sprung all these objects have attained their peculiar powers and faculties, wills their destruction, then all these objects with all their peculiar powers and faculties, will merge in His power and return even unto Him, and no trace of them will anywhere be found. God alone is the author of creation, preservation and destruction. It is true, when we have obtained the necessary materials, and acquainted ourselves with their respective properties, we can construct, by making a proper combination, a machine before unknown, and with ease destroy it again but we have not such power that we can create a grain of sand or bring it to nought. The power of creation, preservation and destruction belongs to the secondless God alone [2]

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ ৩ ॥

Verily from joy all this that be has come into being, having been by joy they subsist and to joy they return and into joy they completely enter

Comment.

Of this supreme God, the author of creation, preservation and destruction, devoid of particularity, there is no peculiar name. The preachers of God of old, who in their hearts realised that Being, extremely great, all-embracing, all-pervading, the acme of well-being, and enjoyed the pure joy generated there by, spoke of Him as in essence Joy. Even we, when everwhelmed by His love, melt into streams of joy—then, even we begin to speak of Him as in essence Joy [3]

বাবু চণ্ডীকিশোরি সম্বন্ধীয় (দ্বিতীয়) পত্র।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পৌষ মাসের পত্রিকায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারি মহাশয়ের ধর্ম্ম মত ও আচরণের বিষয়ে শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রস্থ কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে চণ্ডী বাবুর বর্ত্তমান মত যাহা জানিতে পারিলাম, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

১। মানুষ অপূর্ণ। অপূর্ণ জীব ভ্রমে পড়িতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে না।

২। প্রত্যেক ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া যাহা বুঝিতে পারেন, তাহা অভ্রান্ত মনে করিয়া

তিনি তদনুরূপ আ... ...;
তিনি এরূপ না করিয়া প...

কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্র... তাঁহার ভ্রম হইতে পারে। ভ্রম হইলেও—চণ্ডী বাবু বলেন—ঈশ্বর তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া না দিলে তাঁহার অন্য গতি নাই। বিশ্বাসী ব্যক্তি সাধারণের মতকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধারণের মত সকল সময়ে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য নহে। *

৩। মানুষ ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে ভ্রম করিলে তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন, ঈশ্বর দায়ী—চণ্ডীবাবু এরূপ বলেন না। ভ্রমের জন্য তিনিই দায়ী, ঈশ্বর দায়ী নহেন।

৪। ঈশ্বরের আদেশ প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবিরুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহা প্রকৃত পক্ষে যুক্তি বিরুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ, তাহা তাঁহার আদেশ হইতে পারে না।

৫। চণ্ডীবাবু ভৌতিক জ্ঞানকে ধর্ম্মলাভের বিরোধী মনে করেন না, সহায়ও মনে করেন না।

মহর্ষি প্রণীত "পরলোক ও মুক্তি" নামক পুস্তকের দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ

* কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বহুকাল হইতে অভ্রান্ত বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহা আত্মার গভীর অন্তরতম সত্য বলিয়া সকলেরই নিকট প্রকাশমান রহিয়াছে; যেমন একটি সামান্য দৃষ্টান্ত—সত্য সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়। কতকগুলি বিষয় এখনো অস্থির রহিয়াছে যেমন – মানব-সমাজের ব্যক্তিগত সাম্য-বৈষম্য কতটুকু ও কি ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শেষোক্ত বিষয়ে ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিবেন তাহা সেই অবস্থায় তাহার পক্ষে শিরোধার্য্য।

প্রথমোক্ত বিষয়গুলি সাধারণ জনসমাজের প্রতি এবং সেই সূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের দান, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে দিয়া রাখিয়াছেন—তাহা আমরা অবহেলা করিতে পারি না সুতরাং তাহার বিপরীত কাহারো কোনো স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

পৃ... ...ইয়াছে, চণ্ডীবাবু
... ...সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ
...ছে।" *

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাপত্রে গৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত চতুষ্টয় সম্বন্ধে চণ্ডীবাবুর কোন মতদ্বৈধ নাই। সেই মত চতুষ্টয় এই—

(১) পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। (২) তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ। কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। (৩) একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। (৪) তাঁহাতে প্রীতিকরা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলন সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টীগণ উক্ত সমাজের আচার্য্যের যোগ্যতা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, (অর্থাৎ "পৌত্তলিকতা সংসৃষ্ট, কিংবা সভ্যসমাজে প্রচলিত নীতির বিরোধী, মতের পোষণকারী কোন ব্যক্তি আচার্য্য থাকিতে পারেন না"), চণ্ডীবাবু তন্মতের বিরুদ্ধ কোন আচরণ করেন না।

চণ্ডীবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

* আমরা ভৌতিক জ্ঞান লাভকে ধর্ম্মলাভের সহায় মনে করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্যেও লিখিত আছে "বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা (আত্মাতে নিহিত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি) প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই।" "পরলোক ও মুক্তি" পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশে মুক্তির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—সংসারে সশরীরে বিচরণ করিবার কালে আমাদের সে অবস্থা আসিতে পারে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত একাদশ বার্ষিক রিপোর্টে উক্ত সমাজের যে মূলমত নয়টী ব্যক্ত আছে, তিনি সে সকল মতেরও অনুমোদন করেন। তাঁহার আচরণ উহার বিরুদ্ধভাবের সাক্ষ্যপ্রদান করে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

ঢাকা। ওয়ারি
২৬এ পৌষ, ১৩০২ সন।
অনুগত
শ্রীশশিভূষণ দত্ত।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮৮৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৩৬॥৴৯
সমষ্টি	৩১২৫॥ ৯
ব্যয় ...	৮৭।৴০
স্থিত	৩০৩৮৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪২৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪০৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	২৲
	৪২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৪।০
শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার রংপুর	৩।৶০
" " দিগম্বর দত্ত ক্ষিরপাই	৪৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ কাকিনা	১০৶০
" বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা	৩৲
" " গোবিন্দলাল দাস ঐ	৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দুই সংখ্যা নগদ বিক্রয়	৸০
	২৪।০
পুস্তকালয়	৭৸৴০
যন্ত্রালয়	৮॥ ৬
গচ্ছিত	।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৪॥ ০
কমিশন	১।৵৬
সমষ্টি	৮৮৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৫।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৬॥৵৬
পুস্তকালয় ...	১৩৻৯
যন্ত্রাল[illegible] ...	২।৶৯
গচ্ছি[illegible] ...	[illegible]
সমষ্টি[illegible]	৮৭।৴০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬৩১ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ষষ্ঠষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ শুক্রবার।

নির্ম্মল প্রাতঃকাল। শীতল বায়ু বহিতেছে। সূর্য্যপ্রকাশে সমস্ত সুপ্রকাশিত। আজ ব্রহ্মোৎসব। উপাসকেরা দলে দলে কৃত্রিম উদ্যানপথ দিয়া উপাসনামণ্ডপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরে যথা সময়ে বন্দনগাথা গীত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখীন হইয়া নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

আধ্যাত্মিক সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন।

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যৎশ্রবণং যদর্হণং।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দনা, যাঁহার শ্রবণ, যাঁহার অর্চ্চনা লোকের পাপ সদ্য বিনাশ করে, সেই মঙ্গলশ্রবা পরমেশ্বরকে বারবার নমস্কার করি।

সম্বৎসরকাল যে মহোৎসবের জন্য আমরা সাগ্রহ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ সেই আনন্দদিবসের শুভ সমাগম হইয়াছে। প্রতিদিন বিরলে নির্জনে সেই আত্মার অন্তরাত্মার নিকটে প্রাণের কত আশাভরসার কথা বলিয়াছি, কতবার তাঁহার নিকটে আমার হৃদয়বেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা পাইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছি। কিন্তু আজিকার এই মহোৎসবের ন্যায় আনন্দের দিন আর কোথায় পাইব? এই যে আমরা শত শত ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া, সেই সকলের অন্তরাত্মা “সর্ব্বভূতান্তরাত্মা” পরমাত্মার চরণে, এক হৃদয়ে একতানে আমাদের সকলের প্রাণের আশাভরসার কথা নিবেদন করিবার অবসর পাইয়াছি, এমন আনন্দের দিন আর কবে আসিবে? আমাদের সকলের সমবেত হৃদয় হইতে যে অপূর্ব্ব স্তুতিগীত সেই দেবদেব পরমদেবের জ্যোতির্ম্ময় মহাসিংহাসনের দিকে সমুত্থিত হইতেছে, এই সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি কি আর ইহা কখনও ভুলিতে পারেন? এই মহান্ সঙ্গীত গাহিবার ও শুনিবার জন্যই বৎসরে বৎসরে এই উৎ-

সবের আয়োজন এবং বৎসরে বৎসরে উৎসবের এই আনন্দ কোলাহল। এই স্তুতিগীতির এমনি মহিমা যে, চক্ষু নিমীলন করিয়া ধ্যানযোগে দেখিলে দেখিতে পাইব যে এই গীত শুনিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া আমাদের শূন্য হৃদয়কেও পূর্ণ করিয়া তথায় স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

এই আনন্দমহোৎসব আমরা কাহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি? এই যে পরমদেবের স্তুতিগীত গাহিবার ও শুনিবার জন্য আমরা এখানে ব্যাকুলভাবে আসিয়াছি, আমাদিগকে এরূপ ব্যাকুল করিল কে? ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগকে এরূপ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মধুময় আহ্বানে আমরা সকলে সমাগত হইয়া এই আনন্দোৎসব উপভোগ করিতেছি। যে মঙ্গলময় পরমপুরুষের এক ইঙ্গিতমাত্রে এই অসীম নভস্তলে কোটি কোটি গ্রহ চন্দ্র সূর্য্যের সহিত এই সুমহান্ ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে; যাঁহার অনিমেষ নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্রহ্মচক্রের একটী রেণুকণাও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে স্খলিত হইতেছে না এবং যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাতে জগতে ধর্ম্মরাজ্য অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই আনন্দময় পরমদেবতারই ইচ্ছাতে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রীতি-আহ্বান শুনিতে পাইয়াছি। আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষ ঋষিগণ এই সত্যধর্ম্মকে বহু যত্নে বেদ বেদান্তের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু আমরা তাঁহাদেরই সন্তান হইয়াও আপনাদেরই দোষে তেমন অমূল্য ধনও হারাইতে বসিয়াছিলাম। অবশেষে কতিপয় মহামনা ব্যক্তি সেই অমূল্য রত্নকে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসীকে মোহিত করিলেন এবং এই পুণ্য ১১ই মাঘ দিবসে জগতের মধ্যে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সত্যধর্ম্ম প্রচারের অতি সুন্দর একটী পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহারই জন্য আমরা কৃতজ্ঞতাভরে, এত আনন্দের সহিত, এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এই মাঘ মাসে শুভ ব্রহ্মোৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। এই শুভদিনের মঙ্গল প্রাতঃকালে যেমন এই ভূলোকে সাধুসজ্জন পুরুষেরা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রীতিভক্তি কৃতজ্ঞতা সেই বিশ্ববিধাতার চরণে নিবেদন করিতেছেন, সেইরূপ আমাদের মস্তকের উপরে দেবতারাও আমাদের আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। যাঁহার প্রসাদে আমরা অযাচিত ভাবে কত শোভা গন্ধ, কত আনন্দ অহর্নিশি লাভ করিতেছি, যাঁহার কৃপাতে নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও এই শোভনসুন্দর জগতে জীবিত থাকিয়া সুখে বিচরণ করিতেছি, আজ সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতাকে সম্মুখে দেখিয়া আমাদের হৃদয় হইতে দুঃখ শোক নিরানন্দ প্রভৃতি সকল প্রকার মলিনতা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার পবিত্র নাম অন্তকালেও একবার ভক্তিভরে উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, আজ তাঁহাকে এই উৎসবের মধ্যে জীবন্ত-জাগ্রতরূপে দেখিয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া আমরা আনন্দসাগরে অবগাহন করিতেছি।

যে সত্যধর্ম্মের কৃপায় সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতিমহান্"। তাঁহার অনন্তস্বরূপ ধারণা করিতে না

পারিয়া সকলেই "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই কথাই জিজ্ঞাসা করে। তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া ভারতের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাসদেব প্রভৃতি কত শত ঋষি নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া উপনিষৎ বারংবার বলিয়াছেন "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। সেই ভূমা ঈশ্বর যেরূপ মহান্, তাঁহারই প্রবর্তিত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনি মহান্, তেমনি উদার, তেমনি অসাম্প্রদায়িক। সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর মানবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মও মানবাত্মাতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন; এবং এই সত্যধর্ম্ম আমাদের এই ভারতবর্ষে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া বেদবেদান্তাদির মধ্য দিয়া সুদূর অতীত কাল হইতে আবহমান কাল চলিয়া আসিয়া কত সংসারতাপদগ্ধ ব্যক্তিকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়চ্ছায়া দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আর, আমি রোগশোকের অধীন, পাপতাপের অধীন, জন্মমৃত্যুর অধীন, অজ্ঞানমোহের অধীন ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর দুর্ব্বল বঙ্গবাসী মাত্র। আমার সাধ্য কি যে, সেই পরব্রহ্মের মহিমা অথবা তাঁহার সেই উদার মহান্ ধর্ম্মের মহিমা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু তথাপি আমি যে আজ এই বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে, এই সাধুমণ্ডলীর মধ্যে আমার হৃদয়ের দুই চারি কথা বলিতে এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আমার সেরূপ সাহস পাইবার কারণ এই যে, যে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষের প্রকাশে গ্রহশশিতারকা অযুতকোটি সূর্য্য, সকলই হীনপ্রভ হইয়া যায়, আজ সেই দেবদেব আমার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিতেছেন। আমি যে মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই সত্যধর্ম্মের কল্যাণে ইহা জানিয়াছি যে ইহলোকে কি পরলোকে আমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র হইলেও সেই মহান্ পরমেশ্বর আমার পরম আশ্রয় আছেন। ভয় ও বিপদের মাঝে তিনিই আমার বর্ম্মদুর্গ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন এই অসীম আকাশে বর্ত্তমান, তেমনি তিনি আমার এই চর্ম্ম চক্ষের অন্তরে, আমার রসনার অন্তরে বর্ত্তমান; তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শরীরের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর অন্তরে বর্ত্তমান এবং তিনি আমার আত্মার অন্তরেও বর্ত্তমান। তিনি আমার অন্তরে আছেন, বাহিরে আছেন; তিনি আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া, আমার পিতা, মাতা ও সখারূপে নিয়ত সহচর হইয়া, আমার আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। আমি তাঁহারই আশ্রয় পাইয়া, তাঁহারই বলে বলী হইয়া আজ এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মূক ব্যক্তি বাচালতা প্রাপ্ত হয় এবং পঙ্গু যে, সেও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। সুতরাং তিনি যখন আমার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিয়াছেন, তখন আমার কিসের ভয়? সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ এই ব্রহ্মোৎসবেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুনিয়াছি যে প্রথমকার ব্রহ্মোৎসবে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; আজ দেখিতেছি, এই ব্রহ্মোৎসবে এই উৎসব প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ; এই প্রাঙ্গন কেন, আজ এখানকার মত কত স্থানে এই ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে—সকল স্থানেই গিয়া দেখ, সেই সেই স্থানের উৎসব প্রাঙ্গন আজ লোকে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মুক্তির প্রকৃত সরল উপায়

এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সকলের অন্তরের ধন, এতদিনে লোকে তাহা বুঝিয়াছে বলিয়াই আজ ব্রহ্মোৎসব সকলের এতদূর আকর্ষণের বিষয় হইয়াছে।

আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই অন্তরের ধন, কারণ ইহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। আধ্যাত্মিক সত্যসমূহই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্রদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি সকল বৈচিত্র্যের মূল, সকল সংসারের একাধিপতি, তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান নরনারীর আত্মা। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাত্মার অন্তরে অন্তরাত্মারূপে থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান অহর্নিশি আত্মাতে প্রেরণ করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকল সত্য অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে মুক্তির সরল পথ দেখাইয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাগযজ্ঞের বহুল আড়ম্বর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া অধ্যাত্মযোগের ও মুক্তির উপায়স্বরূপ যে চারিটী বীজ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে "সর্ব্বস্রষ্টা, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনা দ্বারাই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়"। ঈশ্বরোপাসনা-রূপ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের যে ঐহিক মঙ্গল ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়, আমরা স্বয়ংই তাহার ভোক্তা; অপর কেহ তাহার অংশভাগী হইতে পারে না। আর, পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের যে ঐহিক অমঙ্গল ও পরলোকে দুর্গতিলাভ হয়, তাহারও ভোক্তা আমরা স্বয়ং—তাহারও অংশভাগী অপর কেহ হইতে পারে না। ঈশ্বরের আদেশমতে আমাদিগের প্রত্যেককে আপনার আপনার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। তিনিই পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের মোচয়িতা। পুণ্যের চরম পুরস্কার যেমন একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, তেমনি তিনিই একমাত্র আত্মাকে পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন; সেই শরণাগতবৎসলের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত পাপ-মলিনতা হইতে মুক্তি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

উপধর্ম্মের সেবা করিয়া করিয়া আমরা এরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সহজ সত্যটুকু ধারণা করিতে পারি না। আমরা জাগ্রতভাবে বিচারপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা মোহমুগ্ধ হইয়া থাকিতে অধিকতর ভালবাসি। আমাদের নিকটে যুক্তিবল ও শাস্ত্রবল সকলই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রসমূহের যে অংশে ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ব্যক্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, আমরা সেই অংশ লইয়াই আপনাদিগকে প্রবোধ দিতে থাকি। কিন্তু যে অংশ মনুষ্যকে জাগ্রত করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিতে চাহে, আমরা স্বীয় হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের বৃথা আপত্তি করিয়া তাহার উপদেশ ও আদেশ প্রতিপালন করিতে নিরস্ত থাকি। উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমির যে কিরূপ অবনতি ও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার উপর, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বর্ত্তমানকালে কতকগুলি কৃতবিদ্য ভারতবাসী উপধর্ম্মের অসত্যভাব উপলব্ধি করিতে করিতে অবশেষে ধর্ম্মের উপরেই অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহারা তাঁহাদের কোন কর্ম্মে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না। তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে প্রশস্তহৃদয়

হইবার পরিবর্ত্তে কিছু সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। চতুর্দ্দিকে যে সত্যধর্ম্মের উৎস সকল সংসার মরুভূমি ভেদ করিয়া উৎসারিত হইতেছে, তাহা তাঁহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দৃষ্টি করেন না। হায়! এই ভারতবর্ষকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপধর্ম্ম আনয়নের ফলে যে লোকে উপধর্ম্ম হইতে পুনরায় নাস্তিকতার দিকে যাইবে, তাহা কে জানিত? ভারতের এপ্রকার অবস্থা ভাবিতেও কি কষ্ট! আমরা যেন সকলে পুনরায় সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করি এবং অধ্যাত্মধর্ম্মের আদি জননী বলিয়া ভারতভূমির যে গৌরব আছে, তাহাও অক্ষুণ্ণ রাখি।

উপধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতায় আত্মা যে বিকৃত ও মলিন হইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে বংশবৃক্ষ মুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে গগনভেদ করিয়া উচ্চতায় সুবৃহৎ অট্টালিকাকেও পরাজিত করে, তাহাকে প্রথম হইতে কোন পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে তাহা বংশ নামের অযোগ্য হইয়া নিতান্ত বিকৃতাকার ধারণ করে। একটা প্রাণময় জড়পদার্থও যখন সঙ্কীর্ণ বন্ধনের মধ্যে থাকিলে সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের আত্মাও যে বদ্ধভাবে থাকিলে বিকৃত হইয়া পড়িবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। আমাদের আত্মা যেমন একদিকে লৌহ অপেক্ষা শতগুণ দৃঢ়তর, তেমনি ইহা সুকোমল কিসলয় অপেক্ষাও কোমলতর। সত্যধর্ম্মের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে পারিলেই আত্মার প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয়, স্বাস্থ্য ও বল আইসে।

সত্যধর্ম্মের মূলভিত্তি ঈশ্বরপ্রীতি, উপধর্ম্মের মূলভিত্তি ঈশ্বরভয়। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় বীজে ঈশ্বরপ্রীতিকেই ব্রহ্মোপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের প্রত্যেককে স্বীয় আত্মার দিকে চাহিয়া ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য উপদেশ দেন। পাপতাপে দগ্ধ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে, সেই দীনদয়ালের চরণে গিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে উপদেশ পাইয়াছি; পাপের জন্য সেই রুদ্রদেবের হস্তে বজ্রদণ্ড পাইলেও তাহা ঔষধ বলিয়া, অমৃত বলিয়া মস্তকে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে ইহাও শিখাইয়াছেন যে, সেই প্রেমময়ের বিরহে কাতর হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আপনার দুর্লভদর্শন স্বপ্রকাশরূপ দেখাইয়াও, তিনি আপনাকে দিয়াও সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। আমরা ব্রহ্মোপাসক হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একটুকুও ব্যবধান সহ্য করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের পরমস্নেহময়ী মাতা, প্রেমময় পিতা; তিনি আমাদের এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে ওতপ্রোত আছেন; তিনি আমাদের আত্মাতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। প্রকৃতই পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে সামান্যও ব্যবধান নাই। ইহাঁদের মধ্যে সৃষ্ট বস্তু মাত্রকেই ব্যবধান করিলে তাহা ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় হইয়া উঠিবে। তাই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের সময় এই একটী প্রধান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি যে "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না"। মূর্ত্তি হউক, জীবজন্তু বা মনুষ্য হউক, আমরা কোন সৃষ্ট পদার্থকেই ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে পারিব

না। আশ্চর্য্য এই যে, বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীতে আমাদিগের উপনিষদাদিনিহিত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সাধু পুরুষেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছেন ; আর আমরা ঋষিদিগের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তির ভান দেখাইলেও, বাস্তবিক তাঁহাদিগের উপদেশ অবহেলা করিয়া উপধর্ম্মের উপদেশে মনুষ্যপূজা প্রভৃতি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভের কত গুরুতর ব্যবধান সকল আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া দেখ, দেখিবে যে, শাস্ত্রকার ঋষিমুনিগণ সত্য ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকেই অশ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মনোগত ভাব এই ছিল যে, যেথান হইতেই হউক, যে কোন উপায়ে হউক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই হইল। উপনিষদ কেমন বলের সহিত বলিয়াছেন—

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণম্নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

ঋগ্বেদ প্রভৃতি সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, কেবল যাহা দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি যে ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যে শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করিবার জন্য পৌত্তলিকতারূপ সোপান-ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং যে শাস্ত্রের অপব্যবহার করিয়া আমরা ব্রহ্মদর্শনের নানা অন্তরায় আনয়ন করিয়াছি, সেই তন্ত্রশাস্ত্রেও কেমন তেজের সহিত উক্ত হইয়াছে ঃ—

"ব্রহ্মবিদ্যাসমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাসমা ক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যাসমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥"

ব্রহ্মবিদ্যার সমান বিদ্যা নাই, ব্রহ্মবিদ্যার সমান ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার সমান জ্ঞান নাই। আবার, যাঁহারা অধম জীব মর্ত্ত্য মানবকে ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে চাহেন, চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে অতি কঠোররূপে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিয়াছেন—

"যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥"

আমরা শাস্ত্রোক্ত এই সকল উপদেশ অতীব সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি বটে, কিন্তু আমরা আজ কাল এত তেজোহীন, এত বলহীন হইয়া পড়িয়াছি যে এই সত্যকথাটুকুও বলিতে কেমন যেন সঙ্কুচিত হই—এতদনুসারে কার্য্য করা, ইহাকে জীবনে পরিণত করা তো দূরের কথা।

মূল কথা এই যে ঋষিদিগের ন্যায় ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিতে গেলে কিঞ্চিৎ কঠোর সাধনা আবশ্যক—আমাদের কিন্তু সে সাধনা নাই। পরমেশ্বরের অনন্ত সত্যভাব, অনন্ত মঙ্গলভাব, অনন্তপ্রেম উপলব্ধি করিয়া তাহারই অনুসরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য এবং অধিকার—ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এই অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের যে প্রকার সাধন করা কর্ত্তব্য, যে প্রকার স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, সংসারের সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করা আবশ্যক, আমরা তাহা করি না বলিয়াই ব্রহ্মকে সকল সময়ে আমাদের জীবনের ধ্রুবতারারূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হই না। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অপর

কাহাকেও হৃদয়ের সমুদয় প্রীতিভক্তি দ্বারা পূজা করা আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। উপযুক্ত সাধনের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হইবে—কখন্ সেই বিদ্যুৎপুরুষ আসিয়া তথায় অধিষ্ঠান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী উপাখ্যানে আছে যে, "অলিঙ্গং" অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বর নারদকে বলিতেছেন যে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একটীবারমাত্র দেখা দেন; সেই দর্শনলাভে যদি সে মোহিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ন করে, তবে তিনি তাহারই হৃদয়ে চিরবিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে একবার ধর্ম্মপিপাসা, ঈশ্বরকে জানিবার পিপাসা আসিবেই; সেই পিপাসা উপস্থিত হইলেই বিদ্যুৎপুরুষ পলকমাত্র দেখা দেন এবং সেই সময়ে যে ব্যক্তি যতটুকু পরিমাণে প্রস্তুত থাকেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে সেই বিদ্যুৎপুরুষের বিদ্যুতাগ্নি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই আমাদিগকে জ্বলন্ত ঋষিবাক্যে সেই মহান্ পুরুষ পরমদেবকে আত্মাতে চিরঅধিষ্ঠিত দেখিয়া চিরকৃতার্থ হইতে উপদেশ দিতেছেন—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং" তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্যসুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। বন্ধুগণ! আজ যেন আমরা এই ব্রহ্মোৎসবের দিনে শুভপ্রাতঃ কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ গ্রহণ করিয়া পূর্ণহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করি এবং এই উপদেশ যেন জীবনে পরিণত করিয়া এই ব্রহ্মোৎসবকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখি।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! এই মহাশূন্যে তোমারই শাসনে চন্দ্রসূর্য্যের, দ্যুলোক ও ভূলোকের অবিরোধে অবস্থিতিতে তোমার অতুলনীয় শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি। মনুষ্যসমাজে তোমারি ধর্ম্ম সেতুস্বরূপ হইয়া যে সংসারকে রক্ষা করিতেছে সেই সংসারে থাকিয়া আমরা তোমারি অনুপম স্নেহ নিত্য অনুভব করিতেছি। তোমারি প্রসাদ নদীসমুদ্র ধরণীকে শস্যশ্যামলা করিয়া আমাদিগের জীবন রক্ষার উপায় করিতেছে। তোমারি প্রসাদে আমরা পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, ভাইভগিনী সকলের সুকোমল প্রেম নিত্য নূতন ভাবে অনুভব করিতেছি, এবং তোমারি প্রসাদে আজ এই শুভ উৎসবে তোমার অনুপম আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া কত আনন্দিত হইতেছি। হে পরমাত্মন্! আমরা দুর্ব্বল ভ্রান্ত জীব; তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর এবং তোমার জ্ঞানালোকে ও প্রেমালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার চূর্ণ করিয়া দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সুমঙ্গল মাঘের একাদশ দিবস সমুপস্থিত। সর্ব্বজগতের পরমারাধ্য পরম দেবতা পরমাত্মার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ প্রীতি-কুসুম লইয়া—নব নব রাগ-রচিত তানমান সঙ্গীত লইয়া—চিরাভিলষিত মাঘের একাদশ দিবস আমাদের নয়নসমক্ষে বিরাজমান। আজ আমাদের

আনন্দের সীমা নাই। ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন দূরবাসী নিকট-বাসী সবাই আজ আমরা এক মনে এক প্রাণে এক হৃদয়ে পরমাত্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে আত্মাতে সঞ্চয় করিব; কেবল বৎসরের পাথেয় সম্বল নহে কিন্তু অনন্ত জীবনের অক্ষয় সম্বল সঞ্চয় করিব; তাই আমরা এত সমারোহের সহিত এ-খানে সম্মিলিত হইয়াছি। উৎসব-ক্ষেত্রে যেমন আজ সঙ্গীতের সকল যন্ত্র একস্বরে বাঁধা হইয়াছে এবং বীণা বেণু মৃদঙ্গ মন্দিরা সকলেই সঙ্গীতের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে, তেমনি আমাদের সকলের হৃদয় আজ এক তানে মিলিত হইয়া প্রিয়তম পরমাত্মার আরাধনার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে; অতএব আজিকের এই শুভমুহূর্ত অবহেলা করিও না—সকলে মিলিয়া হৃদয়-থালভার প্রীতি-পুষ্পহার প্রভুচরণে ছাওরে ছাও—এবং তাঁহার প্রসাদে সুবিমল প্রেমামৃত আত্মার সঞ্জীবনী সুধা, পাপতাপের শান্তিবারি, প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া নবজীবন লাভ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

হে পরমাত্মন্, তুমি সমস্ত মঙ্গল উৎ-সবের অনন্ত উৎস! তোমার অপরাজিত ইচ্ছার প্রভাবে জ্ঞান প্রাণ আনন্দ মঙ্গল নিখিল জগতে অজস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে। সমস্ত আকাশ তোমার প্রেম সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতিধ্বনিতে প্রত্যেক পরমাণুর অন্তরতম প্রদেশ আ-নন্দে নৃত্য করিতেছে। অদ্য আমরা এই পবিত্র মাঘোৎসবে নূতন বিকসিত প্রীতি-ভক্তির কুসুমরাশি তোমার চরণে সমর্পণ করিবার জন্য হৃদয় ভরিয়া আনয়ন করি-য়াছি—আমাদের পূজা গ্রহণ কর। আ-মাদের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর যেন তোমার প্রীতিরসে আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে—যেন তোমার চরণচ্ছায়া ছাড়িয়া আমরা কোথাও আর না যাই; যেন আমরা আপনারা নিষ্পাপ এবং নির্ম্মল চিত্তে তোমার অভিপ্রেত কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত থাকি; এবং নিঃস্বার্থ মানসে অ-ন্যের কল্যাণকার্য্যে সাধ্যানুসারে সহায়তা করি। এইরূপে যাহাতে দিনে দিনে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে আমরা হৃদয়াভ্য-ন্তরে প্রীতিশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে পারি আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসাদবারি বিতরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাত্রিকালে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র পুষ্পে সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্রে লোকে লোকারণ্য হইলে শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়-নাথ শাস্ত্রী মহাশয়, এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আহা আশ্চর্য্য! যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর অপ্রত্যক্ষ দেবতা, যিনি সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ হইতে অতিরিক্ত ও সৃষ্ট স্বভাবের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট; অসীম দেশ ও অনন্ত কাল যে অমৃতময় মঙ্গলময় পুরুষের অগাধ গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না; যিনি "অদৃষ্টম-ব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যং" যিনি "অশব্দমস্পর্শ মরূপমব্যয়ং" অদ্য এই বনলতালোক-মণ্ডিত উৎসবক্ষেত্রে তাঁহারই অতুল্য-জ্যোতি প্রতিভাসিত দেখিতেছি। যাঁহার হিরণ্ময় কটাক্ষ লাভে পূর্ণিমার চন্দ্রমা ধরাতল মধুময় করে ও গগনস্পর্শী হিমা-

লয় শিখর হইতে তুষাররাশি এত উজ্জ্বল শ্বেতচ্ছটা বিকীর্ণ করে এই উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহারই পবিত্রতা এখন আমাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ ও প্রফুল্লিত করিতেছে। দ্যুলোকে ভ্রাম্যমান অসংখ্য গ্রহগণের পরমাশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বিধান করিয়া জলবিন্দুর মধ্যে যিনি কোটি কোটি জীবের সৃষ্টি করেন ও তাহাদের সেই অচিন্তনীয় অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম শরীরে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আহার বিহার ও রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্র-সকল যোজনা করেন, সমাগত সজ্জনগণের মুখশ্রীতে তাঁহারই অপূর্ব্ব কৌশল দীপ্যমান দেখিতেছি। জনশূন্য দুর্গম গহনের মনোহর পুষ্প যাঁহার তূলিকার দ্বারা উন্মীলিত ও যাঁহার হস্তদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বনশোভা উদ্ঘাটন করে, প্রত্যেকের প্রেমপূরিত হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁহারই "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপের জ্যোৎস্না অবলোকন করিতেছি। এ কি অপূর্ব্ব মহিমা! অদ্যকার এই মহিমাতে জগৎ মুগ্ধ। স্বর্গের সুধাপানে বিহ্বলা পৃথিবী স্তব্ধনেত্রে সেই আনন্দময়ের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হে সাধক, এই উৎসবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইহাও তাঁহার বহির্ব্যাপী অনিত্য মহিমা। ইহারই অন্তর্দেশে ইহা হইতে আরো গূঢ় গভীর পরব্রহ্মের নিত্য মহিমা বর্ত্তমান। চল অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া এখন একবার তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং সেই নিত্য মহিমাসাগরে আপনাপন আত্মাকে নিমজ্জিত করি। সে যে অনাকাশ অনন্ত আধারে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ সত্য, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ শান্তির চির পূর্ণিমা। আদি ও অন্তভাব বর্জ্জিত, জন্ম ও মৃত্যু বর্জ্জিত, আলোক ও অন্ধকার বর্জ্জিত, পাপ ও পুণ্য বর্জ্জিত, সুখ ও দুঃখ বর্জ্জিত, অখণ্ড অদ্বিতীয় এক সত্য সেখানে সাধকের চির তৃপ্তির নিধান হইয়া রহিয়াছে। সেখানে গিয়া একবার ডুবিতে পারিলে মানুষের সকল প্রকার বিত্তৈষণা তাহার অন্তঃকরণকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহার বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহ উপশান্ত হয় এবং হৃদয়ের সকল প্রকার গ্রন্থিমুক্ত মানব তখন বিমল-জ্যোতি ধারণ করিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের পদবীতে আরোহণ করেন এবং

"তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং।"

তখন সেই সংসারক্লেশমুক্ত ব্রাহ্মণ কেবল ঈশ্বরেই স্বীয় চৈতন্য স্থাপন করিয়া তাঁহার নিত্য উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। যিনি একবার সমাহিত চিত্তে এই নিত্য মহিমাসাগরে ডুবিতে পারিয়াছেন কোন প্রকার পাপ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তিনি সকল পাপকে অতিক্রম করেন। পাপ ইঁহাকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সকল পাপের সন্তাপক হয়েন, ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে ও মঙ্গলভাবে নিঃসংশয় হইয়া যথার্থ পরব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্ম হয়েন। এক্ষণে আমরা উৎসবপ্রারম্ভে চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি, অতএব সাবধান হইয়া অগ্রসর হও; মন সমাধান কর, এবং তাঁহার অমৃত ছায়াতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিক্ষেপ করিয়া কৃতকৃতার্থ হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মই বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার সোপান এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

করুণাময় বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পঞ্চষষ্টি বৎসর আমাদের এই পুরাতন ভারতবর্ষে আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে মনুষ্য-জাতির বয়ঃক্রমের তুলনায় পঞ্চষষ্টি বৎসর একটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তও নহে। তাই আমরা ঈশ্বর-প্রেরিত আমাদের সেই পরমহিতৈষী বন্ধুকে এখনো পর্য্যন্ত চিনিতে পারি নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না যে, আমরা মর্ত্ত্যজন-দুর্লভ ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছি—সমুচিত যত্ন করিতেছি। তাঁহার স্বর্গীয় উপদেশ আমরা কর্ণে শুনিতেছি এবং মুখে প্রতিধ্বনিত করিতেছি কিন্তু এখনো তাহা আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। এমন কি, তিনি আমাদিগকে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন তাহা আমরা তাঁহার মুখে না শুনিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত পথিক লোকদিগের নিকটে তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং নানা ব্যক্তির নানা কথায় কর্ণপাত করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ"।

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর ইনি অমৃতলাভের সেতু। কিন্তু আমরা তাঁহার সে হিতবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কত কথাই বলিতেছি! দিক্ বিদিক্ শূন্য হইয়া যাহা যখন মনে আসিতেছে তাহাই বলিতেছি! আমাদের মধ্যে অলীক অবতারবাদ, অদ্ভুত গুরুব্রহ্মবাদ, শুষ্ক অদ্বৈতবাদ, এইরূপ নানা বাদানুবাদের তুমুল বাত্যা উঠিয়া ক্রমাগতই দিক্‌পরিবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় অগ্নি দীপালোক নহে যে, তাহা বাত্যার আঘাতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। কাষ্ঠের অভ্যন্তরে যেমন অগ্নি প্রচ্ছন্ন আছে, মনুষ্যের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তেমনি ব্রহ্মাগ্নি প্রচ্ছন্ন আছে। বাদানুবাদের ঝঞ্ঝাবাতে লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে ঘর্ষণ হইয়া দাবানলের ন্যায় সেই প্রসুপ্ত ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে তাহারই এই-সকল পূর্ব্ব-সূচনা। অতএব সহস্র বাত্যা উঠুক্ তাহাতে কোনো ভয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয়-গিরি তাহাতে তিলমাত্রও টলিবে না, এবং তাহার উন্নত শিখরে সত্যের মহিমান্বিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল যাহা নবোত্থান করিতেছে, তাহার সুবিমল আভা মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষুব্ধ অথবা ম্লান হইবে না।

কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশের অবস্থা অতি ভয়ানক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জন-সমাজের আদর্শভূত কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মনে নাস্তিক্য-বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা এক্ষণে আমাদের দেশে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে এবং প্রতি পল্লীতে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। তাহার প্রথম ফল মতিভ্রম; দ্বিতীয় ফল হৃদয়ের শুষ্কতা; তৃতীয় ফল স্বেচ্ছাচার; চতুর্থ ফল বিবাদ কলহ এবং সংসারের বিশৃঙ্খলতা; সমস্তই এক্ষণে আমাদের দেশে প্রকট ভাব ধারণ করিয়াছে। এই সকল বিপত্তি-সমূহের বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার অমোঘ উপায় আমাদের আপনাদেরই হস্তে রহিয়াছে কিন্তু তাহা আমরা দেখিতেছি না। সে উপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ ভূমিতে হিন্দুসমাজের মূলপত্তন করা। তাহা না করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা

পাইবার জন্য আমরা বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া অনর্থক কাল-হরণ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে, ঘোরতর নাস্তিক্য-বুদ্ধি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আমাদের সমাজ ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, আমাদের গৃহ ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, আমাদের শান্তি ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে; ইহা দেখিয়া আমরা প্রাণের উদ্বেগে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃত্রিম অবতারবাদ, হাস্যাস্পদ গুরু-ব্রহ্ম-বাদ, শুষ্ক অদ্বৈতবাদ এই সকল অনর্থ-রাশির শরণাপন্ন হইতেছি! আমরা দেখিতেছি না যে, যাহাদের আমরা আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেছি তাহারা আমাদের পুরাতন গৃহ-শত্রু—তাহারাই আমাদের দেশের অধঃপতনের মূল কারণ। তাহাদের সামর্থ্যই বা কতটুকু! নাস্তিক্য-বুদ্ধি একালের নানা প্রকার মর্ম্মভেদী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তোমাদের গৃহ আক্রমণ করিতেছে—তোমরা কি মনে কর যে, পৌরাণিক উপন্যাস-জল্পনা দ্বারা অথবা তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা তাহার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে? কখনই এরূপ দুরাশাকে মনে স্থান দিও না! নাস্তিক্য-বুদ্ধির সমস্ত দলবল ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে এক কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম! যেহেতু ব্রাহ্মধর্ম্মের হস্তে সত্যের মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং মহাভীষণ উদ্যত বজ্র রহিয়াছে। সত্যমেব জয়তে নানৃতং! সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনই না! যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সত্য তাহাকে স্বীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্য দ্বারা জয় করে; আর, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ ছল-কপটতায় পরিপূর্ণ, সত্য অবসর বুঝিয়া উদ্যত বজ্র দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের লৌহ কপাট ভেদ করিয়া তাহাকে জয় করে। বিষয়-মোহে হতচেতন ব্যক্তি যখন সুখ-শয্যায় শয়ান থাকে তখন সে আপাত-সুলভ ভ্রান্তি-মদে উন্মত্ত হইয়া মনে করিতে পারে যে সত্যও নাই সত্য-ধর্ম্মও নাই; কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন কালের পরিবর্ত্তনে জরা-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান হয়, অথবা দৈব-দুর্বিপাকে ধনজন সহায় সম্পত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, কিম্বা প্রবল ঝঞ্ঝা-বাতে সমুদ্রবক্ষে দোদুল্যমান হয়, তখন অন্তরতম বিশুদ্ধতম সত্যধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কোন কিছুতেই কোন ফল দর্শে না; তখন শূন্য-গর্ভ নাস্তিক্য বুদ্ধিও কোনো কার্য্যের হয় না—মনোরঞ্জন কৃত্রিম ধর্ম্মও কোনো কার্য্যের হয় না। মনুষ্য-হৃদয়ের সেই অন্তরতম এবং বিশুদ্ধতম সত্যধর্ম্ম যাহা সরল সাধু অন্তঃকরণের সুনির্ম্মলা শান্তি এবং কুটিল অসাধু অন্তঃকরণের মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত যেখানে মনুষ্যের আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেইখানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিবাস। কৃত্রিম কোনো প্রসঙ্গই সেখানকার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না।

অতএব আর ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইও না। বহুধা-বিচিত্র কল্পনা এবং জল্পনা ছাড়িয়া এক অদ্বিতীয় সত্য আদর্শের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোক ব্রহ্মা-বর্ত্তের পুরাতন ঋষিগণের প্রদর্শিত বিশুদ্ধতম সত্যগুলি কেমন আশ্চর্য্যরূপে আমাদের নেত্রপথে আনয়ন করিতেছে তাহা একবার অন্তরে অনুভব করিয়া দেখ—দেখিয়া সেই অনুপম সত্যগুলিকে ধ্যানের এবং জীবনের আদর্শ করিয়া যত্নের সহিত চিত্ত-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখ। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো

কোনো দূরতম নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে পোঁছিতে যুগযুগান্তর লাগে, এই জন্য সেরূপ একটি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে তাহার যুগযুগান্তর পূর্ব্বের অবস্থা দর্শকের নেত্র-পথে আবির্ভূত হয়; তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটি মহাবাক্য যুগযুগান্তরের ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মহত্তম এবং বিশুদ্ধতম আদর্শ আমাদের প্রত্যক্ষে আনয়ন করিতেছে। সেই সকল পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা সমুদায় বিশ্ব ভুবনের সমক্ষে মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেছেন যে,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল তোমরা শ্রবণ কর আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। তাঁহারা বলিতেছেন

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যিনি সমস্ত জানিতেছেন এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সমস্ত জানিতেছেন সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের এই সকল কথা যেমন সার-গর্ভ তেমনি সুস্পষ্ট—তাহার কোনো স্থানে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নাই—ছল চাতুরী নাই, দ্বিভাব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সকল আরণ্যক ঋষিদিগের প্রদর্শিত উচ্চতম আদর্শে যেমন আমাদিগকে জ্ঞান-নেত্র নিবিষ্ট করিতে বলেন, তেমনি সংসার-ক্ষেত্রে সেই আদর্শোচিত সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে বলেন। সংসারের প্রতি মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগের বিরোধী না হইয়া বরং আরো তাহার সহকারী এবং অভিব্যঞ্জক হয়, যদি মনুষ্য কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সহায় করিয়া ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে; কেবল যখন মনুষ্য ধর্ম্মের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় তখনি তাহার বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ এবং সংসারানুরাগ দুয়ের যোগ-ভঙ্গ হইয়া যায়। পৃথিবী যেমন স্বকীয় পরিধি হইতে বিচ্যুত হইলে তাহার কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ বিচেষ্টার যোগ-ভঙ্গ হইয়া গিয়া, হয় তাহা সূর্য্যমণ্ডলে নিপতিত হয়, নয় তাহা অনির্দ্দেশ্য আকাশ-পথে প্রধাবিত হয়; তেমনি মনুষ্য ধর্ম্মের পরিধি হইতে বিচ্যুত হইলে, হয় উচ্ছৃঙ্খল কামক্রোধাদির পথে বেগে প্রধাবিত হয়, নয় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হয়। এই উভয় সংকট হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার মানসে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন যে,

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন তত্ত্ব-জ্ঞানপরায়ণ হইবেন এবং যে যে কর্ম্ম করেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞান আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ সত্য-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমাত্মা আমাদের আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ চেতনের চেতন; হৃদয় বলিতেছে যে, যাঁহা হইতে

আমরা প্রতিক্ষণে প্রাণ পাইতেছি, চেতন পাইতেছি, জ্ঞান পাইতেছি, সেই প্রাণ সেই চেতন এবং সেই জ্ঞান দিয়া তাঁহার কার্য্য করিলে তবেই সে প্রাণ সার্থক হয়—সে চেতন সার্থক হয়—সে জ্ঞান সার্থক হয়; ধর্ম্ম বলিতেছে যে, তাহাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে আমাদের আপনাদেরই পুরাতন আচার্য্যদিগের কথা, আমাদের আপনাদেরই বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা, আমাদের আপনাদেরই অকৃত্রিম হৃদয়ের কথা, আমাদের আপনাদেরই অন্তরস্থিত ধর্ম্মের আদেশ শুনিতে বলিতেছেন—ঘুণাক্ষরেও আমাদিগকে পরের কথা শুনিতে বলিতেছেন না। আপনার অন্তরতম জ্ঞানের কথা, অকৃত্রিম হৃদয়ের কথা, এবং অন্তরস্থিত ধর্ম্মের আদেশ শুনিয়া চলার নামই স্বাধীনতা—প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধভাবে পরের কথা শুনিয়া চলার নামই পরাধীনতা। হে ভ্রাতৃগণ! দিব্যধামবাসী ব্রহ্মর্ষি আচার্য্যগণের অভয়বাণী এখনো কি তোমরা শুনিতে পাইতেছ না! অদ্যকার এই মঙ্গল উৎসবের গভীর অভ্যন্তরে স্থিরচিত্তে কাণ পাতিয়া শোনো তাঁহারা কি বলিতেছেন—

"প্রিয়তম আর্য্যভূমির সন্তানগণ! বাহিরের স্বাধীনতার জন্য চিন্তিত হইও না—ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অন্তরে স্বাধীন হও! যে সকল বল-গর্ব্বিত মনুষ্য বাহিরে স্বাধীন অন্তরে পরাধীন—যাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে কামক্রোধ লোভ মোহ মত্ততা পরশ্রী-কাতরতা এই সকল দুর্দ্দান্ত রিপুগণের দাসত্ব-শৃঙ্খল পৃথিবীময় শব্দায়মান হইতেছে—যাহারা স্বর্গীয় স্বাধীনতার নামে আসুরিক যথেচ্ছাচারের জয়পতাকা আকাশে উড্ডীয়মান করিতেছে, তাহাদের সে কৃত্রিম স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতারই যমক সহোদর—তাহা মনুষ্য-হৃদয়ে স্থান পাইবার অযোগ্য! "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" বিশুদ্ধ মানসে সত্য কথা বল, অব্যাকুলিত চিত্তে ধর্ম্ম আচরণ কর, তোমাদের এবং আমাদের চিরন্তন পিতামাতা এবং অন্তরতম সুহৃৎ পরমাত্মাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি কর এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য প্রাণ দিয়া সাধন কর, তাহা হইলেই তোমরা অন্তরস্থিত রিপুগণের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইবে—তাহা হইলেই তোমরা স্বর্গীয় স্বাধীনতার মুক্ত সমীরণ সেবন করিয়া মুক্তি যে কাহাকে বলে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।"

সর্ব্বলোক-হিতৈষী পুরাতন ব্রহ্মর্ষি আচার্য্যদিগের এইরূপ জ্ঞান-গর্ভ প্রাণের কথা এবং প্রাণগর্ভ জ্ঞানের কথা শুনিয়া আর কি আমরা নিদ্রিত থাকিতে পারি! অতএব উত্থান কর—জাগ্রত হও! আজিকের এই শুভ মাঘোৎসবে যেমন পরব্রহ্মের জয়-জয়রবে ভারতভূমির সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ গভীর আনন্দে প্রকম্পিত এবং লোমাঞ্চিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে যেমন আমাদের মৃতপ্রায় আশা ভরসা প্রাণ পাইয়া উঠিয়া আমাদের বিষাদাক্রান্ত মলিন মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে—এই শুভ অবসরে, হে ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণে এবং ব্রত পালনে কৃত-সংকল্প হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আত্মা হইতে সমস্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খল অপনয়ন করিতে আসিয়াছেন—আমাদের এই দীনহীন পরাধীন দেশে নব জীবন প্রদান করিতে আসিয়াছেন। পরম করুণাময় বিশ্বপিতার এমন অমোঘ প্রসাদ বারি কখনই প্রত্যাখ্যান করিও না—কখনই প্রত্যাখান করিও না। নিশ্চিত জানিও যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের

ন্যায় এমন অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু পৃথিবীতে আর আমাদের কেহই নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় এই প্রার্থনা করিলেন।

হে৷ ত্রিভুবননাথ! স্মরণে হয় আনন্দ! হে ত্রিভুবন-নাথ যতক্ষণ আমরা তোমাকে স্মরণ করি ততক্ষণই আনন্দ—ততক্ষণই জীবন, ততক্ষণই সুখ-শান্তি। অতএব এই পবিত্র উৎসবক্ষেত্রে আমি তোমার নিকটে অবনত মস্তকে প্রার্থনা করি, তুমি অনুক্ষণ আমার স্মরণ-মন্দিরে বিরাজ কর। আমি যেন ক্ষণমাত্রও তোমাকে বিস্মৃত না হই। কিন্তু আমার এমন কি পুণ্যবল—ধর্ম্মবল, যে তোমাকে সতত হৃদয়-মন্দিরে—স্মরণ-মন্দিরে ধরিয়া রাখিতে পারি। "এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ! তোমারে হৃদয়ে রাখিতে"। তথাপি মন প্রবোধ মানে না। স্মরণ-মন্দিরে তোমাকে দেখিতেই উৎসুক। এই যে তোমার জগৎরচনা, যাহাতে তোমার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িতেছে, আমি তাহা দেখিয়া তোমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে ভাল বাসি। তোমাকে স্মরণ করিবার এমন সহজ পথ আর নাই। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ—স্পৃহনীয় বিশদ চন্দ্রমা—রক্তবর্ণ সূর্য্যের উদয়াস্ত—দুর্ব্বাদলপূর্ণ শিশিরসিক্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর—কুসুমিত কানন—নয়নতৃপ্তিকর শতদল পদ্ম ও কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ কুসুম শোভিত হ্রদ দেখিয়া কত বারই বলিয়াছি, "কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী" জীবনে কতবারই এমনি সুখ ভোগ করিয়াছি। তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুখে সুখী করিও।

"ধরণী পরে ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা" আমি যেন সেই মোহন মধু শোভা দেখিতে দেখিতেই, তোমার চরণে আমার এই চক্ষুদ্বয়রূপ প্রস্রবণ প্রমুক্ত করিয়া দিতে পারি। এই প্রকারে তোমার রচিত প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতেই তোমাকে দেখা অভ্যাস হয় বটে, কিন্তু শেষে আত্মা তোমার দর্শন রূপ মদিরা পানে কেমনি বিভোর হইয়া পড়ে, যে, সে, যে প্রকৃতির সাহায্যে তোমাকে লাভ করে, তাহাকেই ভুলিয়া যায়। বাহিরের সব শোভা তখন তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন হয়। সে তখন বাহিরের শোভার দ্বার দিয়া শোভার আকরস্থানে উপনীত হয়। সেখানে সে যাহা দেখে, তাহা বাক্যাতীত, যাহা শুনে তাহা প্রকাশ করিবার কোন উপায় নাই। ভগবৎভক্ত ঋষিরা এই রূপই বলিয়া থাকেন। আমি দীন হীন, তথাপি আমার ইচ্ছা হয়, তুমি আমাকে সেই দেশ কালের অতীত স্ব-স্বরূপে লইয়া যাও। সেখানে যাইয়া যাহা কখন দেখি নাই তাহা দেখিব, যাহা কখন অনুভব করি নাই তাহা করিব। তোমার প্রেমে বিভোর হইয়া তোমাতে ডুবিয়া থাকিব। এই আশাতেই আত্মা ব্যাকুল হইতেছে। এখানে আমি দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ। রোগে শোকে পাপে তাপে জীর্ণ। তুমি আমাকে রোগ শোক পাপ তাপ ও বিপদের তাড়না হইতে রক্ষা কর। আমি অতি দুর্ব্বল। আপন বলে কিছুই করিতে পারি না। তুমি হৃদয়মন্দিরে অনুক্ষণ দর্শন দেও তাহা হইলেই আমার সকল বল উপস্থিত হইবে। হে অনাথনাথ! তোমার দুর্ব্বল সন্তানের কাতরোক্তি শ্রবণ কর।

"দরশন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি।

রোগে আতুর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে"।

নাথ! তুমি আমাকে এমন করিয়া দেখা দেও, যাহাতে তোমার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাব আমার আত্মায় চির দিনের জন্য অঙ্কিত হয়। পাপের মোহন রূপ আর যেন আমাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার পথে লইয়া যাইতে না পারে। তোমার প্রেমের আলো আমার হৃদয়ে এমন করিয়া অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেও, যাহাতে আমি সকল মনুষ্যকে ভাল বাসিতে পারি, এবং জীবমাত্রকেই দয়া করিতে ক্ষমবান হই। নিষ্ঠুরতা যেন একবারেই আমার প্রকৃতিতে না থাকে। তুমি আমার বাক্যকে সত্য ও মধুর করিয়া দাও যাহাতে কাহারও হৃদয়ে আঘাৎ বোধ না হয়, এবং আমার কার্য্যকে তোমার ইচ্ছার অনুমোদিত কর। আমার ভ্রম প্রমাদ তুমি দেখাইয়া দেও। উদ্বেগ ও অশান্তি একবারেই মন হইতে দূর কর। এ সংসার এ শিক্ষার স্থান অতি ভীষণ, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই, কিন্তু আমি যেন না ভুলি, যে এখানে আমি আপনা আপনি আসি নাই, তুমিই আমাকে আনিয়াছ;—তুমিই আমার আশ্রয়দাতা—তুমিই আমার পিতা, আর আমি তোমার স্নেহের আস্পদ পুত্র। পিতার ন্যায় তুমি আমাকে রক্ষা কর। তোমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তুমি সহস্র দণ্ড দেও, কিন্তু কখন আমাকে পরিত্যাগ করিও না। অনুগত পুত্র পিতার আদেশ পালন করিয়া যেমন তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সুখী হয়, আমি যেন তেমনি তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া সর্ব্বক্ষণ তোমার প্রসন্ন বদন দেখিয়া সুখী হইতে পারি। একেত এই পৃথিবী রোগে শোকে দুঃখ তাপে ও শত্রুর কঠিন আচরণে পূর্ণ, তাহার মধ্যে যদি তোমার প্রসন্ন মুখ না দেখিতে পাই; তবে আর কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব? আমার কর্ণ বজ্রসম কঠিন কথায় আহত হইয়াছে, তুমি দুইটা মিষ্ট কথা বল, আমার দুঃখ দূর হউক। আমার হৃদয় মর্ম্মান্তিক আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, দয়া করিয়া তোমার পাদ-পদ্ম ইহাতে স্থাপন কর, যাহাতে ইহা পুনর্ব্বার তোমার সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে সতেজ ও সবল হইবে। আমার নয়নপ্রান্তে যে অশ্রুবারি দেখা দিয়াছে, তাহা তুমি মঙ্গল হস্তে মার্জ্জনা কর। আমি তোমার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমাকে সম্যক রূপে রক্ষা কর। আমি সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে অক্ষম, তুমি আমাকে বল দাও। আমি তোমার বলে বলী হই। তুমি আমাকে তোমার অক্ষয় কবচে আবৃত কর, এমন বল কার আছে, যে সে কবচ ভেদ করিতে পারে? তুমি আমাকে তোমার অভয় মূর্ত্তি দেখাও, আমি নির্ভয় হই। তুমি আমাকে তোমার আনন্দরূপমমৃতং রূপ সর্ব্বক্ষণ দেখাও। যেন জীবন মরণে ইহলোকে ও পরলোকে ঐরূপ দেখিতে পাই। এই ভিক্ষা তুমি আমাকে দাও। হে জগৎগুরু, কবে সে শুভদিন উপস্থিত হইবে, যে দিন তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে।

কবে নিশাবসান হইবা মাত্র প্রতি দম্পতী "আমরা তোমার কুমার, কুমারী, তুমি হরি সব সুখদাতা" বলিয়া অশ্রু জলে তোমার চরণ পূজা করিবে। কবে তোমার "বিগত-বিবাদং" নামের প্রভাবে ভারতের গৃহস্থের গৃহ ইহতে বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হইবে। পূর্ব্বকালের

ঋষিদিগের আশ্রম যেমন প্রতি প্রাতে প্রতি সন্ধ্যা সমাগমে বেদগানে পূর্ণ হইত, আমাদিগের আবাস-গৃহ কবে সেই প্রকার তোমার পূজার্চ্চনা ও নাম গানের সুগন্ধে পূর্ণ হইবে। কবে সকলে তোমার অনিমিষ প্রেমপূর্ণ আঁখির উপর আপন আপন ভক্তিপূর্ণ চক্ষুঃস্থাপন করিয়া ইহ জীবনেই মুক্তির আভাস প্রাপ্ত হইবে—সেই শুভদিন তুমি শীঘ্র আনিয়া দাও। কৃপানাথ! আজ শুভ দিনে শুভক্ষণে তোমার নিকটে আমার এই প্রার্থনা, এই কামনা, তুমি কৃপা করিয়া আমার নির্ম্মলতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদগান।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ১॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই॥ ১॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ২॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না; ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ॥ ২॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। সকারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৩॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইহাঁর কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই॥ ৩॥

এষদেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তোয় এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥৪॥

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদগত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন॥ ৪॥

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল ফেরতা।

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে;
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরি গুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা;
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব;
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল
শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি মর্ম্মর পল্লব পুঞ্জে;
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে;
তব স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-লোভন
শ্যাম সভাতল মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে;
তোমার নিশ্বাস-সুখপরশে উচ্ছ্বাস হরষে
পল্লবিত মঞ্জরিত গুঞ্জরিত উল্লসিত
সুন্দর ধরা;—
দিকে দিকে তব বাণী,
নব নব তব গাথা,
অবিরল রসধারা॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে
শান্তিসদন সাধন-ধন
দেব-দেব হে!
সর্ব্বলোক পরমশরণ,
সকল মোহ কলুষ হরণ,
দুঃখ তাপ বিঘ্ন তরণ
শোক-শান্ত স্নিগ্ধচরণ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ
বিশ্বভূপ হে।
হৃদয়নন্দ পূর্ণইন্দু,
তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু,
করুণালয় ভক্তবন্ধু॥
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে
বিকশিতদল চিত্তকমল
হৃদয় দেব হে!

পুণ্যজ্যোতি পূর্ণ গগন,
মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন,
ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন।
এস এস শূন্য জীবনে!
মিটাও আশ সব তিয়াষ
অমৃত প্লাবনে!
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ,
শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ,
পুণ্য হোক্ সকল গেহ।

ব্রাহ্মসম্মিলন সভা।

বিগত ১৪ই মাঘ সোমবার ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ব্রাহ্ম সাধারণ তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে সমবেত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মসংখ্যা ৪০০। ৫০০ হইয়াছিল। প্রাতে ৭॥ টার সময় সংকীর্ত্তন হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। ৮টার সময় পূজ্যপাদ মহর্ষি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা-হেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি সভাস্থ সকলকে সাদর আহ্বান জানাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি তদনুসারে নিম্নোক্ত বেদমন্ত্রে সকলকে প্রীত হৃদয়ে আহ্বান করিলেন—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥"

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জানো। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন—তোমরাও সেইরূপ একমত হও।

পরে খ্যাতনামা বাগ্মী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উঠিয়া বলিলেন,'যদিও ব্রাহ্মগণ নানাদলে বিভক্ত,তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যস্থল এমন অনেক আছে যাহা অবলম্বনে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইতে পারেন। বিশেষতঃ যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য সকলেরই যত্ন করা আবশ্যক। বিগত ৮। ১০ বৎসর হইতে এইরূপ সম্মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে,এবং তাহা হইতে ব্রাহ্মেরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক বলিতে হইবে'। পরে যাঁহার আদর্শ জীবনের সুদৃষ্টান্তে ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিতেছেন, সেই মহর্ষির দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া প্রতাপ বাবু উপবেশন করিলে সত্যং জ্ঞানমনন্তং এই পুরাতন পবিত্র বেদমন্ত্রে পূজ্যপাদ মহর্ষি ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করিলেন। মহর্ষির কণ্ঠে সকল কণ্ঠ মিলিত হইলে উপাসনার উচ্ছ্বাস ঈশ্বরের পদতল স্পর্শ করিল। সত্যং জ্ঞানমনন্তং এই শ্লোকের বাঙ্গালা অর্থ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠ করিলেন। আবার সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ং তিনটি মন্ত্র সমস্বরে পঠিত হইল। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাহার বাঙ্গালা অর্থ পড়িলেন। আবার "নমস্তে সতে তে" এই পবিত্র স্তোত্রে ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার অর্থ পড়িলেন। পরে অসতোমা সদ্গময় এই প্রার্থনা অর্থসহিত সমবেত-কণ্ঠে পঠিত হইয়া উপাসনা শেষ হইল।

পরে শ্রীমন্মহর্ষি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমার শরীরে বল নাই, কণ্ঠস্বরে তেজ নাই, আমার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলিবার ভারার্পণ করিলাম। অনন্তর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের এই আশীর্ব্বাদ পাঠ করিলেন।

ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ সাধন করুন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কুশলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিনান্তে নিশান্তে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার নিকটে অনুক্ষণ শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর—তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ;" তাঁহাকে ভয় কর, তবে আর লোকের ভয় থাকিবে না। "রসো বৈ সঃ," তিনি স্নেহের আকর,

প্রেমের সাগর—তাঁহাকে প্রীতি কর; তাহা হইলে সকলের প্রিয় হইবে। বিপদে পড়িয়া,রোগে শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমাদের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। পাপে পতিত হইলে সেই পতিতপাবনের নিকটে সন্তপ্ত-চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর—এমন কর্ম্ম আর করিব না, এই কথা মনের সহিত বল—তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সম্পদের হিল্লোলে বিচরণ করিবে, তখন তাঁহাকে ভুলিও না। সেই সময়ে তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হউক। তাহা হইলে আপনার ক্ষমতার প্রতি আর অভিমান থাকিবে না। ঈশ্বর তোমাদিগকে ইহলোকে সুমতি ও পরলোকে সুগতি প্রদান করুন। তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমাদের প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাড়ে আটটার সময় কার্য্য শেষ হইয়া গেল। সভাস্থল হইতে মহর্ষির যাইবার সময় সকলে দাঁড়াইয়া আগ্রহের সহিত চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অশীতিপর বাক্যত মহর্ষি আপনার অন্তর্নিহিত উৎসাহ আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, অনুরাগের অগ্নি চারিদিকে প্রজ্বলিত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন 'যৌবনে আমি যে বিপুল উদ্যমের সহিত সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি তোমাদিগকে দেখিয়া আমার এই বৃদ্ধ শরীরে সেই যৌবনের বল আবির্ভূত হইল'। পরে তিনি অভিনন্দিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলে সাদরে ব্রাহ্মগণের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই দিনের উৎসবের অবসান হইল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৩২৸/৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৩৮৶৯
সমষ্টি	৩২৭১ /৬
ব্যয় ...	২২৩॥৵৩
স্থিত	৩০৪৭।৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৯৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	২৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
এককালীন দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১২৫৲
	১৬৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৸৵০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক ঐ	২৲
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ	৩৲
" " গোবিন্দকুমার চৌধুরী ঐ	৩৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহিল রায়গঞ্জ	৬৸০
" " ভি, রায় সন্দীপ	৩।৵০
" " রামচন্দ্র মৌলিক বেনারস	৩।৵০
" " প্রসন্নচন্দ্র গুহ কুমিল্লা	৬৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ বেনারস	।৵০
	২৮৸৵০
পুস্তকালয়	৵০
যন্ত্রালয়	৩৪।/৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	॥০
সমষ্টি	২৩২৸/৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৭০।৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৩৻৬
পুস্তকালয় ...	৩৭॥৶৬
যন্ত্রালয় ..	৮২॥/৬
সমষ্টি	২২৩॥৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬৩২ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে
গার্হস্থ্য ব্রহ্মোপাসনার সময়

আচার্য্যের উপদেশ।

১৬ অগ্রহায়ণ। রবিবার।

মনুষ্য একদিকে যেমন ভৌতিক রাজ্যে বাস করে, আর এক দিকে তেমনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস করে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধ-সূত্রে মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব নিবদ্ধ হয় এবং সেই সম্বন্ধ-সূত্রে মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য নিয়মিত হয়। আমরা যখন ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় রাজ্যেই বাস করিতেছি তখন উভয়ের কাহার সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের জানা উচিত যে, ভৌতিক রাজ্যের সহিত আমাদের ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সহিত আমাদের চিরস্থায়ী সম্বন্ধ; ভৌতিক রাজ্য আমাদের অতিবাহনের পথ, আধ্যাত্মিক রাজ্য আমাদের গম্য স্থান; আমরা ভৌতিক রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছি কেবল শিক্ষার জন্য, নানা অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া দৃঢ় হইবার জন্য, কিন্তু আমরা ভৌতিক রাজ্যের প্রজা নহি—আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যেরই প্রজা। বিশ্বভুবনের অধিপতি পরমেশ্বরই আমাদের রাজা এবং তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। পরমাত্মা কেবল আমাদের রাজা নহেন—তিনি আমাদের পরম পিতা পরম মাতা এবং অন্তরের অন্তরতম পরম সখা। আমাদের জানা উচিত যে, আমরা পৃথিবীর বুদ্বুদ্ নহি—কিন্তু অবিনাশী আত্মা—আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার পুত্র, তাঁহার প্রেমের আস্পদ, এবং তাঁহার অমৃতের অধিকারী; ইহা জানিয়া আমাদের কত না কর্ত্তব্য যে, আমরা আত্মাকে সর্ব্বদা স্বচ্ছ নির্ম্মল এবং পরিশুদ্ধ রাখি।

ভৌতিক রাজ্য আমাদের চির নিবাসের স্থান নহে কিন্তু শিক্ষার স্থান ইহা যখন সুনিশ্চিত তখন যাহাতে আমাদের মন যথেচ্ছাচারের পথে ধাবমান না হয়, এই উদ্দেশে আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য

যে, আমরা সুবিবেচনা পূর্ব্বক কোনো একটা সৎকার্য্য মনোনীত করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক তাহাতে নিযুক্ত থাকি। দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্যকে পাঁচ অবয়বে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম সংসারনির্ব্বাহ কার্য্য, দ্বিতীয় পরোপকার সাধন, তৃতীয় জ্ঞানোপার্জ্জন, চতুর্থ চিত্তবিনোদন, পঞ্চম ঈশ্বরারাধনা। সংসার নির্ব্বাহ পরোপকার সাধন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন এই তিনটি গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্যের সঙ্গে চিত্তবিনোদন কার্য্যের যোগ রহিয়াছে বলিয়া তাহাও কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া ধর্ত্তব্য; কেননা চিত্ত-বিনোদন দ্বারা মনের ক্লান্তি দূর হইলে মন অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্যের ভারবহনে সমুচিত সক্ষম হয়। চিত্তবিনোদনের প্রশস্ত উপায় সৎসঙ্গ সদালাপ সদ্ভাবপূর্ণ পুস্তক পাঠ, সঙ্গীতাদি কোনো প্রকার কলা-বিদ্যার চর্চ্চা; যাহাতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রীতিমত পরিচালিত হয় সেইরূপ কোনো প্রকার ক্রীড়া অথবা ব্যায়াম। যাঁহার যেরূপ সাংসারিক অবস্থা তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ দৈনিক সংসার কার্য্য এবং পরোপকার কার্য্য মনোনীত করিবেন; এবং যাঁহার যেরূপ শরীর মনের প্রকৃতি তিনি তদনুরূপ বিশুদ্ধ চিত্তবিনোদন কার্য্য মনোনীত করিবেন, এবং মনোনীত করিয়া তাহাতে নিয়ম পূর্ব্বক নিযুক্ত থাকিবেন। এইরূপ ভৌতিক রাজ্য এবং আধ্যাত্মিক রাজ্য দুইকে একতানে মিলাইয়া চলা অতিশয় কঠিন কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহাতে তাহার কাঠিন্য দূরীভূত হইতে পারে তাহার উপায় আছে—সে উপায় ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের আত্মাকে ভক্তিরসে আর্দ্র করে, জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করে এবং পুণ্যবলে বলীয়ান্ করে। বসন্তের আগমন হইলে যেমন বৃক্ষলতা সরস এবং সতেজ হইয়া উঠে, ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি নিপতিত হইলে তেমনি মনুষ্যের আত্মাতে নব জীবনের সঞ্চার হয়; জীবন-সঞ্চার হইলে উৎসাহানল প্রদীপ্ত হয়, উৎসাহানল প্রদীপ্ত হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের কঠিনতার অনেক পরিমাণে লাঘব হয়।

হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমরা সংসারের সুখ দুঃখে মুহ্যমান না হইয়া তোমার আদিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য প্রাণপণে সাধন করিতে পারি, এবং যাহাতে আমরা সংসারের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমার অমৃত নিকেতনে উত্থান করিতে পারি আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসাদবারি বর্ষণ কর; আমাদের তাপিত অন্তঃকরণ শীতল করিয়া আত্মাতে অধিষ্ঠান কর, তোমার নিকটে এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের গৃহে দীক্ষা।

গত ২৬শে ফাল্গুন রবিবার দিবসে মহর্ষিদেবের পারিবারিক ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমান্ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর দীক্ষা সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘণ্টার সময়ে নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গ মন্দিরস্থ বেদীর চতুস্পার্শ্বে উপবেশন করিলে আচার্য্যগণ বেদীগ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে উদ্বোধিত করিয়া তুলেন। তদনন্তর যথাপদ্ধতি ব্রহ্মোপাসনা,ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ,ও ব্যাখ্যান শেষ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় পদ্ধতি-লিখিত

বাক্যানুসারে দীক্ষার্থীকে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের নিজ মুখেরই বাণী। দীক্ষা শেষ হইলে উপাচার্য্য মহাশয় একখানি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হস্তে লইয়া দীক্ষার্থীকে প্রদানকালে বলিলেন—"এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ, ইহা তুমি গ্রহণ কর। ইহা তোমার চিরজীবনের সঙ্গী হইবে। গৃহে পরিবারের মধ্যে স্বদেশে, বা বিদেশে যেখানেই থাক, সকল স্থানেই ইহা তোমার সঙ্গী। ধর্ম্মপথে বিচরণ কর বা সংসারপথেই বিচরণ কর তাহার প্রত্যেক সঙ্কট সন্দেহ স্থলে এই গ্রন্থই তোমার উপদেষ্টা। যখন সংসারে কোন বিপদে পতিত হইবে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, তাহা হইলে তিনি তোমাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। যখন সম্পদ্ লাভ করিবে তখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবে তাহা হইলে সেই সম্পদ্ তোমার অক্ষয় সম্পদ্ হইবে ও তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইবে।"

পরম ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮ বৎসর পূর্ব্বে যে মরি-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কথাপ্রসঙ্গে তদ্বিবরণ তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। বোধ করি আমার ন্যায় ইহা পাঠকবর্গের তৃপ্তিকর হইবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

মরি-ভ্রমণ।

১৭৮৯ শকের ১৮ই পৌষ কর্ম্মকার্য্য ফেলিয়া দিয়া অনুরাগের সহিত পশ্চিমাঞ্চলভ্রমণে বাহির হইলাম। কোথায় যাইব, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। কারাবদ্ধ বন্দী মুক্ত হইলে যেমন আনন্দ লাভ করে, আমিও তেমনি উৎসাহের সহিত গৃহ ছাড়িলাম। সঙ্গে দুইজন চাকর ছিল; একজন পঞ্জাবী শিক—নাম গৌরসিং, অপরের নাম কাশীসিং—সে উড়িয়া ছত্রি। তখন কেবল দিল্লী পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল।

দিল্লীতে আসিয়া নাবিয়া দেখি, ডাকের গাড়ি ভিন্ন আর উপায় নাই। তাহাতেই চড়িলাম। এখন আমার লক্ষ্য পঞ্জাবের দিকে। যে গাড়িতে শতদ্রুর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম, তাহার ঘোড়া ভাল ছিল না। ঘোড়ার দোষে গাড়িখানি হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছিল। মনে করিতেছিলাম, গাড়ি পড়িবে না পড়িবে না; কিন্তু সত্য সত্যই গাড়ি কাত হইয়া ভূমিতে পড়িল। আমি গাড়ির পানিলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চালককে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম "আমাকে ফেলিয়া দিলি—শরীরে কত আঘাত লাগিল—নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে"। সে মনে করিয়াছিল, গাড়িচাপা পড়িয়া আমার প্রাণটা বাহির হইয়া গিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া বলিল "বাঁচা তো"। আমার চাকর নিকটের কুয়া হইতে জল আনিয়া দিল। আমি নাক ধুইয়া ফেলিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। নিকটে পান্থশালা দেখিয়া আমি সেখানে রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার ডাকগাড়িতে উঠিলাম। শতদ্রুর প্রকাণ্ড সেতুর উপর দিয়া গাড়ি চলিল। নীচে চাহিয়া দেখি স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে। অতবড় পুল পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছিল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাতের বিচিত্র শব্দে মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইতেছিল।

তাহার পরে বিপাসা নদীর নিকটস্থ পান্থশালায় পৌঁছিলাম। সেখানে আহারাদি করিয়া বেলা ৪টার সময় আবার গাড়িতে উঠিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; বড় অধিক দূর যাই নাই; অকস্মাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। নদীর কূল দিয়া রাস্তা। বালি উড়িয়া একেবারে বালির মেঘ হইয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল। সম্মুখে আর কিছু দেখা যায় না। বালিতে নাক মুখ ভরিয়া গেল। গাড়ি চলা ভার হইল। কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব ঠিক পাইলাম না। একটু অগ্রসর হইয়াই আড্ডা পাইলাম। একটা দোতালা বাড়ি দেখিয়া গাড়ি হইতে নাবিলাম। সেখানে রাত্রিবাস করিলাম। রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল। ঝড় থামিলেই আবার গাড়িতে চড়িলাম।

এইরূপে পান্থশালা হইতে পান্থশালায় গিয়া ক্রমে অমৃতসরে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে যখন আমি সিমলায় যাই, তখন এই অমৃতসরে সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর কিনারায় একটি পুরাতন ভগ্নগৃহে কয়েক দিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। অমৃতসরে পৌঁছিয়াই আমি সেই ভালবাসার ঘর অন্বেষণে চলিলাম।

জল-প্রণালীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি সে ঘরও নাই, বাড়ীও নাই। তাহার একটি চিহ্নও পাইলাম না। সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে, তাহারই এই নিদর্শন!

বিষন্ন হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাস্তার ধারে একতালা একটি কুঠারি ভাড়া লইলাম। পথের পথিক হইয়া পথের ধূলির মধ্যে, সেই ছোট ঘরে উদাসীন ভাবে উৎসাহের সহিত থাকিলাম। উদাসীন ভাবে থাকিতে আমার যে কি আনন্দ হয়, তাহা মুখে বলিতে পারি না। সে ঘর রাস্তা হইতে বড় উচ্চ নয়। অপরিচিত পথিকেরা আসিয়া পরিচিতের ন্যায় আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার মধ্যে এক জনকে হাফেজের অনুরাগী পাইয়া আমিও অনুরাগে মত্ত হইলাম। সে আমাকে আর ছাড়ে না। সে আমার সহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠিল।

এইরূপে দিন কাটিয়া যায়, একদিন লাহোর ব্রাহ্মসমাজ হইতে শিবচন্দ্র বাবু নামে এক জন ব্রাহ্ম আসিয়া বলিলেন, আপনি এখানে আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া সেখানকার ব্রাহ্মেরা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনাকে লাহোর যাইতে হইবে। আমি তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া লাহোর যাত্রা করিলাম। বাবু নবীনচন্দ্র রায় পূর্ব্ব হইতে আনারকালীতে প্রশস্ত রাস্তার ধারে আমার বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিলে ব্রাহ্মেরা আসিয়া অনুরাগের সহিত আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। লাহোরে থাকিতে আমাকে একদিন হিন্দিভাষায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

ব্রাহ্মেরা সেখান হইতে এক বাগা-

নের ভিতরে আমাকে স্থান দিলেন। বাগানে চারিদিকে লেবু গাছ, মধ্যে থাকিবার ঘর। সঙ্গে কেবল মাত্র দুই জন চাকর; কেবা রাঁধিয়া দেয়। যে শক্ত রুটি প্রস্তুত হইত, তাহা খাইয়া আমার উদরাময় জন্মিল। ম্যালেরিয়াও আক্রমণ করিল। ব্রাহ্মেরা এক জন মুসলমান ডাক্তারকে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া আমাকে দেখিয়া গেলেন। তাঁহার ঔষধ খাইলাম না। হরীতকী চূর্ণ আমার নিজের ঔষধ, তাহাই সেবন করিলাম। পরদিন যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত নির্গত হইল। দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম, বাতাস না পাইয়া দোতালায় উঠিলাম। সেখানে রৌদ্রের বড়ই উত্তাপ পাইলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল। পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। সংবাদ পাইবামাত্র দুইজন ব্রাহ্ম আসিলেন, এবং আমাকে ইক্ষুদণ্ড খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শুশ্রূষায় আমার চেতনা আসিল।

শরীরের এইত অবস্থা। পরদিন ভাবিতেছি এ অবস্থায় কোথায় যাই। পাচক সঙ্গে নাই। বৈশাখের রৌদ্রে কেমন করিয়াই বা বাটী ফিরি। ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলাম। কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। হৃদয় বলিয়া উঠিল "মরি চলিয়া যাও"। ঈশ্বর-প্রেরিত সেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আমি মরি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। দুই প্রহরের সময় সেখানকার ব্রাহ্মিকারা আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমার শরীর খুব দুর্ব্বল, কথা কহিবার বড় সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি করিবেন, আমি বলিলাম মরি যাইব স্থির করিয়াছি; আজই বাহির হইব। তাঁহারা চলিয়া গেলে, নবীন বাবু ও কতকগুলি ব্রাহ্ম আসিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, আজ মরি যাইব, গাড়ি আনাইয়া দিন। তাঁহারা গৌরসিংএর দ্বারা একখানা ডাকের গাড়ি আনাইলেন। নবীন বাবু বলিলেন, পথে খাইবেন কি? তিনি দুই বোতল আনারের সরবত দিলেন। গাড়ি আসিলে, দুইটা বড় ট্রঙ্ক গাড়ির ছাদে উঠাইয়া দিয়া, আহারের সম্বল আনারের সরবৎ লইয়া গাড়িতে উঠিলাম। চাকর দুইজন ছাদে বসিল। ব্রাহ্মেরা আমার নিবারণ সত্ত্বেও ঘোড়া খুলিয়া দিয়া আপনারাই গাড়ি টানিয়া চলিলেন। আমি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া দিলাম। গাড়োয়ান ঘোড়া যুড়িয়া গাড়ি চালাইতে লাগিল।

খানিক যাইয়া দেখি, গাড়ি হেল্‌তে দুল্‌তে চলেছে; গাড়ি ভারি কম মজবুদ। উপরে শিখ গৌরসিং, খুব বলবান্; দুইটা ভারি ভারি ট্রঙ্ক; গাড়ির ছাদ ভেঙ্গে যদি মাথায় পড়ে, রক্ষা নাই। বড় ভয় হইতে লাগিল। এইরূপে চলিতে চলিতে একটা ডাক বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। মনে হল যেন বাঁচিলাম। সেখানে আহারাদি করিয়া আবার সেই গাড়ি চড়ে বাহির হইলাম। ক্রমে ঝিলাম আসিয়া পৌঁছিলাম। গৌরসিংএর বাটী এইখানে। সে গাড়ি থামাইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া আনিল, এবং আমাকে দেখাইয়া দিয়া প্রীতি পাইল।

এইরূপে রাউলপিণ্ডি আসিলাম। রাউলপিণ্ডি মরির উপত্যকা। রাস্তা সেখান হইতে উচু নীচু হয়ে উঠেছে। সঙ্কটের নিদর্শন—গাড়ীর চাকাভাঙ্গা রাস্তার উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। তাহা দেখে ভীত হইলাম। ভাবিলাম যদি এই ভাঙ্গা

গাড়ির চাকা ভেঙ্গে পড়ে যাই, তাহা হইলে আমার কি হবে। ঈশ্বর-কৃপায় এ সকল বিবিধ সঙ্কট অতিক্রম করিয়া নিরাপদে একটা ডাক বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। পৌঁছিবামাত্র তথাকার ভদ্র বাঙ্গালিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথকষ্টে ও শরীরের পীড়া ও যাতনা উপলক্ষে আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না। দ্বারিক বাবু নামে একটি ভদ্র লোক আমার বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। বাসার জন্য তিনি এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে এক পার্সীর নিকট গেলেন, এবং তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার বাগান আমায় থাকিবার জন্য দিলেন।

আমি সেই বাগানেই রহিলাম। এক পঞ্জাবী ডাক্তার আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, দুধই আমার আহার হয়েছে, সে দুধ ভাল হজম হয় না। যাহাতে দুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারি, আপনি আমাকে এরূপ ঔষধ দিন। তাঁহার ঔষধে আমার কথঞ্চিৎ উপকার হইল। আমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। রাত্রে শুইবার সময় বোধ হইত যে কাল আর উঠিতে পারিব না।

পরদিন দ্বারিক বাবু আসিলে বলিলাম, যে আমি মরি যাইব। তিনি বলিলেন, মরিতে এখনও হাট বাজার বসে নাই; কোথায় থাকিবেন। আমি মরি যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অগত্যা তিনি দুইখানি ডুলি আনাইয়া দিলেন। একখানিতে আমি চলিলাম। অপর খানিতে আমার মালামাল চলিল। ভৃত্য দুইটি হাঁটিয়া চলিল। তিন দিনের পর কষ্টে কষ্টে মরিতে পৌঁছিলাম। মরি ৭৫০০ ফুট উচ্চ। কাহারেরা বলিল কোথায় যাইবেন। আমি বলিলাম, সাহেবেরা যেখানে নামে, সেখানে লইয়া চল। তাহারা প্রকাণ্ড একটা বাটীতে লইয়া গেল। বাড়িটি একেবারে জনশূন্য, একপ্রাণীও ছিল না। আমি বলিলাম এখানে কেন? যে বাঙ্গালায় লোকজন এসে রয়েছে, এমন স্থানে লইয়া চল। তাহারা আমাকে একটা বাঙ্গালায় লইয়া গেল। সেখানকার লোকেরা আসিয়া বলিল এটা Club house, এতো পথিকদের থাকিবার জায়গা নয়। সুতরাং সেখানেও স্থান পাইলাম না। আমি বলিলাম যেখানে প্রথমে গিয়াছিলে, সেইখানেই ফিরিয়া চল। তাহারা বিরক্ত হইয়া সেইখানেই ফিরিয়া গেল; বলিতে লাগিল আমরা আর ঘুরিতে পারি না। তাহারা আমার ডুলি সেই বাটীর সম্মুখে এক গাছতলায় রাখিল। উপরে দেখি মেঘ ক্রমে ক্রমে জমূচে। সেখানে মেঘ জমিতেও বৃষ্টি হইতে বড় বিলম্ব হয় না। আমার ভয় হইল, এখন কোথায় যাই। বাহকদিগকে বলিলাম আমাকে ভিতরে লইয়া চল। তাহারা বারাণ্ডায় ডুলি রাখিল। নামিয়া গৃহটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। তাহার এক কুঠারি পছন্দ করিয়া ডুলিওলাকে বলিলাম, যে ডুলি হইতে বিছানা উঠাইয়া দেয়ালের দিকে পাতিয়া দেও, যে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিতে পারি। তাহারা তাহাই করিল। পরক্ষণে তাড়াতাড়ি ডুলি লইয়া পলাইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চাকরেরা তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। সাসির ভিতর দিয়া দেখি বাহিরে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। বড় বড় বৃক্ষের পত্র-

শূন্য ডাল সকল খুব দুলিতেছে। বড় বড় শিলা সাসির উপর পড়িতেছে, যেন ভাঙ্গিয়া ফেল্‌বে; কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। ভাবিলাম আসিতে একটু বিলম্ব হইলে প্রখর শিলাবৃষ্টিতে ডুলির মধ্যে আজই প্রাণ বাহির হইত।

দেখি যে চাকর দুইটি কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া পৌঁছিল। শীতেতে বৃষ্টিতে শিলার তাড়নায় তাহাদের দুরবস্থার অবধি ছিল না। তাহারা কাপড় নিংড়ে ফেলে আমার নিকট এসে দাঁড়াল। গৌরসিংকে বলিলাম, এ হোটেলের কি চাকর কি দরোয়ান নাই; যদি কাহাকে পাও ডাকিয়া আন। সে একজন চৌকীদারকে আনিল। আমি তাহাকে ঘরের আসবাব বাহির করিয়া দিতে বলিলাম। সে বলিল মনিবের হুকুম না দেখাইলে আমি কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিই। আমি বলিলাম আমার কথায় তুই যদি আসবাব বাহির করিয়া না দিস্ এবং তোর মনিব যদি একথা শুনেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তোকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করিবেন। ভয় পেয়ে সে একখানা চারপাই বাহির করিয়া দিল। আমি তাহাতে আমার বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সেই রাত্রে গৌরসিং আমাকে একখানা রুটি ও জল আনিয়া দিল। আমি সেই শক্ত রুটি ও মরির সেই বরফগলা ঠাণ্ডা জল কিছুই খাইতে পারিলাম না। অনাহারে রাত্রি যাপন হইল। সকালে দুগ্ধ আনিবার জন্য গৌরসিংকে পাঠাইলাম। সে বাহির হইল, আমিও তাহার আসিবার প্রতীক্ষায় ঘণ্টা শুনিতে লাগিলাম। ৮টা বেজে গেল, তবু গৌরসিংহের দেখা নাই। সেই ৮ ঘণ্টা যেন আট দিন বোধ হতে লাগিল। ৯টার সময় গৌরসিং মহিষের দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত হইল। পান করিয়া দেখি তাহাও আবার জলমিশ্রিত ও বিস্বাদ। সে দুগ্ধ আমার জীর্ণ হইল না। উদরে কিছুই রহিল না, যেমন দুগ্ধ তেমনি বাহির হইয়া গেল। প্রচণ্ড শীতে বনাতের উপর বনাত শালের উপর শাল গায়ে দিয়া আমি সেই চারপাই আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শুইয়া আছি এমন সময় দেখি একজন সাহেব কাঁপিতে কাঁপিতে আমার ঘরে প্রবেশ করিল। শীতে তাঁহার দাঁতে দাঁতে লাগিতেছিল। তখন বুঝিলাম যে বাহিরে আরও কত শীত। পাশের ঘরে আসিয়া তারা আগুন জ্বালাইল; তাহাতে আমার কিছু আরাম বোধ হইল।

পরদিন আবার গৌরসিং সেই রকম জল মিশান মহিষের দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি তাহা পান করিলাম। কিন্তু দেখি দুগ্ধ সেইরূপ অবস্থায় আবার বাহির হইয়া গেল। অনাহারে তিন রাত্রি থাকিয়া সেই তৃতীয় রাত্রে যেন অর্দ্ধমৃত্যু আমাকে গ্রাস করিল।

সেই সকল গরম কাপড় গায়ে দিয়া আমি সেই খাটিয়ার উপরে বেশ আরামে শুইয়া আছি। শরীরের কষ্ট কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। বোধ হতে লাগিল যেন শিয়রে মার মত কে বসিয়া আছেন। আমি নিশ্বাস লইতেছি, সেই নিশ্বাসের সহিত আমি সেই সখা সযুজাকে দেখিতেছি এবং প্রশ্বাস ফেলিতেছি তাহার সঙ্গে তিনি আমাকে দেখিতেছেন। এই প্রকার প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে কি সহজ অনায়াসলব্ধ যোগানন্দে সারারাত্রি কাটিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

নিশা প্রভাত হইল। গৌরসিং আবার

সেইরূপ জলমিশ্রিত মহিষের দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি তাহা পান করিলাম। আশ্চর্য্য! সে দুগ্ধ সে দিন জীর্ণ হইল। আমি গৌরসিংকে বলিলাম, এখানে ত ভাল দুগ্ধ পাওয়া যায় না। তুমি যদি একটা গরু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার ভাল হয়। সে রাউলপিণ্ডী যাইয়া ৩০৲ টাকা দিয়া একটা ছোট গরু আনিল। বলিল এ দশ সের দুগ্ধ দেয়। এখন ঐ দুগ্ধই আমার আহারের সম্বল হইল।

দুগ্ধ খাইয়া আমার শরীরে একটু বলাধান হইল। আমি সেই বেকেরেয়া হোটেলে আছি। কিন্তু তথায় অধিক কাল থাকা সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া একটা ভাড়াঘর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সেই দুর্ব্বল শরীরে পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া একটা খালিঘর দেখিলাম। কিন্তু সেখানে এত অধিক শীত, যে তাহা থাকিবার উপযুক্ত বোধ করিলাম না। তাহা হইতে নীচে নামিয়া আর একটা ঘর পাইলাম। সে ঘর আমার পছন্দ হইল। তাহা ৯০০৲ টাকায় ভাড়া লইলাম। সেই ঘরেই থাকিলাম। পর দিন ডাকের হরকরা আমাকে একখানা চিঠি দিল। আগ্রহের সহিত খুলিলাম। দেখি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথের পত্র। তিনি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া সংশোধনের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি সেই সঙ্গীত পাঠ করিয়া দেখি লেখা আছে—

"গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে"? তাঁহার যে করুণা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, মৃত্যু হইতে জীবন পাইলাম, সেই করুণার কথাই এই সঙ্গীতে দেখিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, হৃদয় পুলকিত হইল। এমন সময়ে এমন চিঠি! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

এখানে একজন পাচক জুটিল। সে কাঁচা মুগের ডাল প্রস্তুত করিয়া দিত; তাহার আস্বাদ আমার ভাল লাগিত। তাহাতে আমার মধ্যাহ্ণ আহার বেশ চলিল। অনেক দিন পরে আমি তৃপ্তিপূর্ব্বক এই মধ্যাহ্ণ আহার করিতে লাগিলাম। ক্রমে শরীরের অবস্থা যেমন ভাল হইতে লাগিল, আমিও দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে লাগিলাম। এমন কি প্রাতে উপাসনার পরে যখন আমার সম্মুখে গরু আনিয়া উপস্থিত করিত, আমি বাটী পাঠাইয়া দিতাম। সেই বাটীতে আমার সম্মুখে দুধ দুইয়া আমার নিকট আনিত, আমি তাহা পান করিয়া দুগ্ধ দুহিবার জন্য পুনরায় বাটী পাঠাইয়া দিতাম। আবার দুগ্ধ দুহিয়া আমাকে দিত; পান করিয়া আবার বাটী পাঠাইতাম। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৪।৫ বাটী দুগ্ধ খাইয়া পর্ব্বতের পথে বেড়াইতে বাহির হইতাম। এবং অনাবৃত সূর্য্যকিরণে শীতল বায়ুর হিল্লোলে হৃষ্টচিত্তে পর্ব্বত ঘুরে ঘুরে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। আসিয়াই চা চকোলেট ও দুগ্ধ পান করিতাম। আবার মধ্যাহ্ণ ভোজনের সময়, সায়ংকালে, রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে দুগ্ধ পান করিতাম। এই প্রকারে প্রতিদিন দশ সের দুগ্ধ খাইতাম। যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, পরদিন প্রাতে মাখম করিয়া দিত; আমি সেই মাখম দিয়া রুটী খাইতাম।

সাত দিনের মধ্যে আমি নূতন বল প্রাপ্ত হইলাম। আমার মনে স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। আমি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘু-

রিতে লাগিলাম। শরীরে বল পাইয়া আমি ঈশ্বরের মহিমা গান করিতে লাগিলাম। সে গানের আর বিরাম নাই। মনে হইল বহুদিন হইতে কাশ্মীরে যাইবার আমার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, ঈশ্বর তাহা বুঝি এইবার পূর্ণ করিবেন। কাশ্মীরে কেমন করিয়া যাইতে হয়, তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম। মে মাস পড়িল। মরি লোকেতে পূর্ণ হইয়া গেল। ইংরাজ সৈনিকদিগের লাল পোষাকে ও অন্যান্য সাহেব বিবিদিগের বিচিত্র পরিচ্ছদে মরি আর এক শোভা ধারণ করিল। প্রকৃতিও জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া বিচিত্র বর্ণের পুষ্পে মরিকে অলঙ্কৃত করিল। তিন মাস এখানে থাকিয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ভ্রমণে হৃষ্টচিত্তে বাহির হইলাম।

সেতারায় মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সেতারায় এবার বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। উৎসব-গৃহ নারিকেলপত্র, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদি দিয়া সুসজ্জিত করা হয়। পুনা বোম্বাই হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত সুধী জন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এই উৎসবে যোগ দান করিয়া সেতারার ব্রাহ্মসাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

১০ই মাঘ সন্ধ্যাকাল হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়।

পরদিন ১১মাঘ প্রাতঃকালেই উৎসব-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রথমে "দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান" এই অর্চ্চনা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গীত হইয়াছিল। পরে একটী মহারাষ্ট্রীয় গান গীত হইয়াছিল। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রভু, সতত আমি তোমার যশোগান করিব। এবং তব ভজনে আনন্দ লাভ করিব।

তোমা ছাড়া আমার আর কোন কামনা নাই। অপর কামনায় আমার চিত্ত কখন মলিন হইবে না।

আমি যদি তোমার সেবা করিতে না পারি তবে বাঁচিয়া কি ফল?

তব প্রেমামৃত আমি যাচ্ঞা করিতেছি—অন্য আর আমি কি চাহিব?

তব পদ-কমল মকরন্দে মনোভৃঙ্গে গুঞ্জন করিবে।

এই দীন দাস তব সখ্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছে—আমার মদ মাৎসর্য্য চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

অর্চনার পর উপাসনা আরম্ভে একটী মহারাষ্ট্রীয় গীত এবং "দয়াঘন তোমা হেন" এই গীতের মরাঠি অনুবাদ গীত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় গীতের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

হে রাজাধিরাজ, প্রারম্ভে তোমাকে নতশিরে প্রণিপাত করিয়া আমরা ভাই বন্ধু মিলিয়া প্রেমসহকারে এই উৎসব করিতেছি। তোমার সাহায্য পাইব বলিয়া এই শুভক্ষণে এই প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। সুপ্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দেও। যে মোক্ষ-পদে লইয়া গিয়া তুমি সাধু সজ্জনকে রক্ষা কর, হে জগজ্জীবন, সেইরূপ তুমি আমাকেও রক্ষা কর। তোমার নাম গান করিয়া তোমাকে আমি ডাকিতেছি। হে বিভো, দুর্ব্বল সন্তানের নিকট ত্বরিত আসিয়া দেখা দেও।

পরে বেদমন্ত্রে আচার্য্য সকলকে উদ্বো-

ধিত করিলেন। তদনন্তর ভগবদ্গীতা হইতে একটি সুন্দর স্তোত্র ("অনন্ত সর্ব্বেশ জগন্নিবাস" ইত্যাদি) সমস্বরে পঠিত হইল।

তদনন্তর "জয় জয় পরব্রহ্ম" গীত হইবার পরে সকলে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মধ্যানে বসিলেন। তদনন্তর প্রার্থনা এবং কয়েকটী গীত হইয়া প্রাতঃকালীন উৎসব শেষ হইয়া গেল। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় গানের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

হে জীবনামৃত বিভো, শীঘ্র আসিয়া দর্শন দেও। বিনীতভাবে তব চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি। তোমার চরণ বিনা অন্য আর কে ভবভয় হরণ করিতে পারে? আর কে শরণ্য ত্রাতা আছে বল? কর যোড় করিয়া আমার শির-কমল তোমার পদে অর্পণ করিতেছি। হে পিতা, তোমা বিহনে আমার অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। যেমন জল-ছাড়া মীন, আমি সেইরূপ তোমা ছাড়া হইয়া আছি। হে অমৃত স্বরূপ, তুমি আমার জীবন রক্ষা কর, আমি মন্দমতি বুদ্ধিহীন পামর, তোমার গুণ আর কত গাহিব। হে বিশ্বনিয়ন্তা, তোমাতে প্রীতি যেন থাকে, এই আমার মিনতি।

উপাসনান্তে সকলে মিলিয়া আরতি গীত গান করিলেন এবং তৎপরে সকলে পরস্পরের সহিত কোলাকুলি করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

রাত্রিকালে সেই প্রশস্ত গৃহেও সকলের স্থান সংকুলন হইল না—স্থানাভাবে দ্বারদেশ হইতেই অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

উপাসনারম্ভে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া "য আত্মদা বলদা" এই বেদগানটী গাহিলেন। তদনন্তর "ওঁ পিতা নোঽসি" প্রভৃতি বেদমন্ত্রে অর্চনা হইলে কএকটী গীত হইল। অনন্তর উপাসনারম্ভে বেদমন্ত্রে উদ্বোধন সম্পন্ন হইলে পর সকলে গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে স্তোত্র পাঠ হইয়া গেলে সমস্বরে স্বাধ্যায় পঠিত হইল। পরে কএকটী গানের পর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তদনন্তর আরতি গীত হইয়া সে দিনকার মত উৎসব শেষ হইয়া গেল।

১২ই মাঘ। দ্বিপ্রহরে মহিলাদিগের সম্মিলন এবং সায়ংকালে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ। প্রাতঃকালে উপাসনা এবং সায়ংকালে সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়াছিল।

বোলপুর।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

১। বিগত ১২ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ ব্রহ্মমন্দিরে ঢাকা—বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সমাদ্দার মহাশয়ের ১১শ বর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র দেবশর্ম্মার চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কার আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শুভানুষ্ঠানে আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীমৎ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যপদে বৃত হয়েন, এবং উক্ত সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ও পুরোহিত মহাশয় ব্রহ্মচারীকে ৩দিন প-

র্য্যন্ত যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ও সাবিত্রীমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরে ১৫ই ফাল্গুন বুধবার বেলা ৮টার সময় যথারীতি সমাবর্ত্তন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। উপনীত বালকের পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বাবু পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠান পদ্ধতির সুমহান্ গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতাতে অতিমাত্র আহ্লাদিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের এই আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচারীর মাতামহকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল।

শ্রী—শ্রীচরণেষু

কলিকাতা হইতে গত কল্য এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। ... ... অদ্য নির্ব্বিঘ্নে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। বেদবিহিত পদ্ধতি ক্রমে বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা প্রথমত শ্রীমানের কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ ও তৎপরে উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান এখন সাবিত্রী মন্ত্রলাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ব্রহ্মচারীর আজ যে দৃশ্য হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ না করিলে প্রতীতি হইতে পারে না। তাহার মস্তক মুণ্ডন, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে বিল্বদণ্ড, দণ্ডাগ্রে ভিক্ষাঝুলি, পরিধান গৈরিক প্রভৃতি সকলই অপূর্ব্ব শ্রী উৎপন্ন করিয়াছে। আমি নিজে দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু হায় প্রাণে যে শোকের উদ্দীপন হইয়াছে তাহা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। অনুভূতি হইতেছে স্বর্গীয় সেই দেবকন্যা যেন শ্রীমানের কণ্ঠে "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বাক্য শ্রবণ করিয়া অগণ্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কি যে কষ্ট হইতেছে তাহা আর আপনাকে কি বলিব। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি শ্রীমানের সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত এখানকার ধর্ম্মাশ্রমেই থাকিব। অতঃপর শ্রীমানকে লইয়া কলিকাতায় যাইব। আপনি এই চিঠির বিবরণ শ্রীমানের মাতামহীকে জ্ঞাপন করিবেন। আপনারা উভয়ে শ্রীমানের প্রণাম জানিবেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

২। বিগত ১৪ই ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে বোলপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ অনুসারে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা করেন ও "দ্বা সুপর্ণা" এই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা জীব ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞানই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং সগুণ ব্রহ্ম যে সাকার ঈশ্বর নহেন তাহাই বুঝাইয়া শ্রোতৃবর্গকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত মণ্ডলীর অনেকেই উপাসনাস্থলে আগমন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বেদব্যাখ্যা শ্রবণে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম। } নিবেদক
১৬ ফাল্গুন, ১৩০২। } শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
আশ্রমাধ্যক্ষ।

THE BRAHMO DHARMA (Translated).

(The Book of the Religion of Brahma).

First Part.

CHAPTER 1.

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ৪ ॥

Whoso knoweth the Supreme Being—the Joy from Whom speech falleth back, with the mind, not finding Him, knoweth no fear from aught. (4)

That Supreme God, in essence, is infinite

intelligence, is not a finite or an inanimate object; nor is He the mind itself: hence the mind cannot grasp Him. All the more is the speech unable to mention Him. Mind trying to find Him falls back. Speech trying to speak Him, ceases its efforts. That infinite spirit can be indicated only as the mind of the mind and the speech of the speech and the intelligent cause and support of all that be. Whoever is in enjoyment of the supreme felicity arising from the perpetual vision, within himself, of this Being, who is without particularity, who is all pervading, and who is, in essence, joy—for such a one the cousummation of desire has been reached. He, contented by association with his Beloved, has attained all desires. Such a one, having found refuge in Him, and having become His devoted servant, is steadfast in working what is pleasant unto His sight. From that work he cannot be turned back by fear of the revilings of men, of intolerable insult, of undeserved abuse, or of persecution that cannot be turned away. To give up life in working obediance to his Beloved is for him easy. Then who can cause him fear? He has become fearless by committing his life to the Giver thereof; he knoweth no fear from all destroying terrible death itself. [4.]

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ ৫ ॥

He is even sweetness. Verily having attained this sweetness this one (the soul) becometh even as joy. [5]

Of that All-Good, having obtained whose love, the soul is merged in supreme bliss, the speech of itself speaks as, in essence, sweetness. [5]

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥ ৬ ॥

Who would have moved, who could have lived, if this joy filling all space had not been. It is even He that maketh joy. [6]

By reason of God's being, this world, like unto which nothing is, has sprung forth and all creatures have obtained the means whereby they live. If He had not been, nothing would have been. If the Creator of all, the support of all, the Supreme God had not created this world and established these beneficient laws, then where would have been the earth and sky, where all this that moves and all this that moves not, where their works and where would have been happiness and prosperity? He distributes happiness to all. Whatever enjoyment the Protector of all, who is in essence Good, aiming at the happiness of all, has attached to any object, that happiness we derive from that object and thus become gainers of our ends. Contemplation of the beauties of Nature, the flavour of delicate foods, the affection of parents and the love of friends, the instructions of wisdom and the practice of virtue and so forth—every kind o happiness we derive from these is due to His favour. Oh, how great is His mercy! He stays not his hand by giving us enjoyment through objects only. If we seek for it, He cools our hearts, He fills our minds and consummates our desires by making a gift even of Himself. In the hearts of the wise, who with nature subdued, at all times desire Him, He appears without delay and by plentiful showers of the waters of immortality causes the lotus of their hearts to blossom forth. Oh! He, who has even for a moment seen Him within himself knoweth His glory. [6]

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ৭ ॥

When the devotee knoweth fearless rest in this Invisible, incorporeal, indefinable

supportless (Supreme Being) then he passeth all fear.

As the frightened child becomes fearless, finding its mother's lap; so we, finding refuge in the lap, everywhere extended, of that Immortal Spirit, escape from the fears of this world, so full of fears. Then we surrender ourselves to Him who sees, though Himself unseen, who supports the world, though Himself supportless, the refuge of all, knowing Him to be our only friend and helper—in obedience to His commands, we walk the path by Him shown, with a heart that nothing can quail. [7]

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ ৮ ॥

Whoso knoweth the Supreme Being—the joy from whom speech falleth back, with the mind, not finding Him, knoweth no fear from aught.

He that hath no faith in the Supreme God, in essence Good, and knoweth not His true aim—such a man though in the midst of this world, governed by immutable laws of harmony, is frightened with many fears, like one placed in a house of darkness. But he, that has seen the beneficient light of the supreme God, the source of supreme Good, never is afraid. [8]

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৯ ॥

This is the Soul's supreme goal, this is the soul's supreme possession, this is the soul's supreme abode. All other created things enjoy but a particle of this joy. [9]

Of all ends of our being which are counted good, God is the supreme end; to find Him is the last reward of virtue, of possessions all kinds God is our supreme possession. This prossession whoever has gained looks as possession upon nothing else. Of all spheres of existence, God is the supreme sphere, being our supreme stay. Whoever dwelleth in Him, craveth not for the imperfect fleeting joys that any limited passing sphere can afford. Of all joys the attainment of God is our supreme joy. Of this joy all other joys form but an atom and yet by the enjoyment of this atom of joy all creatures find life. [9]

End of Chapter 1.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৪৬৮৸৶৯
পূর্ব্বকার স্থিত		...	৩০৪৭।৶৩
সমষ্টি	...	...	৩৫১৬।৶০
ব্যয়	...		৩৪৯৸৵৯
স্থিত	...		৩১৬৬॥ ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...		...	২৬৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র সিংহ	৫৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲
" " হীরালাল প্রামাণিক	২৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		১০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
„ „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
„ „ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
		২৬৪৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৪১।৶০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দে	ঐ	১৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	২৲
„ „ সুরেশচন্দ্র দত্ত	ঐ	১৲
„ „ দেবেন্দ্রদেব দাস	ঐ	৩৲
„ „ বলাইচাঁদ পাইন	ঐ	৩৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲
„ „ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
„ „ বিশ্বম্ভর শিকদার	ঐ	৩৲
„ „ মহেন্দ্রনাথ বসু	ঐ	২॥০
„ „ কালীনাথ দত্ত	মজিলপুর	১০৲
„ „ বারাণসী বসু	উলা	৬৷৴০
„ „ রাধাচরণ বর	দহগড়া	৩ /০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়		২৲
		৪১।৶০
পুস্তকালয়		৭৫। ০
যন্ত্রালয়		৭৫৲
গচ্ছিত		৪৸৶৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৮।৶০
সমষ্টি		৪৬৮৸৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৯৫ /৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৫।৶৬
পুস্তকালয় ...	৪৪৸ ৩
যন্ত্রালয় ..	১৬৪॥/৯
সমষ্টি	৩৪৯৸৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র শনিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ রবিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বর্ষশেষ হইতে চলিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিঃ যাঁহাদিগের নিকট ১৮১৭ শক পর্য্যন্ত টাকা অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা শীঘ্র টাকা দিয়া সমাজকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। সকলেই জানেন যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। তাহাতে এত দীর্ঘকাল টাকা অনাদায় থাকিলে সমাজকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
সহকারী সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৩৩ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ রবিবার ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

আজ বৎসরের প্রথম দিবস। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী আরম্ভ-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং পুনর্ব্বার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আমরা তরুলতা-পরিবেষ্টিত নিভৃত প্রাঙ্গণে নিস্তব্ধে মিলিত হইয়া জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা পরমাত্মার বাৎসরিক পূজায় মনঃ সমাধান করিতেছি।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে—

ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।

তিনি ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা—তিনি অদ্যও আছেন কল্যও থাকিবেন; সর্ব্বদাই তিনি আমাদের নেতা হইয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাই আজ আমরা বৎসরের প্রথম সূর্য্যোদয়ে তাঁহার চরণে প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ বারিতে পবিত্র হইয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদে বলীয়ান্ হইয়া, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নূতন বর্ষে, তাঁহারই নূতন মঙ্গল-রাজ্যে, প্রবেশ করিতেছি। নব-বর্ষের এই দ্বারোপান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নিস্তব্ধ চিত্তে আমরা ক্ষণকাল সেই সর্ব্বলোক-প্রকাশক সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ মঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করি। সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ সত্তাবান্ এবং জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে—তরুলতা সকল প্রাণবান্ হইয়াছে—পশু পক্ষী জীব জন্তু সকল চেতনাবান্ হইয়াছে—মনুষ্য প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অপরিসীম এবং সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার জ্ঞান প্রেমরসে পরিপূর্ণ তাঁহার শক্তি মঙ্গল ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। তিনি যেমন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—তেমনি আনন্দরূপমমৃতং।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

চরাচর ব্রহ্মাণ্ড আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। নিখিল জগৎসংসার পরমাত্মার আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং প্রেমের আস্পদ। এই আশ্চর্য্য শোভাময় জগতের প্রতি একবার অন্তঃকরণের সহিত নিরীক্ষণ করিলে, সরোবরে সুগন্ধি পদ্ম পুষ্প বিকসিত দেখিলে—বনকাননে পুষ্প লতা পল্লবের অভিনব লালিত্য এবং সুকুমার মাধুর্য্য দেখিলে—পতঙ্গ ও বিহঙ্গের পক্ষচ্ছদের অপূর্ব্ব চিত্রকর্ম্ম দেখিলে—গো অশ্ব এবং মৃগ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণের গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিলে—ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মনুষ্যের প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিলে—কে এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে যে, জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার অপরিসীম জ্ঞান আনন্দ-শূন্য প্রেমশূন্য উদাসীন সত্তামাত্র। পরমাত্মা তাঁহার এই সৃষ্ট জগৎকে কত যে প্রীতি-নয়নে অবলোকন করিতেছেন—অভিনব সবিতা আজ উদয়াচলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা আমাদের নিকটে মুখের আভাসে জ্ঞাপন করিতেছে; উদিত দিবাকরের সুমঙ্গল অবলোকনে কেমন দেখ অচেতন জীব-সকল সচেতন হইয়া উঠিতেছে—রূপহীন বস্তু সকল রূপবান হইয়া উঠিতেছে—পৃথিবীর মুখে স্ফূর্ত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। পরমাত্মা তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে যেমন প্রীতির সহিত অবলোকন করিতেছেন তেমনি স্নেহ এবং করুণার সহিত পালন করিতেছেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

পরমাত্মার স্নেহ এবং করুণা দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। মাতা বিহঙ্গিনী যেমন শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষযুগল দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অল্পে অল্পে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে আপনার ন্যায় দৃঢ় এবং সক্ষম করিয়া তুলে, প্রেমের আকর এবং করুণার সাগর পরমাত্মা তেমনি তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে প্রাণের সহিত পালন করিতেছেন এবং জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগকে আপনার সহবাসের উপযুক্ত এবং আনন্দের ভাগী করিয়া তুলিতেছেন। পরমাত্মা যেমন তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে প্রীতির সহিত অবলোকন করিতেছেন, স্নেহ করুণার সহিত পালন করিতেছেন, তেমনি মঙ্গল ইচ্ছার সহিত শাসন করিতেছেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ইঁহার শাসনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে—সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে—মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে—বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগকে তিনি যেরূপ বিশেষ প্রণালীতে শাসন করিতেছেন—তাহা অনুশাসন বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে; অনুশাসন কিনা জ্ঞান-ধর্ম্মের শিক্ষাদান। রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু সমস্তই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুশাসন—সমস্তই পৃথিবীর নশ্বরতার প্রতি এবং আত্মার মাহাত্ম্যের প্রতি মনুষ্যের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। শিক্ষক যেমন বালকদিগকে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য করিয়া তুলিবার জন্য শাসন করে—পরমাত্মা সেইরূপ মনুষ্যকে প্রকৃতপক্ষে আত্মা করিয়া তুলিবার জন্য—আপনার সহবাসের উপযুক্ত, ভাবের ভাবুক, এবং আনন্দের ভাগী

করিয়া তুলিবার জন্য—নানা রূপে শাসন করেন। সে শাসনের উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত মনুষ্য পাপ হইতে বিরত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে;—এরূপ ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে যাহাতে তাহারা পুণ্য শ্রী, আধ্যাত্মিক বল, ধীরতা, উদ্যমশীলতা, এবং প্রসন্নতায় বিভূষিত হইয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমময় সহবাসের আনন্দ-রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কেননা, তস্কর যেমন আপনার চরিত্র সংশোধন না করিলে সজ্জন-সহবাসের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না, মনুষ্য তেমনি পাপের পরিহার এবং ধর্ম্মের সাধন দ্বারা মনকে পরিশুদ্ধ না করিলে পরমাত্মার সহিত সহবাসের আনন্দ-রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না। এইরূপ আমরা ধ্যানের আলোকে নিখিল চরাচরের সৃজন পালন এবং শাসন কার্য্যে জগতের জনক জননী পরম দেবতার পরিপূর্ণ আনন্দ, অনির্ব্বচনীয় স্নেহ করুণা,এবং অবিশ্রান্ত মঙ্গল ইচ্ছা দেদীপ্যমান দেখিতে পাইতেছি,—দেখিতে পাইতেছি যে, পরমাত্মার সৃজন-শক্তি পালন-শক্তি এবং শাসন-শক্তি আনন্দ প্রেম স্নেহ করুণা এবং মঙ্গল ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। পরমাত্মার এইপ্রকার জ্ঞানময় প্রেমময় করুণাময় মঙ্গলময় মহতী শক্তি—পরমাত্মার দিব্য তেজোমণ্ডল বলিয়া—ভর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরব্রহ্মের সেই মহতী শক্তি হইতে সত্তা এবং বল পাইয়া বাষ্পাকৃতি সূক্ষ্ম পরমাণুরাশি কুণ্ডলায়মান হইয়া মহাকাশে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল;—সেই মহতী শক্তি হইতে জ্যোতি এবং উত্তাপ পাইয়া দীপ্তিমান সূর্য্যমণ্ডল এবং জ্যোতিঃপুঞ্জ অগণ্য তারকা-মণ্ডল—আকাশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ও গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতু দূর হইতে দূরে প্রধাবিত হইয়া সূর্য্যকে যথা নিয়মে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল;—সেই মহতী শক্তি হইতে প্রাণ পাইয়া পেশল শৈবাল, পর্ণ-শোভিত কোমল বিটপী, তৃণ গুল্ম, তরু, লতা, ওষধী বনস্পতি উত্তরোত্তর মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিতে লাগিল;—সেই মহতী শক্তি হইতে চেতন পাইয়া কীট পতঙ্গ, মৎস্য কুম্ভীর, পশু পক্ষী, কেহ জলে কেহ স্থলে কেহ অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই মহতী শক্তি হইতে উন্নতিশীল বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া মনুষ্য সেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতার অনুসন্ধান উপলক্ষে অল্পে অল্পে তাঁহার প্রতি ধ্যান-নেত্র উন্মীলন করিতে লাগিল। মনুষ্যই পৃথিবীর মধ্যে উন্নততম জীব, এই জন্য এই মহা প্রকাণ্ড সৃষ্টি-ব্যাপারের উদ্দেশ্য যে, কি, জানিতে হইলে তাহা মনুষ্য ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। সে উদ্দেশ্য মনুষ্যের উন্নত ললাট-ফলকে প্রহেলিকার ন্যায় অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে—এবং মনুষ্যের আত্মার জ্যোতির্ম্ময় দ্বারোপান্তে সুস্পষ্ট স্বর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহা এই যে, পরমাত্মা প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগকে উত্তরোত্তর জ্ঞানধর্ম্মের উন্নত সোপানে আরূঢ় করিয়া আপনার সহবাসের উপযুক্ত—ভাবের ভাবুক এবং আনন্দের ভাগী করিবেন—ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সৃষ্টি যেমন অপরিসীম মহান্ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তেমনি অতলস্পর্শ গভীর। সে উদ্দেশ্য-সাধনের অশেষবিধ আয়োজন এবং অশেষবিধ উপকরণ আমাদের অন্তরে বাহিরে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি মহামূল্য উপকরণ অতীব যত্নের সহিত পটাচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই মহামূল্য

উপকরণ-গুলির মধ্যে প্রজ্ঞাবান্ জীবদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বপ্রধান। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব-শক্তি এবং ধর্ম্ম-নিয়ম ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল নির্ম্মল এবং প্রশান্ত হইলে—ধ্যান-যোগে যখন আমরা আমাদের সেই পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রিয়তম পরমাত্মার দর্শন লাভ করি তখন আমরা ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, তিনিই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা। অতএব

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনর্ব্বার আমরা সর্ব্বলোক-প্রকাশক পূর্ণ-মঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করিতেছি যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন,এবং ধ্যানানন্তর এইরূপ সংকল্প করিতেছি যে, আমাদের মঙ্গলময় জনক-জননী এবং প্রেমময় সুহৃদ্ পরমদেবতা পরমাত্মা আমাদিগকে এমন যে বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহার অপব্যবহার না করিয়া সাধ্যানুসারে তাহার সদ্ব্যবহার করিব;—যাহার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—পিতা মাতার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—পতি বা পত্নীর প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—সন্তান-সন্ততির প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা সাধ্যানুসারে প্রাণের সহিত এবং যত্নের সহিত সাধন করিব; এবং সকল মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার পরমাত্মাকে স্মরণ মনন এবং ধ্যান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিব—এইরূপ সংকল্প করিয়া আমরা নববর্ষের প্রবেশ-দ্বারে প্রণত মস্তকে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পরম মঙ্গলালয় পরমাত্মার প্রসাদবারি যাচ্ঞা করিতেছি।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম-সমাজ।

আজকাল সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া মিলনের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। জগতে এক অভূতপূর্ব্ব মিলনের সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় যিনি এই মিলনের সহায়তা করিবেন, বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার পক্ষে যিনি যতটুকু সাহায্যদান করিবেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে জগতের কৃতজ্ঞতার পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিগত মাঘোৎসবের সময়ে রেবারেণ্ড জেম্স সাণ্ডার্‌স

এই কলিকাতা নগরীতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাসমূহের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে মিলন সংসাধিত হয় এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাহাতে ইউনিটেরীয় সম্প্রদায়ের মিলন সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক নগরের অন্যতম প্রধান ইউনিটেরীয় ধর্ম্মবক্তা এবং তিনি চিকাগো নগরের ধর্ম্মমহামণ্ডলের বিশেষ অনুরাগী। তিনি সেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামিলনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, পত্রোক্ত সেই সকল প্রস্তাব তাঁহারই হৃদয়ের যথার্থ উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সেই প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্য্যকর তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পাইবে। তবে, আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব একটী কমিটি গঠিত করিবার উপদেশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।(১) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য একজন ইংরাজ ইউনিটেরীয় প্রচারক প্রেরণ; (২) কলিকাতায় ইউনিটেরীয় এবং ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের সহযোগে একটী "পোষ্টআফিস মিশন" স্থাপন করা; (৩) ইউনিটেরীয় পুস্তকাদির কলিকাতাতে বিক্রয়-ব্যবস্থা করা; (৪) সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা অথবা ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া কলেজ মিলিত করা; (৫) ব্রাহ্মসমাজ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরীয়, ইহাঁদিগের সমবেত চেষ্টায় একটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্যালয় স্থাপন; (৬) উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে অক্সফোর্ড নগরের ম্যান্‌চেষ্টার কলেজে অধ্যয়নার্থ দু একজন ছাত্র প্রেরণ; (৭) ইংরাজ ইউনিটেরীয়দিগের সাহায্যে কলিকাতায় সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের নূতন এক মুখপত্র সংস্থাপন; (৮) ব্রাহ্মদিগের প্রচার কার্য্য, শিক্ষাদান,এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ইংরাজদিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ; (৯) ইউনিটেরীয় সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের মধ্যে পুস্তক পত্রিকাদি বিশেষভাবে বিনিময়; (১০) উভয় সমাজের মুখপত্র সমূহে উভয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রবন্ধ লিখন।

এই কয়েকটী প্রস্তাবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইউনিটেরীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যাহাতে ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া প্রচারিত হয়, সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেবের সেইরূপ ইচ্ছা। তাঁহার পক্ষে তাহা যে অন্যায় তাহা আমরা বলি না; প্রত্যুত যতপ্রকার উপায় হইতে পারে ইউনিটেরীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে সেই সকল উপায়গুলিই অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্য, কারণ তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন, তাহাই প্রচার করিবেন। প্রস্তাব কয়েকটীতে তাঁহার এক দিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অপর দিকে উদারভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ইউনিটেরীয় ধর্ম্মপ্রচারকেই এক দিকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন, অপরদিকে সেই ধর্ম্মপ্রচারে ব্রাহ্মসমাজ-শাখাগুলির পর-

স্পর সম্মিলন এবং তৎসঙ্গে সম্মিলিত ব্রাহ্মসমাজের ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত সম্মিলন বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারও প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিব যে কিসে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ভাব চলিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এবং দ্বিতীয়তঃ সমগ্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা যেন কোন সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মিলিত হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া না পড়ি। যে ধর্ম্মের ভিত্তি পরমাত্মা ও জীবাত্মা, সেই ধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক। যে ধর্ম্মের মধ্যে এই দুইটীর অতিরিক্ত অন্য ভিত্তি গ্রথিত হইবে,তাহাই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে। আমরা কিছু পরেই দেখাইব যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় ইউনিটেরীয় ধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক নহে। সুতরাং শেষোক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অভিন্ন হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কখনই সম্ভব নহে। ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টানদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর, এই কারণে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সহিত আমরা অভিন্ন হইয়া যাইতে পারি না।

আমরা এই সকল বিভিন্নতার বিষয় উল্লেখ করাতে কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, আমরা মিলনের নিতান্তই বিপক্ষ। আমরা ইহাই চাহি যে, ব্রহ্মোপাসকগণ ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে যেন আপনাদিগের অবস্থা যথার্থরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন এবং বিভিন্নতার স্থলগুলিও সবিশেষ আলোচনা করিয়া রাখেন; কারণ, তাহা হইলেই মিলনের পরে বিরোধের সম্ভাবনা অল্পই থাকিবে। অবিবেচনা পূর্ব্বক সহসা অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া পরে মতভেদ দৃষ্টে তাহা লইয়া বিবাদ কলহ করা অপেক্ষা মিলিত হইবার পূর্ব্বেই বিবাদস্থল জানিয়া মিলিত হওয়া ভাল এবং তাহাতে বিবাদ উত্থাপন হইবার কারণও অতি অল্পই উপস্থিত হয়।

ইউনিটেরীয়গণের সহিত আমাদের বিরোধের যে কারণ সমূহ বিদ্যমান আছে, সেইগুলির মধ্যবিন্দু যিশুখৃষ্টের প্রতি তাঁহাদের কিছু অতিমাত্র ভক্তি। ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই খৃষ্টকে তাঁহাদের মত অযথা ভক্তি প্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য। বাস্তবিক, ব্রাহ্মেরা কোন মনুষ্যকেই, তিনি আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানবোচিত ভক্তির অতীত ঈশ্বরোচিত ভক্তি উপহার দিতে পারেন না। ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টকে ঈশ্বরের ঠিক নিম্নেই আসন প্রদান করেন। ব্যক্তি বিশেষ ইহার ব্যতিরেকস্থল হইতে পারে কিন্তু আমরা সাধারণতঃ ইউনিটেরীয় সমাজের কথা বলিতেছি। তাঁহারা বলেন যে খৃষ্ট ব্যতিরেকে ঈশ্বরসন্নিধানে যাইবার উপায় নাই; যিশুখৃষ্ট তাঁহার ভক্তদিগের জন্য স্থান ঠিক করিয়া রাখিবেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হইলেও, সকল মানবসন্তানের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাঁহাকেই "শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্ত্তা" বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে যে খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "আমিই একমাত্র গতি, একমাত্র সত্য, একমাত্র জীবন; কোন মনুষ্যই আমাকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না।" ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টের এই দাবী পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করেন।

তাঁহাদের চক্ষে যিশু কলঙ্করহিত ও পাপ-লেশহীন পূর্ণ মনুষ্য। তিনিই মনুষ্যদিগের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার পূর্ণ আদর্শ এবং তিনিই মানবের পরম গুরু—তাঁহার প্রত্যেক বাক্য অবনতমস্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মতে যিশু-খৃষ্টই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের পিতৃভাব লোক সমক্ষে প্রকাশ করেন। অবশ্য যখন তাঁহাদের এই প্রকার মত প্রথম স্থির হইয়াছিল, তখন তাঁহারা জানিতেন না যে খৃষ্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যদের বেদ-শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া উল্লেখ আছে। ইউনিটেরীয়গণ শিশুর নামকরণের সময় "পরমপিতার নামে, পরম পুত্রের নামে এবং পরম পবিত্রাত্মার নামে" এইরূপ বাক্য সকল ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তাঁহাদের কোন মুখপত্রে খৃষ্টকে আত্মীয়-স্বজন বলিয়া একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। *

আমরা ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হই বা না হই, আমরা যেন খৃষ্টের নাম অযথাভাবে উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন আনয়ন না করি। ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক নেতা এইরূপে যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা হয়তো এইরূপ খৃষ্টের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি দেখাইয়া বিদেশীয় খৃষ্টানদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা দেখেন না অথবা দেখিতে চাহেন না যে ইহাতে তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের আস্থা কতটা হারাইয়া বসেন। আমি একটী দৃষ্টান্ত দিব—কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্মভ্রাতা তাঁহার পুস্তকে খৃষ্টের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেনঃ—

'Pray and intercede in the bosom of the Father for those who have put their faith in thee, that, through thy resurrection, we, too, may rise to the mansions where thou sittest at the right hand of God." †

এইরূপ উক্তি সমূহে সহজেই বোধ হয় যে ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টকে যে ভাবে দেখেন ব্রাহ্মভ্রাতাও সেইভাবেই খৃষ্টকে দেখিয়া থাকেন। আমরা খৃষ্ট সম্বন্ধে এরূপ অসংযত বাক্য কিছুতেই ব্যবহার করিতে পারি না। ব্রাহ্মভ্রাতা যদি বলেন যে তাঁহার এই সকল উক্তি রূপক মাত্র অর্থাৎ তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, আমরা বলি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ কূট ব্যাখ্যা যুক্ত ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে। যদি কেহ তাঁহাকে বলেন যে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ অথবা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের রাধাকৃষ্ণ-কথা রূপক মাত্র, আমরা তাঁহাকে যতদূর জানি, তাহাতে, বোধ হয়, তিনি সেই সকলের রূপকত্ব অস্বীকার করিয়া, সেই সকল কথাকে অশ্লীল ও অপাঠ্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আর যাহাই হউক, তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভার-তের শাস্ত্রকারগণ এইরূপ রূপক-ভাষা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরাও বলিতেছি যে খৃষ্টের প্রতি তিনি যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া-ছেন,সেইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন এবং তিনিও করিতেছেন ও তাঁহার অনুসারী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে করিতে পারেন।

* "And welcome to our Christmas cheer,
Dear Jesus, thou shalt be ;
Our guest through all the livelong year,
One of our family."
The Inquirer Dec. 21, 1895.

† Heart Beats P. 153.

আমরা এগুলি হিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়াই বলিলাম। ইউনিটেরীয় প্রচারক সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব যেমন আপনার কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, তেমনি ব্রাহ্মেরাও যেন প্রশংসালাভের বা স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় আপনার কর্ত্তব্য না ভুলেন। আমরা দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন না। যখন সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব আসিলেন, তখন অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি যে কতটা সম্মান প্রদর্শন করিবেন যেন ইয়ত্তা করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু সে দিন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজের দুই জন পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন, হায়! ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক আদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজকে সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে দেখিলাম না। আমরা অবশ্য সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেব অথবা বিদেশ হইতে আগত কোন সাধুপুরুষের সম্মাননা করিতে নিষেধ করিতেছি না। আমরাও বিদেশীয় সাধুপুরুষদিগের সম্মান করিতে জানি এবং করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা বলি বিদেশকে আপনার করিতে গিয়া যেন স্বদেশকে পর করিয়া না ফেলি। কিছুদিন হইল, কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আলাপ হইয়াছিল; তিনি অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এই একটী কথা বলিলেন যে, যে ব্যক্তির পরিধান থানধুতি এবং যাঁহার পায়ে চটিজুতা আছে বা জুতাই নাই, ব্রাহ্মেরা এপ্রকার আচার্য্যকে কি প্রকারে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারেন। ইহাতে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মদিগের আদর্শ যদি এইরূপ অবনত হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশের অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা দৃঢ়তর হইয়া আইসে। আমরা তাঁহাদিগকে এইটুকু বন্ধুভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারা যেন খৃষ্টনাম যখন তখন অযথাভাবে উল্লেখ এবং তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মভ্রাতার ভাষা প্রয়োগ না করেন। এই প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, যখন ইউনিটেরীয়দিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলিতভাবে কার্য্য করিবার কথা হইতেছে, তখন ব্রাহ্মদিগের অনেক সময়ে খৃষ্টীয় প্রভাবে মগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইবার অন্যতর অন্তর্নিহিত কারণ এই অযথা খৃষ্টপ্রীতি। আমরা কাতর ভাবে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন, তাঁহারা পুনরায় খৃষ্টপ্রীতিতে ডুবিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া বিরোধ আনয়ন না করেন।

এতক্ষণ আমরা ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিবাদস্থল দেখাইয়া আসিলাম। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে মিলনস্থল নাই, তাহাও নহে—মিলনের স্থলও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদূর অসাম্প্রদায়িক যে ইহার সহিত সকল ধর্ম্মের মিলনস্থল আছেই, কারণ ইহা সকল ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত সার ধর্ম্ম। সুতরাং এই সূত্রে কে অস্বীকার করিবে

যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউনিটেরীয় সমাজের মিলনস্থল আছে। যেটুকু জীবাত্মা ও পরমাত্মা লইয়া কথা, তাহাতে উভয় সমাজের মধ্যে যথেষ্টই ঐকমত্য আছে। ইউনিটেরীয়গণ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সম্ভজন করেন, আমরাও তাহাই করি; তাঁহারা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, আমরাও তাহাই করি। তাঁহারা প্রথম মানবের পতন, সেই সূত্রে মানব প্রকৃতির চিরবিকৃতি, ঈশ্বরের তাহার উপর ক্রোধ ও তজ্জনিত অভিশাপ, অনন্ত নরক এবং তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে যিশুখৃষ্টের ক্লেশপ্রাপ্তি ও মৃত্যু, এই সকল কিছুই স্বীকার করেন না, আমরাও তাহা করি না। তাঁহারাও পৃথিবীর কোন ধর্ম্মসমাজকে এবং বাইবেলকে দেবপ্রভাবোৎপন্ন অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না; আমরাও তাহা করি না। এইরূপ কয়েকটী বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের যথেষ্টই মিল আছে। এই সকল বিষয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হয় তজ্জন্যই আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সকল বিষয়ে মিলিতে গেলে বড়ই গোলযোগের সম্ভাবনা। সেদিন "ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটির" একটী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেবের প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ, এই তিনটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমরা এই সকলের কিছুমাত্র বিরোধী নহি। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম প্রস্তাবে যে, নূতন মুখপত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য ইউনিটেরীয়দিগের নিকটে সাহায্যগ্রহণের উল্লেখ আছে, আমরা এরূপ অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে বিশেষ ভাবে সাহায্য-গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেকে জানিতে পারেন যে, অনেক স্থলে কোন প্রজাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইলে জমীদার তাহাকে টাকা ধার দিতে থাকেন। সেই প্রজা তখন কৃতজ্ঞতাভারে এবং ঋণভারে অবনত হইয়া সহজে বিপক্ষতা করিতে পারে না। ইহাও অনেকে জানেন যে ঠিক এই ভাবে এক গবর্ণমেণ্ট অপর গবর্ণমেণ্টকে কোটি কোটি টাকা ধার দিয়া থাকেন। সেইরূপ, যদিও ইউনিটেরীয়গণ ব্রাহ্মদিগকে টাকা ঋণস্বরূপে না দিয়া সাহায্য স্বরূপেও দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ অধিকতর কৃতজ্ঞতাভারে এতদূর অবনত হইয়া পড়িবেন যে, তাঁহারা ইউনিটেরীয়দিগের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িবেন। আর যদি কোন বিষয়ে, এমন কি সত্যের অনুরোধেও, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মেরা দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলেও তাঁহারা অশেষ নিন্দার ভাগী হইবেন। বন্ধুভাবে এই কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

নদীতে দুইটী ঘটনা।

(মহর্ষির নিজের কথা)

১৭৮৪ শকের ৩রা আশ্বিনে দুর্গাপূজার অবসরে, বীরেন্দ্রনাথ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া বোটে চড়ে জলপথে বেড়াতে গেলেম। কতক দিন চলে যেতে যেতে দশমী তিথিতে একটি প্রশান্ত সুদৃশ্য গঙ্গার কোলে সন্ধ্যার সময় পৌঁছে তথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। আমি প্রতাপ মজুমদারকে বলিলাম দেখ, দশমী তিথিতে গঙ্গার কেমন শান্ত ভাব রয়েছে, মাতা প্রকৃতি যেন